Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব সুবোধিনী

প্রথম খণ্ড

LIBRARY
No. 1/68
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE

Bhadaini, Varanasi-1

No. 1/68

Book should be returned by date (last) nc
or re-issue arranged. Otherwise a fine
daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব-সুবোধিনী

প্রথম খণ্ড

"যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যঙ্ নিত্যমায়তনে মম।
সদা ন তদ্বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং তত্র মে স্থিতম্॥"

"শ্রীশ্রীগীতামৃতলহরী"-প্রণেতা
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
বি, এ, কাব্যতীর্থ সম্পাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ
মাঘ, ১৩৫৭।

LIBRARY
No. ......
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

মূল্য এক টাকা আট আনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তাং দুর্গাং দুর্গমাং দেবীং দুরাচারবিঘাতিনীম্ ।
নমামি ভবভীতোঽহং সংসারার্ণবতারিণীম্ ॥"

প্রকাশক :—
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
১৭বি, শ্রীমোহন লেন, কালীঘাট.
কলিকাতা—২৬ ।

প্রাপ্তিস্থান :—

১ । গ্রন্থকারের নিকট :—
১৭বি, শ্রীমোহন লেন, কালীঘাট, কলিকাতা- ২৬ ।

২ । ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ :—
২১১নং রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ, কলিকাতা—১৯ ।

৩ । মহেশ লাইব্রেরী :—
২।১নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১২ ।

৪ । শ্রীগুরু লাইব্রেরী :—২০৪এ, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬

৫ । সংস্কৃত বুক্ ডিপো,—২৮এ, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ।

৬ । রায় চৌধুরী এণ্ড কোং :—
১১৯,আশুতোষ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর—কলিকাতা ২৫ ।

৭ । যতীন প্রেস—৫০ নং কে, পি, রায় লেন, টালিগঞ্জ, কলিকাতা ৩৩ ।

মুদ্রাকর :—
যতীন প্রেসে— শ্রীযতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ।
৫০নং কে, পি, রায়, লেন, টালিগঞ্জ, কলিকাতা—৩৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

উৎসর্গ !!

বাল্যে মাতা-পিতৃহীন হইয়া যাঁহার স্নেহে ও যত্নে প্রতিপালিত
ও সংবর্দ্ধিত হইয়া সংসারে বিচরণ করিবার
শক্তি-অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছি, সেই পিতৃকল্প
ভ্রাতৃবৎসল অগ্রজ সহোদর ৺মহেন্দ্র নাথ
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে
এই গ্রন্থখানি ভক্তি সহকারে
উৎসর্গ করিলাম।

ইতি—
হতভাগ্য অধম ভ্রাতা
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
চরিত্রত্রয়ের ঋষি ও দেবতাদি	১—২
উপোদ্‌ঘাত (গ্রন্থারম্ভ) প্রথম চরিত	৩
রাজা স্বরথের বুদ্ধিযোগ বা বিষাদযোগের সূচনা	৪—১০
রাজা স্বরথের মেধস্‌ আশ্রমে গমন ও তথায় বৈশ্যসমাধির সহিত মিলন	১১—১৮
স্বরথ-মেধস্‌-কথোপকথন	১৮—২৩
মধুকৈটভ-বধ	২৩—৩১
উপোদ্‌ঘাত (গ্রন্থারম্ভ) মধ্যমচরিত	৩২—৩৩
মহিষাস্বর-সৈন্য বধ	৩৩—৪৫
মহিষাস্বরবধ	৪৬—৫৬
শক্রাদিকৃত দেবীস্তুতি	৫৬—৬০
উপোদ্‌ঘাত (গ্রন্থারম্ভ) উত্তরচরিত	৬১
দেবীদূতসংবাদ	৬২—৬৮
ধূম্রলোচন বধ	৬৯—৭২
চণ্ডমুণ্ড বধ	৭২—৭৬
রক্তবীজ বধ	৭৭—৮৫
নিশুম্ভবধ	৮৫—৮৮
শুম্ভবধ	৮৮—৯৪
নারায়ণী স্তুতি	৯৪—৯৬
দেব্যাঃ স্তুতি	৯৭—১০০
দেবীর বরদান	১০০—১০৬
উপসংহার	১০৭
পরিশিষ্ট (অর্গলাস্তোত্রাদি, ষট্‌চক্রভেদ, গতি ও শক্তি) ...	১০৮—১৩১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বি. এ. কাব্যতীর্থ মহাশয় ধর্ম্মবিষয়ক সাহিত্যের লেখক-হিসাবে সুপরিচিত। তাঁহার আকুমার ব্রহ্মচর্য্যজীবন এবং শিক্ষকতা-ব্রত তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ-রচনার সহায়তা করিয়াছে। তাঁহার "শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব-সুবোধিনী"-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার গ্রন্থ জনসমাজে আদৃত হইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শ্রীসত্যদেব-লিখিত সুপ্রসিদ্ধ "সাধন সমর" গ্রন্থে প্রচারিত হয়। দেবেন্দ্র বাবু সেই পদ্ধতিতেই বর্ত্তমান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। চণ্ডীর প্রথম চরিত্রে মধু-কৈটভবধ। অহং-বোধ হইতে উৎপন্ন বিশিষ্ট আনন্দকে "মধু" এবং বহু হইবার ইচ্ছাকে "কৈটভ" বলা হইয়াছে। ইহারা: সাধন পথের অন্তরায়। মনকে ব্রহ্মা বলা হইয়াছে। আর একভাবে মধু ও কৈটভকে আগামী কর্ম্মের বীজ বলা হইয়াছে এবং মধু-কৈটভ-বধকে ব্রহ্মগ্রন্থি-ভেদ বলা হইয়াছে। চণ্ডীর দ্বিতীয় চরিত্রে মহিষাসুরবধ। জীবের সঞ্চিত কর্ম্মকে মহিষাসুর বলা যায়, এবং বিষ্ণুগ্রন্থি-ভেদকে মহিষাসুরবধ বলিয়া বর্ণনা করা যায়। সঞ্চিত কর্ম্ম হইতে বেশী পরিমাণে কামক্রোধের উৎপত্তি হয়, এজন্য মহিষাসুরকে কামক্রোধাদির মূলীভূত রজোগুণেরও প্রতীক বলা যাইতে পারে। চণ্ডীর উত্তম চরিত্রে-চণ্ডমুণ্ড-বধ এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ। গ্রন্থকার চণ্ড ও মুণ্ডকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়কে বিসর্জ্জন দিয়া সম্পূর্ণরূপে বিশ্ব-শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া অবস্থান করিতে হইবে। দেবেন্দ্র বাবু শুম্ভ ও নিশুম্ভকে "আমি" ও "আমার" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "আমি" ও "আমার" এই ভাবকে বিনাশ করিতে পারিলে সাধক বিশ্বব্যাপী চিন্ময়ী শক্তির সহিত ঐক্য উপলব্ধি করিতে পারেন। ইহা রুদ্র-গ্রন্থিভেদ। ইহাই সাধকের শ্রেষ্ঠ অবস্থা। দেবেন্দ্র বাবু এই ভাবে চণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবেন্দ্রবাবু চণ্ডী-গ্রন্থের সহিত ষট্‌চক্রভেদ-তত্ত্বেরও সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন। প্রথম চরিত্রের মধু ও কৈটভ বধে মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান চক্রভেদ হয়। দ্বিতীয় চরিত্রে মহিষাসুর-বধে মণিপুর ও অনাহতচক্র ভেদ হয়। তৃতীয় চরিত্রে শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধে বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা চক্র ভেদ হয়। এই ভাবে ষট্‌চক্রভেদ দ্বারা সাধক সহস্রারে পরমতত্ত্বের সহিত একাত্মভাবে মিলিত হন।

দেবেন্দ্র বাবুর ব্যাখ্যা অতীব মনোজ্ঞ হইয়াছে। শাক্ত সাধকগণ দেবেন্দ্র বাবুর ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইবেন, সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা যায় যে, এরূপ ব্যাখ্যা একাধিক প্রকারে করা যায়। দেবেন্দ্র বাবু তাঁহার স্বাভাবিক ব্যাখ্যা-শক্তির সাহায্যে গ্রন্থটি অতি মনোরম করিয়াছেন। "সাধন সমর"- গ্রন্থটি খুব বিশাল। সকলের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে পাঠ করার সুবিধা হয় না। দেবেন্দ্র বাবুর গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ভাবে তিনি চণ্ডী-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এজন্য সর্ব্বসাধারণের পক্ষে তাঁহার গ্রন্থটি খুব উপযোগী হইয়াছে।

ধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রসার যত বেশী হয়, ততই মঙ্গল। দেবেন্দ্র বাবু এই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম-গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে একটি মহামূল্য রত্ন দান করিয়াছেন। আশা করা যায়, বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ এই গ্রন্থের বহুল আদর করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন। ইতি—

বৈশাখ, ১৩৫৭

(স্বাঃ) শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম সংস্করণের

নিবেদন

বর্ত্তমান যুগে বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগতে অশান্তির অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবারও যেন লোকের আর অবসর নাই। একটু অনুধ্যান করিলেই বুঝা যায়, এই অশান্তির মূলে রহিয়াছে প্রবল ভোগেচ্ছা বা দুষ্পূরণীয় প্রবৃত্তির উৎকট তাড়না। মনে হয়, আধুনিক জগতের জীব প্রবৃত্তির স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া পশুর মত উদ্দাম লালসা মিটাইবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। মানব যেন বুঝিয়াও বুঝিতেছে না, সম্পূর্ণ প্রবৃত্তির স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দেওয়াই পশুত্ব, আর প্রবৃত্তির নিবৃত্তিই মনুষ্যত্ব। মনে রাখিতে হইবে, প্রবৃত্তি-মার্গ আশু সুখপ্রদ বলিয়া অনুমিত হইলেও পরিণামে দুঃখদায়ী, আর নিবৃত্তিমার্গ আশু দুঃখপ্রদ বলিয়া বোধ হইলেও পরিণামে চির-আনন্দ-দায়ী। সুতরাং ভোগাত্মিকা প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া ত্যাগাত্মিকা নিবৃত্তিকে বরণ করিয়া লওয়াই শ্রেয়স্কর। কিন্তু ত্যাগাত্মিকা নিবৃত্তিকে বরণ করিয়া লইতে হইলে মানব-মনে সদ্-ভাব বা ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিয়া নৈতিক মানদণ্ড উন্নত করা আবশ্যক। এই জন্য ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থাদির বহুল প্রচারের একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীজগদম্বা মায়ের অপার করুণায় আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যা-সংবলিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হইল। যাহাতে জনসাধারণ শ্রীশ্রীচণ্ডীর সত্যবিবরণের গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া মানবজীবনের সার্থকতা-লাভে সচেষ্ট হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন, এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে অর্গলাস্তোত্র, কীলক স্তব, চণ্ডীকবচ ও দেবী-সূক্তের ব্যাখ্যা এবং "ষট্‌চক্রভেদ"-নামক একটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট করা হইল। এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে সমগ্র "মূলচণ্ডী" না থাকিলেও চণ্ডীর উপাখ্যান-বস্তু ও তৎসহ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা গ্রন্থারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পর পর শ্লোকসহ এমন ভাবে সংযোজিত করা হইয়াছে যে, পাঠকবর্গ মূলচণ্ডীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় অধ্যায়ক্রমে সহজেই বুঝিতে সমর্থ হইবেন। পরিশেষে বক্তব্য এই, যদি ইহা দ্বারা মানব-সমাজের কিঞ্চিৎ কল্যাণও সাধিত হয়, তবে লেখক নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবেন।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়

১৭বি. শ্রীমোহন লেন, কালীঘাট, কলিকাতা—২৬
তারিখ ২রা ভাদ্র, ১৩৫৩।

দ্বিতীয় সংস্করণের
নিবেদন

শ্রীশ্রীজগদম্বার অশেষ কৃপায় "শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্বসুবোধিনী"-র প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমানে কাগজ ও মুদ্রণ দুর্মূল্য হওয়া সত্ত্বেও পুস্তকের মূল্য বর্দ্ধিত করা হয় নাই। এতৎপ্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, ইহার প্রকাশে আমি আর্থিক দিক হইতে সাহায্য পাইয়াছি মদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ রতীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে। তিনি তাঁহার পিতৃদেব ৺মহেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মরণার্থ এই পুস্তকের আংশিক ব্যয় বহন করিয়াছেন। তাঁহার আর্থিক সাহায্য ও আন্তরিক উৎসাহ না পাইলে ইহা পুনঃ প্রকাশ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। তজ্জন্য শ্রীমান্‌কে "পিতৃদেবো ভব" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি এবং তাঁহার শান্তিপূর্ণ দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি। এতদ্‌ভিন্ন, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার-চট্টোপাধ্যায় এম, এ, (Late Accountant-general) মহোদয় পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ভূমিকাটি লিখিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য উক্ত মহোদয়ের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই সংস্করণটি পূর্ব্বসংস্করণের ন্যায় পাঠক-পাঠিকা-গণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইলেই ধন্য হইব। এই পুস্তক-পাঠে পাঠক-পাঠিকাগণের চিত্তশুদ্ধি ও ভক্তিলাভ হউক—শ্রীশ্রীজগন্মাতার চরণ-কমলে ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা। ইতি—

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়

১৭বি, শ্রীমোহন লেন, কলিকাতা—২৬।
মাঘ, শ্রীপঞ্চমী, ১৩৫৭।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
B........

শ্রীশ্রীচণ্ডী তত্ত্ব-সুবোধিনী।

চরিত্রত্রয়ের ঋষি ও দেবতাদি

প্রথম চরিতের ঋষি ও দেবতাদি

শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দেবী-মাহাত্ম্যে মায়ের তিনটি চরিত বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম চরিত—মধুকৈটভ-বধ। ডামরতন্ত্র-মতে শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিতের ঋষি—ব্রহ্মা, দেবতা—মহাকালী, ছন্দঃ—গায়ত্রী, শক্তি—নন্দা, বীজ—রক্তদন্তিকা, তত্ত্ব—অগ্নি এবং স্বরূপ—ঋগ্‌বেদ। শ্রীমহাকালীর প্রীতির জন্য প্রথম চরিত-পাঠের বিনিয়োগ (প্রয়োগ) হয়।

মহাকালীর ধ্যান

ওঁ খড়্গং চক্রগদেষুচাপপরিঘান্ শূলং ভুশুণ্ডীং শিরঃ
শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্ব্বাঙ্গভূষাবৃতাম্।
নীলাশ্মদ্যুতিমাস্যপাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং
যামস্তৌচ্ছয়িতে হরৌ কমলজো হন্তুং মধুং কৈটভম্॥

মধ্যম চরিতের ঋষি ও দেবতাদি

শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দেবী মাহাত্ম্যের মধ্যম চরিত—মহিষাসুর-বধ। ডামরতন্ত্র-মতে শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যম চরিতের ঋষি—বিষ্ণু, দেবতা—মহালক্ষ্মী, ছন্দঃ—উষ্ণিক্, শক্তি—শাকম্ভরী, বীজ—দুর্গা, তত্ত্ব—বায়ু এবং স্বরূপ—যজুর্ব্বেদ। শ্রীমহালক্ষ্মীর প্রীতির নিমিত্ত মধ্যম চরিত পাঠের বিনিয়োগ (প্রয়োগ) হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহালক্ষ্মীর ধ্যান

ওঁ অক্ষস্রক্-পরশুং গদেষুকুলিশং পদ্মং ধনুঃ কুণ্ডিকাং
দণ্ডং শক্তিমসিঞ্চ চর্ম্ম জলজং ঘণ্টাং সুরাভাজনম্।
শূলং পাশসুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রবালপ্রভাং
সেবে সৈরিভ-মর্দ্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্॥

উত্তর চরিতের ঋষি ও দেবতাদি

উত্তর চরিত—শুম্ভবধ। ডামরতন্ত্রমতে শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তর চরিতের ঋষি—রুদ্র, দেবতা—মহাসরস্বতী, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ্, শক্তি—ভীমা, বীজ—ভ্রামরী, তত্ত্ব—সূর্য্য, এবং স্বরূপ—সামবেদ। শ্রীমহাসরস্বতীর প্রীতির নিমিত্ত উত্তর চরিত পাঠের প্রয়োগ হয়।

মহাসরস্বতীর ধ্যান

ঘণ্টা-শূল-হলানি শঙ্খ-মুসলে চক্রং ধনুঃ সায়কং
হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশুতুল্যপ্রভাম্।
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা-
পূর্ব্বামত্র সরস্বতীমনুভজে শুম্ভাদিদৈত্যার্দ্দিনীম্॥

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম চরিত্র

উপোদ্ঘাত

ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ—মধুকৈটভবধ

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

"চণ্ড" শব্দের অর্থ কোপন স্বভাব। যিনি সন্তানের হৃদয়রূপ রণক্ষেত্রে চণ্ডমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া মুক্তিপথের অন্তরায়-স্বরূপ দুরপনেয় সংস্কাররূপী অসুর-গণকে স্বহস্তে বিনাশ করিয়া স্বকীয় অঙ্গে মিলাইয়া লয়েন, তিনি চণ্ডী। সেই মহামিলনের সময় যে প্রবাহগুলি স্বতঃই আসিতে থাকে, তাহাই দেবী-মাহাত্ম্য বা চণ্ডীতে অসুরনিধনরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

মুক্তির অন্তরায় বলিতে বুঝিতে হইবে,—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-সংস্কার বা বাসনাবীজ। সূক্ষ্মদর্শনে ইহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণনামে পরিচিত। ইহারাই ব্রহ্ম-গ্রন্থি, বিষ্ণু-গ্রন্থি, এবং রুদ্র-গ্রন্থি নামে অভিহিত। যতদিন এই গ্রন্থিভেদ না হয়, ততদিন পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর পীড়ন হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। তাহাকে দেখিলে—মাকে দেখিলে, এই গ্রন্থির উচ্ছেদ হয়—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিস্তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

এক এক গ্রন্থি ভেদ করিবার সময় সাধকের হৃদয়ে মা যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেন, তাহাই চণ্ডী বা দেবী-মাহাত্ম্যের এক একটি রহস্য। প্রথম মধুকৈটভবধ বা ব্রহ্ম-গ্রন্থিভেদ, দ্বিতীয় মহিষাসুরবধ বা বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ, তৃতীয় শুম্ভবধ বা রুদ্রগ্রন্থিভেদ।

প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মগ্রন্থিভেদের তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়কে চারিভাগে বিভক্ত করা হইল :—(১) রাজা সুরথের বিষাদযোগ বা বুদ্ধিযোগের সূচনা। (২) রাজা সুরথের মেধস্ মুনির আশ্রমে গমন ও তথায় বৈশ্য সমাধির সহিত মিলন। (৩) সুরথ-মেধস্-কথোপকথন। (৪) মধুকৈটভবধ।

———o———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম চরিত

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজা সুরথের বিষাদযোগ বা বুদ্ধিযোগের সূচনা

সুরথ-নামক রাজার কথা শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে দেখিতে পাই। শ্লোকটি যথা :—

স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ।
সুরথো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে।

পূর্ব্বকালে দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষের অধিকার-সময়ে স্বারোচিষের জ্যেষ্ঠপুত্র চৈত্রের বংশে উৎপন্ন সুরথ নামক এক রাজা সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিলেন। এই শ্লোকটি চণ্ডী-উপাখ্যানের বীজস্বরূপ।

"সুরথ" অর্থ সুন্দর হইয়াছে রথ যাহার। দেহই রথ—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি দেহন্তু রথমেব চ" (কঠোপনিষদ)।

এই হিসাবে যাহার দেহরথখানি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত হইয়াছে, এমন জীবই সুরথ নামের যোগ্য। সুরথ হইতে হইলে স্বারোচিষ-অন্তরযুক্ত হইতে হয়, অর্থাৎ স্বর্গীয় জ্যোতিতে হৃদয়খানিকে উদ্ভাসিত করিতে হয়। কিন্তু স্বর্গীয় জ্যোতিতে হৃদয়কে আলোকিত করিতে হইলে চৈত্রবংশ-সমুদ্ভূত হওয়া আবশ্যক। চিত্র অর্থাৎ বিচিত্র নানাযোনি ভ্রমণ করিয়া যখন শ্রেষ্ঠবংশ মানবকুলে জীবের জন্ম হয়, তখন মানুষ সম্যক্-জ্ঞানের সমীপবর্ত্তী হয়। বস্তুতঃ, অসংখ্য জন্ম-মৃত্যুর ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ ত্রিবিধ দুঃখজ্বালা হইতে মুক্তি-লাভার্থ যখন জিজ্ঞাসা আরম্ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে—'**অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা**', তখনই জীবের চিত্ত জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইতে থাকে, তখনই সে সুরথ হইতে থাকে। নচেৎ, তাহার দেহ রথমাত্র থাকে, সে সুরথ হইতে পারে না। স্বারোচিষ-অন্তরযুক্ত জীবই ভগবৎ-সত্তায় বিশ্বাসবান্ হয়, জগন্মূর্তিকে মহামায়া বলিয়া বুঝিতে পারে। যখন জীবের দেহরথখানি এমনি ভাবে সুসজ্জিত হয়, তখন তাহার সমস্ত ক্ষিতি-মণ্ডলের উপর আধিপত্য লাভ হয়—জড়ের উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকার জন্মে।

এ হেন সুরথ ভূপতি প্রজাবৃন্দকে ঔরস পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন। কিন্তু তাহারাই তাঁহার শত্রু হইয়া স্বাধীনতা-অবলম্বন-পূর্ব্বক 'কোলা' নামক রাজধানী বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত হইল।

তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা ॥ ১।৫ ॥

প্রকৃষ্টরূপে যাহাদের আবির্ভাব, তাহারাই প্রজা; সুতরাং প্রজা শব্দের অর্থ এখানে ভাব। যখন পার্থিব দেহ বা স্থূলপদার্থনিচয়ের উপর জীবের আধিপত্য লাভ হয়, যখন জীব জীবভাবীয় অহংজ্ঞানের শেষ সীমায় উপনীত হয়, তখন সে ভাব-সমূহকে (প্রজাবৃন্দকে) ঔরস পুত্রের ন্যায় আত্মজবোধে প্রতিপালন করিতে থাকে। তখনও জীব বুঝিতে পারে না যে, ভাবমাত্রই মহামায়ার অনুভাব; এজন্য সে ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহ, স্ত্রী, পুত্র, ধন, বিদ্যা, যশ, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য প্রভৃতিকে "আমার" সহিত জড়াইয়া রাখিয়া ঐ সকলকে "আমি" বলিয়াই বুঝিয়া থাকে। সুতরাং "আমি"র তৃপ্তি সাধন করিতে গিয়া ভাববৃন্দকে ঔরস পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করে। কিন্তু উহারাই পরে শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। কি ভাবে শত্রু হয়, তাহা একটু খুলিয়া বলা হইতেছে।

সাধারণ মানুষ স্ত্রী, পুত্র, ধন, যশ, দেহ প্রভৃতির পরিপোষণেই বিব্রত হইয়া আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। সে কেবল ভাবে পরিজনের সুখের কথা, প্রচুর ধন-সঞ্চয়ের কথা, দেহ সুস্থ রাখিবার উপায় ইত্যাদি। কিন্তু যে দিন জীবনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়, তখন সে ভাবে, যাহাদের পরিপোষণে সে এতকাল বিব্রত, তাহারাই ত প্রকৃত পক্ষে প্রভু,—সে প্রকৃত পক্ষে তাহাদের ইঙ্গিতে পরিচালিত। এইভাবে যখন তাহার চক্ষু খুলিতে থাকে, তখন সে দেখিতে পায় যে, ঐ সমুদয় তাহাকে আত্মরাজ্য হইতে বিচ্যুত করিতে উদ্যত হইয়াছে। উহারা কোলা নামক রাজধানীতে অর্থাৎ চিত্ত-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে সমূলে বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে। এতদিন যে প্রজাবৃন্দের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সে রাজা সাজিয়া প্রাণপাত করিয়াছে, যে ভাবরাশিকে পূর্ণত্বে উপনীত করিবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, এক্ষণে তাহারাই তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থাটী যাহার চক্ষুতে পতিত হয়, সে কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? এই ভাবচাঞ্চল্য বা প্রজাবর্গের বিরোধিতা গুরুর কৃপায় যাহার হৃদয়ে বিষজ্বালার ন্যায় কার্য্য করে, তখন সে সুরথ রাজার দুর্দ্দশা বুঝিতে পারে। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ও সন্ধ্যা হইতে পুনঃ প্রভাত পর্য্যন্ত জীব এইরূপ ভাবরাশি দ্বারা পরিচালিত হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকে। সুতরাং সুরথের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া ভাবিতে হইবে, সাধক-জীবনেও ভাবরাশির অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। এই অত্যাচারের উপলব্ধি হইলেই জীব তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য চিন্তা করিতে থাকে এবং আত্মবল ও পরবল পর্য্যবেক্ষণ করে। অনন্তর পরবলকে (ভাববৃন্দকে) আত্মা হইতে সঞ্জাত এবং তজ্জন্য দুর্ব্বল মনে করিয়া সে নানাপ্রকার সাধন-প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু হায়, তাহার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হয়। কেননা, তখনও সে বুঝিতে পারে না যে, ভাবরাশি মহামায়ারই অনুভাবমাত্র এবং মহামায়ার কৃপা ব্যতীত এই চেষ্টা সফল হইতে পারে না।

সুরথ পরাজিত হইলেন—

"ন্যূনৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলা-বিধ্বংসিভির্জিতঃ" (চণ্ডী ১।৬)।

অনন্তর সুরথ স্বপুরে আসিয়া নিজ নগরের (স্বপুরের) অধিপতি হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে "স্বপুর" অর্থে হৃদয়। হৃদয় জীবাত্মার বাসস্থান। এই স্থানেই জীবভাবের পূর্ণ বিকাশ হয়। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর হইতে মহামায়ার কৃপায় পরাজিত জীব অনন্যোপায় হইয়া স্বপুরে, দহরপুণ্ডরীকে বা হৃৎপদ্মে আশ্রয় লইয়া থাকে। বহু সুকৃতির ফলে, মায়ের অসীম কৃপায়, জীব এই স্বপুরের সন্ধান পাইলেও তথায়ও পূর্ব্ব শত্রু কর্ত্তৃক সে আক্রান্ত হয়। মহাভাগ সুরথও স্বপুরে পুনরায় আক্রান্ত হইলেন—

"আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ" (চণ্ডী ১।৭)।

সংসারক্ষেত্রে জীব পুনঃ পুনঃ পুরুষকারের নিষ্ফলতা দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্ হয় এবং আপনাকে অন্বেষণ করে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর অতিক্রমপূর্ব্বক স্বপুরে (অনাহতকেন্দ্রে) উপস্থিত হইয়া যখন সে আত্মসংস্থ হইতে চেষ্টা করে, তখনও সে দেখিতে পায়, প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক তথায়ও সে আক্রান্ত। এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া কত সাধক অবসাদের গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ভগবৎ-লাভ অতি দুরূহ ব্যাপার বলিয়া মনে করে। অধিকাংশ সাধকই হৃৎপদ্মে ইষ্টদেবকে ধ্যানের সাহায্যে বসাইতে গিয়া চিত্ত-চাঞ্চল্যবশতঃ অকৃতকার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু যাহারা ভাগ্যবান্, তাহারা এমত অবস্থায় পতিত হইয়াও মহামায়ার অনুগ্রহে পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। এইজন্য সুরথকে মহাভাগ বলা হইয়াছে। সুতরাং যাহারা মাতৃমুখী হইয়াছে, যাহারা মাতৃলাভকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহারা যেন এই অবস্থায় পতিত হইয়া হতাশ না হয়। মনে রাখিতে হইবে, সৌভাগ্যবান্ বলিয়াই মা তাহাদের প্রতিকূলে ভাবরাশির আক্রমণ উত্থাপিত করিয়াছেন।

অনন্তর স্বপুরেও বলশালী দুষ্ট ও অসৎ-প্রকৃতি মন্ত্রিগণ সেই হৃতরাজ্য, দুর্ব্বল সুরথের কোষ এবং বল অপহরণ করিয়াছিল।

অমাত্যৈর্ব্বলিভির্দ্দুষ্টৈর্দ্দুর্ব্বলস্য দুরাত্মভিঃ।
কোষো বলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ॥ (চণ্ডী ১।৮)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীব নিত্যশান্তিময় পরম পদের অনুসন্ধানে হৃদয়-গুহায় প্রবিষ্ট হইলেও অত্যাচার হইতে বিরাম লাভ করিতে পারে না। এখানে প্রবল বিরোধী—অমাত্যবর্গ। অমাত্যবর্গ এখানে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধসমূহ। যদিও জীবকে ধর্ম্মপথে আনিতে হইলে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের প্রয়োজন, যদিও তৎসমুদয় প্রতিপালন করিতে করিতেই মাতৃলাভের বা আত্মলাভের প্রবল বাসনা জাগে, তথাপি আত্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে,—ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত, অনির্ব্বচনীয়, আনন্দময়ী মাকে পাইতে হইলে, বিধি নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিতে হইবে। নিত্যমুক্ত জীব অবশ্যই একদিন শাস্ত্রীয় গণ্ডীর বাহিরে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে, স্বাধীনতার মহাপ্রাঙ্গনে আসিয়া মধুময় মাতৃ-অঙ্কে স্থান গ্রহণ করিবে। একদিন মাতৃ-করুণার এমন একটা প্রবাহ আসিবে, যে দিন ঐ সকল ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্কার প্রবল প্লাবনে তৃণরাশির ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যাইবে। তখনই সাধক বলিয়া উঠিবে—"ধর্ম্মাধর্ম্ম দুইটা অজা তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে রাখবি, যদি না মানে বারণ (ওরে মন) জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি।"

ধর্ম্মসংস্কারগুলি দুরাত্মা ও বলবান্। কারণ, ইহাদের ফল অনিত্য, অথচ ইহারা ছাড়িয়াও ছাড়ে না। ইহারা এমনই প্রবল যে, জীবের চির-বিশ্রামের শান্তি-নিকেতন আনন্দময় কোষ, এমন কি জীবের শুদ্ধত্ব, বুদ্ধত্ব, মুক্তত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু সামর্থ্য, সমস্তই আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মসংস্কাররূপ অমাত্যবর্গ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়া থাকে। তাই ইহারা প্রবল শত্রু—নিত্যানন্দের বিঘাতক। স্থূলবৃত্তিগুলি—যথা কামক্রোধাদি, আত্মরাজ্য-লাভের পক্ষে তত অন্তরায় নহে, যত অন্তরায় এই সূক্ষ্মবৃত্তিগুলি—এই ধর্ম্মসংস্কারগুলি। এই প্রবল অরিবৃন্দের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই অবস্থায় জীবের চরম বিষাদ-যোগ উপস্থিত হয়। এই বিষাদ-যোগ গীতোক্ত অর্জ্জুনের বিষাদ-যোগ অপেক্ষা প্রবলতর। কারণ, অনাত্মীয়কে আত্মীয়-বোধে অর্জ্জুনের বিষাদ, আর এখানে স্বপুর প্রবেশে সুরথের প্রাণে অমাত্য বা ধর্ম্মসংস্কার-সমূহের বিদ্রোহ-জনিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষাদ। কুরুক্ষেত্র-সমর ও অর্জ্জুনের বিষাদ মনোময়ক্ষেত্রে, কিন্তু এই অমাত্য-বিদ্রোহ ও সুরথের বিষাদ বিজ্ঞানময়-ক্ষেত্রে।

এইভাবে জীব যখন বুঝিতে পারে যে, কি দেহরাজ্যে, কি মনোরাজ্যে, কি বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে, কি আনন্দময় ক্ষেত্রে, কোথাও আর "আমার" বলিয়া প্রভুত্ব করিবার কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই, তখন নিজের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সে একান্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

তততো মৃগয়া-ব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্॥ (চণ্ডী ১।৯)॥

এই শ্লোকটি সুরথের চরম বিষাদ-যোগের সূচনা করিতেছে। এই বিষাদ-যোগে বহির্লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় নাই, যেমন অর্জ্জুনের বিষাদকালে প্রকাশ পাইয়াছিল। সুরথের বিষাদ-লক্ষণ সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহে প্রকাশিত হওয়ায় বাহিরে বিশেষভাবে প্রকাশ পায় নাই। যাহাই হউক, বিষাদগ্রস্ত ভূপতি সুরথ মৃগয়াচ্ছলে একাকী অশ্বারোহণে বনে গমন করিয়াছিলেন। এমত অবস্থায় জীব ভাব-সমরে পরাজিত হইয়া মৃগয়া বা আত্মানুসন্ধানের জন্য ইন্দ্রিয়-রূপ অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক একাকী অতি গহন বিষয়ারণ্যে গমন করে এবং মায়ের বা আত্মার অনুসন্ধান আরম্ভ করে। ইন্দ্রিয়-অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক বিষয়ারণ্যে প্রবেশ ও মায়ের সন্ধান যেখানে আরম্ভ হয়, সেখানেই বুদ্ধিযোগের সূচনা। গীতায়ও এই বুদ্ধিযোগের কথা শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।"

জীব যখন গুরুকৃপায় এই বুদ্ধিযোগের অধিকারী হয়, তখন সে মৃগয়াচ্ছলে অরণ্যে প্রবেশ করে। অর্থাৎ জীব যখন তন্ন তন্ন করিয়াও মায়ের সন্ধান পায় না, তখন অগত্যা আবার সে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়রাশির নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। তবে এবার তাহার কিছু পরিবর্ত্তন হয়। পূর্ব্বে বিষয়মাত্রভোগে সে বিষয় ভোগ করিত, এবার মৃগয়াচ্ছলে বা আত্মানুসন্ধানচ্ছলে সে বিষয় ভোগ করে।

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমে ছল করিয়াই জীব মাতৃ-অনুসন্ধানে জাগিয়া উঠে; কারণ, বুদ্ধিযোগের প্রথম অবস্থায় সে বুঝিতে পারে না—বিষয় ত মা-ই। কিন্তু তারপর জীব যখন বুঝিতে পারে—**যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পুজনম্,'** তখন আর তাহাতে ছল থাকে না। এই ভাবে যাহা কিছু করা হয়, যাহা কিছু দেখা হয়, যাহা কিছু ভাবা হয়, তৎসমুদায়ই মহামায়ার বিভিন্ন মূর্ত্তি বলিয়া বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করাকেই বুদ্ধিযোগ কহে। ইহাই মোক্ষ-পন্থার আবিষ্কারক—ইহাই চিত্ত-চাঞ্চল্য দূরীভূত করিবার অব্যর্থ অস্ত্র।

সাধারণতঃ মানবের ইন্দ্রিয়ের উপর রূপরসাদি বাহ্য বিষয়গুলির চাপ পড়ে, পরে ঐ বিষয়-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলির চাপ পড়ে মনের উপর। অতঃপর বিষয়াবচ্ছিন্ন মনের চাপ বুদ্ধির উপর পড়ে। তাই বুদ্ধি অনবরত বিষয়াকারেই প্রকাশিত হইতে থাকে। কিন্তু ভিতরের দিক হইতে যদি বুদ্ধিটিকে মাতৃ-যুক্ত করিয়া রাখা যায়, তবে ভগবদ্-ভাবান্বিতা (মাতৃ-যুক্তা) নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির চাপ পড়িবে মনের উপর, তাহারই ফলে মনোযোগ আরম্ভ হয়। অর্থাৎ মন-দ্বারাও ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া যায়। মনোযোগ আরম্ভ হইলে ইন্দ্রিয় দ্বারা যুক্ত হওয়া আপনা হইতেই নিষ্পন্ন হয়। এই বুদ্ধিযোগের অনুষ্ঠানে অন্য কোন সাহায্যের আবশ্যক হয় না—সর্ব্বাবস্থায় আপন মনে একাকী-ই করিতে পারা যায়। যাহারা সাধক, তাহারা মৃগয়াচ্ছলে, আত্মানুসন্ধানের ব্যপদেশে, একাকী-ই বিষয়ারণ্যে বিচরণ করে। একাকী হইতে পারিলেই একক বা অদ্বিতীয় মা'কে পাওয়া যায়। এখনও কিন্তু সুরথ একাকী হইতে পারেন নাই,—ইন্দ্রিয়-অশ্বটি তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছে। যখন তিনি একা হইবেন, তখনই তিনি মা'কে পাইবেন। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সুরথ অনেকটা একাকী হইয়াছেন; তাই তিনি মেধসাশ্রমের দর্শন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিলেন।

———:———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

প্রথম চরিত

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজা সুরথের মেধস্-মুনির আশ্রমে গমন ও তথায় বৈশ্য-সমাধির সহিত মিলন।

রাজা সুরথ অরণ্য-মধ্যে মেধসের আশ্রম দেখিতে পাইলেন—

স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্ দ্বিজবর্য্যস্য মেধসঃ।
প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্॥ (চণ্ডী ১।১০)

এই আশ্রমটি প্রশান্ত শ্বাপদসমূহের দ্বারা আকীর্ণ এবং মুনিশিষ্যগণ কর্তৃক উপশোভিত। এখানে মেধার স্থান বা বুদ্ধিময় ক্ষেত্রকেই মেধসের আশ্রম বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই স্থানটি ব্রহ্মজ্ঞানের উন্মুক্ত দ্বার। সাধকের সুষুম্না-প্রবাহ উন্মেষিত হইলেই সে এই ক্ষেত্রে উপনীত হইতে পারে। এই স্থানকে মহত্তত্ত্ব বা কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ-ক্ষেত্রও বলা হয়। ধী বা বুদ্ধিতত্ত্বই ব্রাহ্মণ। এই ধী যখন প্রথম উন্মেষিত হয়, তখন উহা স্মৃতির আকারেই প্রকাশ পায়। তাই এখানে বুদ্ধি বা ধী না বলিয়া মেধস্ বলা হইয়াছে। জীব এই বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে আত্মবোধ উপসংহৃত করিতে পারিলেই ব্রহ্ম-স্বরূপ অবগত হইতে পারে। মেধস্ বা ধীকে এজন্য দ্বিজবর্য্য বা ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে।

এই আশ্রমে শ্বাপদগণ পরস্পর হিংসা ভুলিয়া প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করিতেছে, আর চতুর্দ্দিকে মুনি-শিষ্যগণ ব্রহ্মবিষয়ক কার্য্যে নিরত রহিয়াছেন। এই বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে সাধকের শ্বাপদস্থানীয় কাম ও ক্রোধাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃত্তিগুলি প্রশান্তভাবে অবস্থান করে এবং মুনিশিষ্যস্থানীয় ভাববৃন্দ সর্ববিধ চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করে। এমনই মনোরম এই বুদ্ধিময় ক্ষেত্র বা মেধসাশ্রম—প্রাণ জুড়ান সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল!

রাজা সুরথ সেই আশ্রমে মেধস্ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া ইতস্তত: বিচরণ পূর্ব্বক কিছুকাল অবস্থান করিলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি মমতার আকৃষ্ট হইয়া নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সংকৃতঃ।
ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে॥
সোঽচিন্তয়ত্তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ॥ (চণ্ডী ১।১১।১২)

জীব এখানে আসিলে মেধস্ তাহাকে সৎকৃত করে, অর্থাৎ সৎস্বরূপের স্মৃতি উদ্বোধিত করিয়া দেয়। এই সুখময়ী স্মৃতি জীবকে কিছুকাল আনন্দে মুগ্ধ করিয়া রাখে। তাই জীব সহসা মেধসাশ্রম ত্যাগ করিতে পারে না। প্রথমতঃ জীব নকল করিয়া 'সৎ'এর অনুসন্ধান করিলেও ঐ নকল সত্যানুসন্ধানই জীবকে ধ্রুবা স্মৃতির নিকট উপস্থিত করায়। তখন জীব বুঝিতে পারে, সে 'সৎ' হইতে জাত, 'সৎ'-এ নিত্য অবস্থিত এবং 'সৎ'ই তাহার অবসানস্থান।

যাহা হউক, মেধস্ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সুরথ তথায় কিছুকাল অবস্থান করিলেন। এই 'কিছুকাল'-এর মধ্যে একটু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। যতদিন দেহ থাকে, ততদিন কেহই সেই ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে না। বহুজন্মসঞ্চিত সংস্কার বশে জীব আবার দেহাত্মবুদ্ধিতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেই ক্ষণিক স্মৃতির জন্য যে অপরিসীম আনন্দের আভাস পাওয়া যায়, তাহাতেই জীব ধন্য হয়। তাই মেধসাশ্রমে উপনীত হইয়াও সুরথ এদিক ওদিক বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহত্তত্ত্বে উপনীত হইয়াও জীবকে প্রারব্ধবশে সে স্থান হইতে মনোময় বা অন্নময় কোষে আসিতে হয়। বেশীক্ষণ অতি সূক্ষ্ম-ক্ষেত্রে অনবস্থানের কারণ স্থূলাভিমানিতা। তাই জীব সূক্ষ্মতত্ত্বে আরোহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেও তাহা হইতে স্থূল কোষগুলিতে অবরোহণ করে। ইহাই সুরথের ইতস্ততঃ বিচরণ। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের বলে যখন জীব কিছুকাল সেই বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়, তখনও সে প্রারব্ধ সংস্কারের প্রবল আকর্ষণে নানারূপ স্থূলবিষয়ের স্মৃতিধারায় উৎপীড়িত হইয়া থাকে। রাজা সুরথ যে সব চিন্তারাশি দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা প্রথম অধ্যায়ের ১২শ হইতে ১৫শ সংখ্যক শ্লোকে পরিব্যক্ত হইয়াছে। সুরথের প্রথম চিন্তা দেহ-বিষয়ক,—অসদ্‌বৃত্ত ইন্দ্রিয়রূপী ভৃত্যগণ ধর্ম্মতঃ দেহের পোষণ করিতেছে কিনা? (চণ্ডী ১।১২)। দ্বিতীয় চিন্তা অহংবৃত্তিবিষয়ক,—দেহাভিমানরূপ হস্তী শত্রুর বশ্যতাপন্ন হইয়া কিরূপ ভোগ্য বস্তু লাভ করিতেছে? 'আমি দেহী'—এইরূপ অভিমান দেহকে ক্রিয়াশীল রাখে এবং জীব আপন ভাবেই মত্ত থাকে। এই দেহাভিমানকে বিদূরিত করা দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়া ইহাকে সদা মদপ্রধান শূর-হস্তীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে (চণ্ডী ১।১৩)। তৃতীয় চিন্তা বৈধকর্ম্ম-বিষয়ক। বৈধকর্ম্ম বলিতে ব্রত, নিয়ম, পূজা, হোম, জপ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানগুলি বুঝায়। এই সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা কাম-কাঞ্চনাদি-সেবাজনিত তৃপ্তি অপেক্ষা একটু বিশিষ্টতর তৃপ্তির সন্ধান পাওয়া যায়; তাই মানুষ শাস্ত্রীয় আদেশগুলি পালন করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু বৈধকর্ম্মগুলি আত্মজ্ঞানলাভোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হইয়া তাহা অন্য উদ্দেশ্যে পরিব্যয়িত হইতেছে বুঝিতে পারিয়া সুরথের এতদ্বিষয়ে ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে (চণ্ডী ১।১৪)। চতুর্থ চিন্তা প্রাণময় কোষের অযথা অপব্যয়-বিষয়ক। কারণ প্রাণময় কোষ বিনষ্ট হইলে দেহ বা অন্নময় কোষের পতন অবশ্যম্ভাবী (চণ্ডী ১।১৫)। কিন্তু মাকে লাভ করিবার পূর্ব্বে দেহের পতন সাধকের অভীষ্ট নহে। এইজন্যই ঈশোপনিষদে বলা হইয়াছে—'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ'। যে সকল সাধক বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে উপনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই সকল চিন্তা স্বাভাবিক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সুরথ সেই আশ্রমের সমীপে এক বৈশ্যকে দেখিতে পাইলেন—

"তত্র বিপ্রশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ" (চণ্ডী ১।১৭)।

প্রবেশধর্ম্মশীল ব্যক্তিই বৈশ্য ; অর্থাৎ বুদ্ধির রাজ্য অতিক্রম করিয়া যে ব্যক্তি আত্মরাজ্যে বা মাতৃ-অঙ্কে প্রবেশ করিতে উদ্যত, তাহাকে বৈশ্য বলা হইয়াছে। রাজা সুরথের নিকট বৈশ্য শোকাচ্ছন্ন ও দুর্ম্মনা প্রতীত হইতেছিল। উভয়ে একে অন্যের প্রতি প্রণয়োচিত উত্তর-প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। প্রত্যুত্তরচ্ছলে বৈশ্য বলিলেন—আমি সমাধিনামক বৈশ্য, ধনিকুলে আমার জন্ম ; কিন্তু ধনলোলুপ, অসাধু স্ত্রী-পুত্র কর্ত্তৃক আমি বিতাড়িত হইয়াছি (চণ্ডী ১।২১)।

বহু-জন্ম-সঞ্চিত সুকৃতির ফলে জীব সমাধির সন্ধান পায়। সমাধি অবস্থায় জগৎ-জ্ঞান থাকে না, অথচ আত্মসত্তা প্রবুদ্ধ থাকে। বুদ্ধিযোগের ফলে চৈতন্যময় মহাব্যোমমণ্ডলে অবস্থান করিতে অভ্যস্ত হইবার পর এই অবস্থা স্বতঃই উপস্থিত হয় ; ইহা আত্মরাজ্য বা মাতৃ-অঙ্কলাভের প্রবেশ দ্বার। তাই তিনি নিজেকে বৈশ্য বা আত্মরাজ্যে প্রবেশক বলিয়া পরিচয় দিলেন। এই বৈশ্যের আবির্ভাব ধনীর কুলেই হইয়া থাকে। যাহারা মাতৃস্নেহরসে অভিষিক্ত, ভক্তিধনে ভাগ্যবান্, সদ্গুরুর অহেতুক কৃপাধনে জ্ঞানবান, সত্য প্রতিষ্ঠার অসীম শক্তিতে বীর্য্যবান এবং চিন্ময় জ্যোতির্ধনে ধনবান্, তাদৃশ ধনবানদিগের কুলেই সমাধির আবির্ভাব।

সমাধি মাতৃ-মিলনের দ্বার। ইহা অখণ্ড চিৎ-সমুদ্রের সহিত কল্পিত জীব-ভাবাপন্ন পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যের মিলন-সংগঠন-প্রণালী। প্রথম প্রথম এই সমাধি মলিন-ভাবাপন্ন থাকে ; তাই বলা হইয়াছে—

"সশোক ইব কস্মাত্ত্বং দুর্ম্মনা ইব লক্ষ্যসে" (চণ্ডী ১।১৮)।

যাহা হউক, সুরথ এতদিন সমাধির সন্ধান পান নাই। এইবার বহু সৌভাগ্যের ফলে তাঁহার দর্শনলাভ হইয়াছে। তবে এই সমাধি মলিন-ভাবাপন্ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধি মলিন-ভাবাপন্ন কেন? যে হেতু সে ধন-লোলুপ, অসাধুবৃত্তি পুত্র-ভার্য্যা কর্ত্তৃক বিতাড়িত। এস্থলে সমাধির পুত্র—ধ্যান এবং ভার্য্যা—ধারণা। মনে রাখিতে হইবে, সমাধি অষ্টাঙ্গ যোগের চরম অঙ্গ। অষ্টাঙ্গ যোগ যথা,—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। ধ্যান-ধারণারূপ সমাধির পুত্র-ভার্য্যা ধনলোলুপ, সুতরাং অসাধুবৃত্তি। ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি যোগাঙ্গগুলি নিয়ত বিষয়াভিমুখী, আর সমাধি সতত অখণ্ড-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে উন্মুখ। তাই ধনলোলুপ, অসদ্বৃত্তি পুত্র-ভার্য্যা কর্ত্তৃক সমাধি বিতাড়িত, এবং তজ্জন্য সশোক ও দুর্ম্মনা বলিয়া প্রতীয়মান। আসল কথা এই যে, বুদ্ধিময়ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া যখন জীবের একটু একটু করিয়া তন্ময়তা আসিতে থাকে, তখনও তাহার বিষয়-সংস্কার দুরীভূত হয় না। তাই সমাধি প্রথমতঃ নির্ম্মল ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। সমাধি বলিলেন :—

বিহীনশ্চ ধনৈর্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনম্।
বনমভ্যাগতো দুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ॥ (চণ্ডী ১।২২)

দারা-পুত্রগণ আমার ধন গ্রহণ-পূর্ব্বক আমাকে ধনহীন করিয়াছে এবং বিশ্বস্ত বন্ধুগণ আমাকে বিতাড়িত করিয়াছে। আনন্দই সমাধির ধন। পুত্র, ভার্য্যা এবং অন্যান্য বন্ধুগণ অর্থাৎ ধ্যান ধারণাদি অন্যান্য যোগাঙ্গগুলি সেই আনন্দ-ধন অপহরণ করিয়াছে। প্রতিনিয়তই প্রতিকর্ম্মে জীব বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজন্য পরিচ্ছিন্ন আনন্দের উদ্দেশ্যে যোগের অনুষ্ঠান করে; কিন্তু সেই আনন্দ সমাধি-লভ্য আনন্দ-সিন্ধুর বিন্দুমাত্র। সমাধি চায় অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ, যাহাতে সর্ব্বদা সর্ব্বভাবে মাতৃযুক্ত হইয়া থাকা যায়। কিন্তু পরিজনবর্গ তাহার সেই সাধনসিদ্ধির বিরোধী। তাহারা সমাধিকে পরিচ্ছিন্ন আনন্দে মুগ্ধ রাখিতে চাহে। তাই সমাধি পুত্র-ভার্য্যাদি কর্ত্তৃক বিতাড়িত।

ধ্যান-ধারণাদির গৃহ—মন। সমাধি এখন মনোরাজ্য হইতে বিতাড়িত—বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে উপনীত। তাই সমাধি মনের সঙ্গ-বিচ্যুতি-বশতঃ মনের বর্ত্তমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থা জানিতে পারিতেছে না, অথচ মনের প্রতি পূর্ব্ব-সঞ্চিত আসক্তিও সে ত্যাগ করিতে পারিতেছে না।

সমাধির এইরূপ পর্য্যাকুল অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া সুরথ জিজ্ঞাসা করিলেন—

যৈর্নিরস্তো ভবাঁল্লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ ॥ ১।২৭
তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসম্। ১।২৮

"কি আশ্চর্য্য! আপনার চিত্ত তাহাদের প্রতি এখনও স্নেহানুরক্ত?" বস্তুতঃ সমাধি অসৎ-সঙ্গ-পরিহার-বাসনায় তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইলেও তাহাদিগের প্রতি চিত্তের অনুরাগ-ভাব ত্যাগ করিতে পারে নাই। 'দীর্ঘকাল সহবাসের ফলে এইরূপই হয়। সমাধির ধর্ম্ম আত্মানুসন্ধান, আর মনের ধর্ম্ম বিষয়ান্বেষণ। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থায় বলবান্ মন কর্তৃক প্রথম প্রথম সমাধিকে নির্জ্জিত হইতে হয়; সুতরাং সমাধি মনের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করিতে পারে না। সম্যক্ মাতৃভাবে বিভোর না হইলে, দেহাত্মবোধ সম্পূর্ণ শিথিল না হইলে, মনের প্রতি অনুরাগ-ত্যাগ সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ, সমাধি সত্ত্বগুণ হইতে সঞ্জাত, দয়া তাহার স্বভাব। অতএব অপরের দ্বারা শত উৎপীড়িত হইলেও তাহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করা সমাধির পক্ষে অসম্ভব। বিশ্বব্যাপী প্রেমময় আত্মদর্শন যাহার উদ্দেশ্য, তাহার পক্ষে প্রেমহীনতা একান্ত অসম্ভবই বটে!

জীব চিত্ত-বিক্ষেপের কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া সমাধির সাহায্যে পুনরায় বুদ্ধির নির্ম্মল জ্যোতি আশ্রয় করিয়া প্রজ্ঞার শরণাপন্ন হয়। পূর্ব্বে সুরথ একা ছিলেন; তখন মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়াও তিনি মেধসের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। এক্ষণে সমাধির সাহায্যে এই সুযোগ উপস্থিত। মেধস্ এখন আর সুরথের নিকট স্মৃতিরূপ বোধ-প্রবাহ নহেন, এখন তিনি তাঁহার নিকট প্রজ্ঞারূপ গুরু। পূর্ব্বে 'ব্রহ্মাহমস্মি'—এই স্মৃতিরূপ পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র লইয়া সুরথ মেধসের আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি মেধসকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বসংশয়ের নিবারক, হৃদয়ের সর্ব্ব-সন্তাপনাশক এবং অনন্ত-শান্তিদায়ক গুরুরূপে দর্শন করিলেন।

প্রথম অধ্যায়ের ৩৮শ শ্লোকে দেখা যাইতেছে, একজন পরমাত্মক্ষেত্রে প্রবেশোদ্যত ও সাধনারূপ ধনে ধনী সমাধি-নামক বৈশ্য এবং অপর জন পার্থিব-সত্তম জীবশ্রেষ্ঠ সুরথ—এইরূপ দুইজন উচ্চস্তরের সাধক ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট সমুপস্থিত। তাঁহারা উভয়ে তৎসমীপে যথাশাস্ত্র সমুদাচার-পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন এবং উপযুক্ত অবসরে কয়েকটি কথা বলিবার উপক্রম করিলেন—

কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথার্হং তেন সংবিদম্।
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতু বৈঁশ্যপার্থিবৌ ॥ ১।৩৮ ॥

গুরু-সমীপে উপস্থিত হওয়া মাত্র যেন মনে হয়, সাক্ষাৎ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়াছি এবং তিনি ইচ্ছা করিলে সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুহূর্ত্ত-মধ্যে মুক্ত করিয়া দিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, নম্রভাবে চরণ স্পর্শ করতঃ (যদি গুরু চরণ-স্পর্শের অধিকার দেন) নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে। তৃতীয়তঃ, যতক্ষণ না তিনি কোন কথা বলেন, ততক্ষণ ধীরভাবে তাঁহার অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিবে। তৎপরে উপবেশন করতঃ তাঁহার প্রত্যেকটি বাণী অভিনিবেশসহকারে শ্রবণ করিবার জন্য প্রতিক্ষণ উৎকর্ণ থাকিবে।

যাহা হউক, জীব বহুজন্মের সুকৃতির ফলে সমাধির সাক্ষাৎ-লাভ করে এবং উভয়ে উভয়ের অভাব বুঝিতে পারে। সে অভাব জ্ঞানের অভাব। তৎপরে সেই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রজ্ঞা বা শুদ্ধবোধরূপী গুরুর সমীপস্থ হইতে হয়। মনে রাখিতে হইবে, প্রত্যেক জীবের হৃদয়েই গুরুরূপে ভগবান্ নিত্য বিরাজিত। যতদিন জীব এই হৃদয়স্থ গুরুর সাক্ষাৎ না পায়, ততদিন সে প্রকৃত শান্তির কেন্দ্র খুঁজিয়া পায় না। বাহিরের মনুষ্যমূর্ত্তি গুরু যাবৎ শুদ্ধবোধরূপে প্রকটিত না হন, তাবৎ যথার্থ গুরুলাভ হয় না। গুরু লাভ হইলে জীবের মোক্ষ সুনিশ্চিত—'মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা বা উপদেশ পাইলেই গুরুলাভ হয় না। যতদিন না গুরু একান্ত অন্তরঙ্গ হন, ততদিন গুরুলাভ হয় নাই বুঝিতে হইবে। আর যথার্থ গুরুলাভ হইলে শিষ্য অনসূয় হয়—গুরুর দোষ-দর্শনে অন্ধ হয়। আদর্শ-শিষ্য অর্জ্জুন অসূয়াহীন হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীভগবান্ তাঁহাকে অপূর্ব্ব রাজগুহ্যযোগ প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

—0—

প্রথম চরিত

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুরথ-মেধস্-কথোপকথন

সমাধি-সহায় সুরথ (জীবাত্মা) বোধময় গুরু মেধসের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—হে ভগবন্! আপনার নিকট একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন—

'ভগবং স্তামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ' (চণ্ডী ১।৪০)।

এখানে 'ভগবন্' শব্দে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, গুরু ও ব্রহ্ম অভিন্ন। যাহার গুরুতে ঈশ্বর-জ্ঞান আসিয়াছে, তাহার নিকটই গুরূপদিষ্ট সাধন-রহস্যসমূহের যথার্থ তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়—

'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মভিঃ॥' (শ্বেতাশ্ব-উপনিষদ্)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতঃপূর্ব্বে সমাধির সহিত সুরথ যে সকল আলোচনা করিয়াছেন এবং চিত্ত-বিক্ষেপের নিমিত্ত যে সমুদায়ের নির্ণয় করিতে না পারিয়া সুরথ ও বৈশ্য-সমাধি মেধসের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে সুরথ তাহা ব্যক্ত করিতেছেন। সুরথ বলিলেন—"আমি এবং সমাধি উভয়েই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি; যেহেতু দৃষ্টদোষবিষয়েও আমাদের মন মমতায় আকৃষ্ট। হে মহাভাগ! আমরা সদসদ্-বিচারজ্ঞানসম্পন্ন, তথাপি এই মোহ কেন?"

জীব সমাধি-সহযোগে নিত্য পরমাত্মস্বরূপে অবস্থান করিতে প্রয়াসী; কিন্তু মন সর্বদা বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজন্য পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানেই পরিতৃপ্ত। মনকে কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারা যাইতেছে না দেখিয়া সাধক স্বকীয় অজ্ঞান-অন্ধতা ও মোহমূঢ়তা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিয়া তৎ-দূরীকরণ-মানসে শুদ্ধবোধরূপী গুরুর নিকট উপস্থিত ও কৃপাপ্রার্থী।

সত্যদর্শী ঋষিই সুরথের পৃষ্ট তত্ত্ব-জ্ঞান উন্মেষিত করিতে পারেন। তাই ঋষি কহিলেন—

সকল প্রাণীরই জ্ঞান আছে, কিন্তু ঐ জ্ঞান বিষয়-গোচর। বিষয়গোচর জ্ঞান ইন্দ্রিয়পথে বিচরণ করিয়া বিষয়াকারে প্রকটিত হয়। হে বৎস সুরথ! তুমি যে নিজেকে জ্ঞানী মনে করিতেছ, ঐরূপ জ্ঞান প্রাণিমাত্রেরই আছে। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি-বিষয়ক জ্ঞান সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণ। তোমার যে রাজ্য-বিষয়ক জ্ঞান, উহাও বিষয়গোচর জ্ঞানমাত্র। তুমি প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান না পাইয়াও যে নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া মনে করিতেছ, উহা অজ্ঞান-মাত্র। সংসারে তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়—একদল দিবান্ধ, একদল রাত্র্যন্ধ, আর একদল দিবারাত্রি উভয়তঃ দৃষ্টি-সম্পন্ন। যাহারা বুঝিতে পারে না যে, একমাত্র জ্ঞানই বিষয়রূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহারা দিবান্ধ; এইটি সাধারণ জীবজগতের অবস্থা। যাহারা জগৎকে মিথ্যা বলিতে গিয়া কার্য্যতঃ ভগবানকেও মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করে, অথচ স্বয়ং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগৎ-জ্ঞানেই বিচরণ করিতে বাধ্য হয়, তাহারা রাত্র্যন্ধ। আর সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ দিন-রাত্রি অর্থাৎ জ্ঞান-অজ্ঞান উভয়ত্র তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন। হে সুরথ! মনুষ্যগণেরই যে জ্ঞান আছে, তাহা নহে; পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণীরও জ্ঞান বিদ্যমান। আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনবিষয়ক জ্ঞান মনুষ্যের ন্যায় পশুপক্ষী প্রভৃতিরও রহিয়াছে। জ্ঞানাংশে মনুষ্য ও ইতর প্রাণী উভয়েই তুল্য বটে. কিন্তু অজ্ঞানাংশেও উভয়েই সমান। দেখ, আত্মপ্রীতি-বিষয়ক জ্ঞান বিদ্যমান থাকা সত্বেও পক্ষিগণ ক্ষুধায় উৎপীড়িত হইয়াও মোহবশতঃ শাবকের চঞ্চুতে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করে। মানুষও পুত্রাদির প্রতি তদ্রূপ স্নেহশীল। মনুষ্য ও ইতর প্রাণীতে পার্থক্য এই যে, মনুষ্য লোভবশতঃ প্রত্যুপকারের আশায় এইরূপ করে, আর ইতরপ্রাণী প্রত্যুপকার-নিরপেক্ষ হইয়া করিয়া থাকে। কিন্তু উভয়ত্র মোহ অবিশেষ। হে সুরথ! সংসারস্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মমতারূপ আবর্ত্তে ভ্রমণ করিয়া মোহগর্ত্তে নিপতিত হয়।

অতএব তোমরা যে পরিত্যক্ত রাজ্য ও স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিহার করিতে পারিতেছ না, ইহাতে বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইবার কারণ নাই। মহামায়া দ্বারা সচরাচর জগৎ বিমুগ্ধ; তোমরা ত সামান্য জীব। যিনি যোগনিদ্রাপ্রভাবে বিষ্ণুকেও মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন, তিনি যে তোমার আমার মত জীবকে মুগ্ধ করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিত্য পরিবর্ত্তনশীল বিশ্ব তৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট। তিনি প্রসন্না ও বরদা হইয়া অতিশয় সন্নিহিতা হইলেই মানব মুক্তি-যোগ্য হয়। তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা, পরমা ও অপরমা; সুতরাং তিনি বন্ধন ও মুক্তি উভয়েরই হেতু। সেই সনাতনী সকল প্রাণী এবং ঈশ্বরেরও ঈশ্বরী। আবার তিনি এতদুভয়েরও অতীত। তিনিই ক্ষর-অক্ষর-পুরুষোত্তম, জীব-ঈশ্বর-ব্রহ্ম, মন-প্রাণ-আত্মা, জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা—এই সব বিবিধ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন (চণ্ডী ১।৪৭—৫৮)।

রাজা সুরথ অবহিতচিত্তে গুরুমেধসের বাক্যশ্রবণপূর্ব্বক মহামায়ার ঈষৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আভাষ পাইয়া তাঁহার স্বরূপ জানিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া ভগবান্ মেধস্‌কে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ॥ ১।৬০
যৎ-স্বভাবা চ সা দেবী যৎ-স্বরূপা যদুদ্ভবা॥ ১।৬১
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর॥ ১।৬২

সুরথ এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন—জীব যে সংসার-মোহে মুগ্ধ হয়, তাহা মহামায়ার ইচ্ছা বা লীলামাত্র। তাই মহামায়ার স্বরূপ বিশেষভাবে অবগত হইবার জন্য যুগপৎ ছয়টি প্রশ্ন করিলেন—(১) তিনি কে? (২) তিনি কেন উৎপন্ন হন? (৩) তাঁহার কর্ম্ম কি? (৪) তাঁহার স্বভাব কিরূপ? (৫) তাঁহার স্বরূপ কি? (৬) কোথা হইতে তাঁহার উদ্ভব?

মহামায়ার অবগতির জন্য শিষ্যের আগ্রহাতিশয্যে গুরু অত্যন্ত প্রীত হইলেন। বিশেষতঃ ব্রহ্মজ্ঞ গুরু ত শিষ্যের সকল আশঙ্কা ও সন্দেহের মূল উৎপাটিত করিবার জন্যই লালায়িত। তাই ঋষি মেধস্ সুরথের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্॥ ১।৬৪
তথাপি তৎসমুৎপত্তি র্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥ ১।৬৫
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥ ১।৬৬

সুরথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহামায়া কে?" ঋষি তদুত্তরে বলিলেন—'তিনি নিত্যা, তাঁহার ধ্বংস ও উৎপত্তি নাই, তিনি অতীন্দ্রিয়া'। এই উত্তরে সুরথ সন্তুষ্ট হইতে নাও পারেন; কেননা, যাহা নিত্য, যাহা অতীন্দ্রিয়, তাহা ত সম্ভোগযোগ্য নহে। তাই ঋষি আবার বলিলেন—"তিনি নিত্যা হইয়াও প্রত্যক্ষ-যোগ্যা—তিনি জগন্মূর্ত্তি—এই জগৎই তাঁহার প্রকট মূর্ত্তি। সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগৎকে জগৎ বলিয়া ভোগ করিতে নাই; জগতের যে দিকে চাইবে, সেই দিকেই মা, যাহা ধরিবে, তাহাই মা। তিনি নিকট হইতেও নিকটে অবস্থিতা। ঋষিবাক্যে, গুরুবাক্যে পূর্ণবিশ্বাস, পূর্ণশ্রদ্ধা লইয়া কার্য্য করিলে, সাধক সাধনের সফলতা, জীবনের সার্থকতা নিশ্চয়ই অনুভব করিতে পারে।"

মহামায়ার স্বরূপ কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বলিলেন—'জগৎ তাঁহার স্বরূপ'। এইবার তাঁহার স্বভাবের উত্তর দিতেছেন—'তয়া সর্ব্বমিদং ততম্'। অর্থাৎ এই জগৎ তাঁহার দ্বারা পরিব্যাপ্ত। তিনি অনিত্য জগন্মূর্ত্তিতে প্রকটিতা হইলেও তাঁহার নিত্য স্বরূপটি সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ, সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত। তিনি নিজে নিত্য স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া এই নামরূপাত্মক অনিত্য জগদাকারে প্রকাশিত হন নাই। যেমন বরফের প্রত্যেক পরমাণুই জল ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, সেইরূপ এই অনিত্য জগতের প্রত্যেক কল্পিত অণুই নিত্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সুতরাং জগৎকে মা বলিতে গিয়া নিত্য বস্তু হইতে বঞ্চিত হইবার কোনও প্রকার আশঙ্কা বা সন্দেহ থাকিতে পারে না।

তিনি কেন উৎপন্না হন এবং তাঁহার কর্ম্মই বা কি ?—এতৎ প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর তিনি ৬৬শ শ্লোকে দিয়াছেন। মায়ের রূপ অব্যক্ত, তিনি গগনসদৃশ, কেবল জ্ঞানমূর্ত্তি; উহাই ক্ষীরোদ-সমুদ্র বা কারণ-বারি। দেবতাগণ যখন অসুরকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ক্ষীরোদ-সমুদ্রের কূলে অর্থাৎ অব্যক্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে চিন্ময়ীর আবির্ভাবের জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করেন, তখন মহামায়া মা অচিরে তাঁহাদের অভীষ্ট মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া বরাভয় প্রদান করেন। এইরূপ আবির্ভাবকেই লোকে 'উৎপন্না' বলিয়া অভিহিত করে। বস্তুতঃ মহামায়ার উৎপত্তিও নাই, কর্ম্মও নাই। দেবতাদিগের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব এবং দেব-কার্য্য-সিদ্ধিই তাঁহার কর্ম্ম। মনে রাখিতে হইবে, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যই দেবতাবৃন্দ। তাঁহারা যখন নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগদ্‌ভাবরূপ অসুর কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ উৎপীড়িত আপনাদিগকে অতীব আর্ত্ত মনে করতঃ এই অব্যক্ত ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া মহামায়ার বিশিষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবির্ভাব প্রার্থনা করেন, তখন সেই আকুল প্রার্থনার প্রবল আকর্ষণে বাধ্য হইয়া সন্তানবৎসলা মা আমার বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া উৎপীড়ক আসুরিক ভাবরাশিকে বিনাশ করেন, অথবা আপনাতে লীন করিয়া লয়েন।

কোথা হইতে মহামায়ার উদ্ভব ?—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন হয় নাই ; কারণ প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই এই শেষ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। যিনি নিত্যা, অন্য হইতে তাঁহার ত উদ্ভব হইতেই পারে না। সুরথ এ পর্য্যন্ত হয়ত মহামায়াকে ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে গুরূপদেশে তিনি সম্যক্ অবধারণ করিলেন—মহামায়া ও ব্রহ্ম অভিন্ন বস্তু।

——0——

প্রথম চরিত

প্রথম অধ্যায়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মধু-কৈটভ-বধ

যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জ্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ১।৬৭
তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ ॥ ১।৬৮

প্রলয়কালে যখন জগৎ একার্ণবীকৃত হইয়াছিল, তখন ভগবান বিষ্ণু শেষ আস্তরণ-পূর্ব্বক যোগনিদ্রার ভজন করিয়াছিলেন। সেই সময় মধু ও কৈটভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামক বিখ্যাত ঘোর অসুরদ্বয় বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল।

যখন এই জগদ্রূপ অশ্বত্থ-বৃক্ষের বীজ বা কর্ম্মসংস্কার-সমূহ ব্রহ্মরূপ পরম কারণে লীন হয়, তখন তাহাকে কল্পান্ত বা প্রলয়কাল বলে। এই সময় বিশুদ্ধ চৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছুরই উপলব্ধি হয় না। তাই ইহাকে একার্ণব বা কারণ-সমুদ্র বলা হইয়াছে। এই কল্পান্তকালে বিষ্ণু বা জগদ্ব্যাপক চিৎ-শক্তি অথবা প্রাণ ভবিষ্যমান জগতের বীজ সমূহকে আস্তরণ বা শয্যারূপে পরিকল্পিত করিয়া অথবা আপনাতে প্রলীন করিয়া যোগনিদ্রার ভজন করেন। পরমাত্মভাবে স্বকীয় বিশিষ্ট ভাবটি মিলাইয়া দেওয়ার নাম যোগ। এই যোগ সুসিদ্ধ হইলে জগদ্ব্যাপারে নিদ্রা বা সুপ্তভাব হয়। ভগবান বিষ্ণু এই যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়ার ভজন করিতে করিতে তৎসারূপ্য লাভ করেন। তখন আর 'আমি বিষ্ণু' এই প্রতীতি থাকে না।

বিষ্ণু-কর্ণের অর্থ ব্যাপক চিদাভাস এবং মল শব্দের অর্থ আবরক। নির্ম্মল শুভ্র চিদাকাশের আবরণ-স্বরূপ বলিয়া মধুকৈটভকে মলোদ্ভূত বলা হইয়াছে। মধু শব্দের অর্থ—বিশিষ্ট আনন্দ এবং কৈটভ শব্দের অর্থ—বহুত্ব।

জীবাত্মা সমাধি-সহায়ে শুদ্ধ-বোধরূপী গুরুর নিকট হইতে মহামায়ার স্বরূপ এবং স্বভাব অবগত হইয়া তাঁহার বৈশিষ্ট্য ও কার্য্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আকুল ভাবে অপেক্ষা করিতে থাকে। তখন সে মায়ের কৃপায় দেখিতে পায়—দিবারাত্র যে জগদ্ভাব তাহাকে চঞ্চল করিয়া রাখিত, সেই জগদ্ভাব আর জাগিতেছে না। তখন প্রাণ সুপ্ত, অথচ আত্মবোধটি বেশ জাগ্রত। জগতের বীজ বা সংস্কারের অস্তিত্ব ঈষৎ-মাত্র প্রতীত হয়; কিন্তু তাঁহার বিশিষ্ট স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে জীবের অপরিসীম আনন্দ-সম্ভোগ ক্ষণকালের জন্য হইয়া থাকে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে পুনরায় তাহার সেই অবস্থা হইতে বিচ্যুত হয়। বিচ্যুত হইয়া সাধক অতি দুঃখে কাতর হইয়া 'মা, মা' বলিয়া ডাকিতে থাকে এবং শ্রীগুরুর চরণ আরও শক্ত করিয়া ধরে। তখন সে মায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপায় দেখিতে পায়, সেই নির্ম্মল শুভ্র চিদাকাশে আবরক-স্বরূপ দুইটি সংস্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে—একটি বিশিষ্ট আনন্দ, অপরটি বহু-ভাবেচ্ছা। এই দুইটি সংস্কারই বিষ্ণুকর্ণ-মলোদ্ভূত মধু ও কৈটভ। 'একোঽহং বহুস্যাম্'—এই ভাবেচ্ছা-মূলক আনন্দ পরমাত্মার স্বরূপানন্দ হইতে অন্যপ্রকার বলিয়া ইহাকে বিশিষ্ট আনন্দ বলা হইয়াছে। এই অহং-বোধাত্মক আনন্দ এবং বহুভাবেচ্ছা সাধকের কৈবল্যের বিরোধী বলিয়া ঘোর অসুর বলিয়া অভিহিত। এই সংস্কারদ্বয় ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত। ব্রহ্মা অর্থ এখানে 'মন'। মন বিষ্ণুর নাভি-কমলে বা প্রাণশক্তির অঙ্কে নিশ্চল থাকিলেও তখনও উহা (মন) নাভি বা মণিপুর-চক্রের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারে না। তজ্জন্য উক্ত সংস্কারদ্বয় বশতঃ মন পুনরায় জগদাকারে আকারিত হইবার জন্য উদ্বেল হয়। এই সংস্কার-দ্বয়ের যে উদ্বেলন-সামর্থ্য, ইহাই মধু-কৈটভদ্বয়ের ব্রহ্মাকে হনন করিবার উদ্যম। মনে রাখিতে হইবে—পরমাত্মযুক্ততাই জীবন, আর তদ্‌বিমুখতাই হনন।

মোটের উপর, এই সংস্কারদ্বয়ই মাতৃ-অঙ্কে নিত্য অবস্থানের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। 'বহু হইব, এই ভাবের আনন্দ উপভোগ করিব'—এই স্বাধীন ইচ্ছা বশতঃ জীব আনন্দে অসংখ্য যোনি ভ্রমণ করে। কিন্তু যখন সে নির্ম্মল পরমাত্ম-স্বরূপের আভাষ পায়, তখন বহুত্ব ও তন্মূলক আনন্দ আর তাহার প্রীতিকর হয় না, বরং সে তাহাতে বিরক্তি বোধ করে। এই বিরক্তির ভাব হইতেই মধু-কৈটভ-বধের সূত্রপাত হয়।

যাহা হউক, বিষ্ণুর নাভিকমলে স্থিত ব্রহ্মা অসুরদ্বয়কে উগ্র ও বিষ্ণুকে নিদ্রিত দেখিয়া শ্রীহরির নিদ্রা-ভঙ্গের জন্য হরিনেত্রকৃতালয়া নিদ্রারূপিণী যোগ-নিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন। এই যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়াই বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী এবং স্থিতিসংহারকারিণী। যতক্ষণ জগৎ-সংস্কারের বীজ থাকে, ততক্ষণ মন বা সৃষ্টিশক্তি এই নাভিকমল বা মণিপুর-চক্রের সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারে না; আবার, অন্যদিকে হরিনেত্রকৃতালয়ার বা আজ্ঞাচক্রস্থিত চিৎ-প্রতিবিম্বের মোহিনী শক্তিতেও সে মুগ্ধ থাকে। এমত অবস্থায় জীব তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগনিদ্রারূপিণী চিৎ-শক্তির শরণাপন্ন হয়। ব্রহ্মা বা মনের এই শরণাগতি-ভাবটি এই অধ্যায়ের ৭৩শ শ্লোক হইতে ৮৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্লোকসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। স্তবের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মা মায়ের নিকট তিনটি বর প্রার্থনা করিতেছেন—(১) মধু-কৈটভের মোহ, (২) বিষ্ণুর জাগরণ, (৩) বিষ্ণুর অসুরবধানুসারিণী বুদ্ধির প্রেরণা। এই দুর্জ্জয়-অসুর-বিনাশে তিনটিরই প্রয়োজন। অসুররূপেও যখন মা, তখন যদি এই আসুরী প্রকৃতি স্বেচ্ছায় আত্ম-নিধন যাচিয়া না লয়, তবে কাহারও সাধ্য নাই যে, উহাকে নিহত করে। দ্বিতীয়তঃ, বিষ্ণু বা প্রাণশক্তি জাগ্রত না হইলে মাতৃলাভ হয় না। তৃতীয়তঃ, মাতৃ-মিলনের অভিলাষ পূর্ণভাবে জাগ্রত হইলেই প্রাণ জগদ্‌ভাবকে বিমথিত করিতে উদ্যত হয়। যাহা হউক, ব্রহ্মার কাতর প্রার্থনায় মহামায়া তামসী মূর্ত্তিতে ব্রহ্মার দর্শন-বিষয়িণী হইলেন (চণ্ডী ১।৮৯—৯০)।

এখানে তামস-মূর্ত্তির আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজনীয়। কেননা, সত্ত্বগুণ হইতে সঞ্জাত মধু ও কৈটভকে অর্থাৎ বহু-ভাবেচ্ছা ও বিশিষ্টানন্দরূপ অসুরদ্বয়কে তামসী-মূর্ত্তির অঙ্কে বিলীন করিবার জন্য রজোগুণের ক্রিয়াশীলতা বা প্রাণের জাগরণ একান্ত আবশ্যক। এই জন্যই ব্রহ্মার স্তবে তামসী মূর্ত্তি আবির্ভূত এবং মধুকৈটভের নিধনের জন্য বিষ্ণু জাগরিত। এই তামসী প্রকৃতি স্থূলভাবে প্রকাশিত হইলেই দশবিধ-প্রহরণ-ধারিণী মহাকালী মূর্ত্তিতে মা আবির্ভূতা হন। ইহা মনে রাখিতে হইবে, মায়ের কোন বিশিষ্ট মূর্ত্তি নাই। সর্ব্বরূপেই তিনি, অথচ স্বয়ং রূপবিবর্জ্জিতা। তিনি সাধকের হিতার্থ আপনাতে বিশিষ্টরূপের কল্পনা করেন—'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা'। সাধক যেরূপ সংস্কারে, যেরূপ বিশেষণে, যেরূপ গুণে আত্মাকে বিশেষিত করেন, পরমাত্মা অ-রূপা মা-ও সেইরূপ গুণে গুণময়ী হইয়া সাধকের অভিলাষ পূর্ণ করেন।

দুইস্থানে এই বিশিষ্ট মূর্ত্তির দর্শন হয়—এক মনোময় কোষে, আর এক বিজ্ঞানময় কোষে। মনোময় কোষে এই মূর্ত্তির দর্শন ক্ষণিক আনন্দদায়ক ও ভগবৎ-সত্তার বিশ্বাসবর্দ্ধক। কিন্তু উহাতে প্রাণধর্ম্মের বিকাশ নাই বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহা সাধককে কৃতার্থ করিতে পারে না—সাধককে বরাভয়দানে বা অমরত্ব-দানে সমর্থ হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানময় কোষে বা প্রজ্ঞাক্ষেত্রে বিশিষ্ট মূর্ত্তির দর্শন হইলে সাধকের সর্ব্ববিধ সংশয় দূর হয়, জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয় এবং সাধক অভীষ্ট বরলাভে ধন্য হয়।

৯০শ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, চক্ষু, মুখ, নাক, বাহু, হৃদয় ও বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত হইয়া তামসী দেবী ব্রহ্মার দৃষ্টি-পথারূঢ় হইয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে, চক্ষু প্রভৃতি উল্লিখিত স্থানসমূহ প্রাণশক্তির বিশিষ্ট অনুভূতি-কেন্দ্র। এতদিন জগন্মূর্ত্তি -মায়ের রূপ দেখিয়া চক্ষু, গুণকীর্ত্তন করিয়া মুখ, চরণস্পর্শ করিয়া বাহু, সহানুভূতিদ্বারা হৃদয়, এবং স্নেহ বহন করিয়া বক্ষঃস্থল পরিতৃপ্ত ছিল। এ সকল অঙ্গ এখন আর মায়ের এই সব পরিচ্ছিন্ন ভাবে মুগ্ধ হইতে চায় না। তাই মা আমার তামসী মূর্ত্তিতে ইন্দ্রিয়বর্গের আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপে সংস্থিত হইবার জন্য প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিলেন। ব্রহ্মাকে অব্যক্ত-জন্মা বলার অভিপ্রায় এই যে, অব্যক্ত বা প্রকৃতি হইতেই চিত্তবৃত্তিগুলির জন্ম বা বিকাশ লাভ হয়।

যোগনিদ্রা কর্ত্তৃক বিমুক্ত জনার্দ্দন একার্ণবে শেষ-শয়ন হইতে উত্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন—দুরাত্মা, অতি বীর্য্যবান্, পরাক্রমশালী, ক্রোধারক্তলোচন মধুকৈটভ ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত। (চণ্ডী ১।৯১—৯২)।

এতদিন জগদ্ধর্ত্তা প্রাণ জগৎকে একার্ণবীকৃত করিয়া অর্থাৎ জগৎ-সংস্কার-সমূহকে শয্যারূপে পরিকল্পিত করিয়া মাতৃযুক্ত ভাবে অবস্থান করিতেছিল; আর জগন্মূর্ত্তি মাতৃস্বরূপে পরিতৃপ্ত প্রাণও ভাবাতীত মাতৃসত্তায় পূর্ণভাবে মিলন-বিষয়ে উদাসীন ছিল। তাই যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া মা তাহাকে জনার্দ্দন বা অসুরপীড়করূপে প্রবুদ্ধ করিলেন। এইজন্য প্রাণ আদি সংকল্পের বিলয়-সাধনে আজ সমুদ্যত।

অনন্তর ভগবান্ বিভু হরি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া পঞ্চ-সহস্রবর্ষ সেই অসুরদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ।
পঞ্চবর্ষ-সহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ ॥ ১।৯৩ ॥

শ্রীহরি বাহুরূপ অস্ত্রদ্বারা পাঁচ হাজার বৎসর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাহু-প্রহরণ অর্থ গ্রহণ-শক্তি। প্রাণশক্তি আদি সংস্কারের ফলোন্মুখতা নিরাকৃত করিবার জন্য, আপনাতে মিলাইয়া লইবার নিমিত্ত, গ্রহণশক্তির প্রয়োগ করেন। ইহাই মধুকৈটভের সহিত শ্রীহরির বাহুযুদ্ধ। এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল ধরিয়া চলে। বস্তুতঃ দীর্ঘকালব্যাপী শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিরন্তর অভ্যাস ও বৈরাগ্যরূপ বাহুদ্বয় ব্যতীত জীবত্বের গ্রন্থি সমূলে ছিন্ন হইবার নহে। কারণ, 'আমি বহু হইব'—এই ঈশ্বরীয় ভাবকে 'আমি এক হইব'—এই জীব-ভাব দ্বারা বিনাশ সাধন করিতে হইলে, দীর্ঘকালব্যাপী অভ্যাস ও বৈরাগ্যরূপ উভয় হস্তের শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়।

মধুকৈটভ অসুরদ্বয় অতি বলোন্মত্ত; কিন্তু মহামায়ার স্বরূপে মুগ্ধ হইয়া তাহারা কেশবকে বলিল—"তুমি আমাদের নিকট হইতে বর লও"—

"বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি" (১।৯৫)।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—'বহুস্যাম্' এই যে সংস্কার, ইহা ব্রহ্ম হইতে সঞ্জাত বলিয়া অতি প্রবল। আর বহুভাবে প্রকাশিত আমি এক হইব—এই ভাবটি জীবভাবীয় সংস্কার হইতে উৎপন্ন বলিয়া দুর্ব্বল। অতএব দুর্ব্বল কর্ত্তৃক প্রবলের উচ্ছেদ অসম্ভব। তাই মহামায়া মা আত্মস্বরূপ প্রকটিত করিয়া অসুরদ্বয়কে বিমোহিত করিলেন। তাহারাও মায়ের নীলাশ্মদ্যুতি তামসী মূর্ত্তির মনোহর রূপে মুগ্ধ হইলে ভগবান্ অসুরদ্বয়ের উত্তরে বলিলেন—

ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি।
কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম ॥ ১।৯৮ ॥

উভয়েই আমার বধ্য হও—ইহাই আমার প্রার্থিত বিষয়। যখন জীবের নিঃসন্দেহে প্রতীতি হয় যে, প্রত্যেক অনুভূতিই মা, তখন মধুকৈটভ বধ্য হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইজন্য দৃঢ় অধ্যবসায়-বলে সংস্কাররাশিকে মাতৃময় করিয়া তুলিতে হয়। মনে রাখিতে হইবে, মা নিজে যদি সন্তান-স্নেহে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আসুরী ভাব সংহরণ না করেন, তবে জীবের সাধ্য নাই যে, যোগ, বৃত্তিনিরোধ, দৃঢ়-অধ্যবসায় দ্বারা সে আসুরী ভাব দূর করে। তজ্জন্য মাতৃ-চরণে আত্মবলি দিয়া অনন্ত-জীবনব্যাপী অকৃতজ্ঞতার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এই ভাব জাগ্রত হইলে নিষ্কামতা বা মুমুক্ষুতা প্রাণে বিকাশ পায়; তখনই অসুরের নিকট প্রার্থনা করা যায়—"তোমরা আমার বধ্য হও।"

সেই অসুরদ্বয় আপনাদিগকে বঞ্চিত মনে করিয়া এবং সমস্ত জগৎকে রসময় দর্শন করিয়া শ্রীভগবান-বিষ্ণুকে বলিল—"পৃথিবী যেখানে সলিলপরিপ্লুতা নহে, সেখানে আমাদিগকে বধ কর"।

মধুকৈটভ আজ মহামায়ার স্বরূপে মুগ্ধ; তাই তাহারা এতদিন পরে বুঝিতে পারিল—বহুভাবের খেলা লইয়া ভূমা সুখ হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। জীব যতদিন মহামায়ার মায়ায় সম্পূর্ণ মুগ্ধ না হয়, ততদিনই জগদ্ভাবে, বহুভাবে মুগ্ধ থাকে—জগৎকেই আনন্দের স্থান মনে করে। কিন্তু মহামায়া মা যে দিন আত্মস্বরূপ খুলিয়া তাহার সম্মুখে ধরেন, সেই দিনই জীব বুঝিতে পারে—আমরা যথার্থ সুখ হইতে বঞ্চিত।

মধুকৈটভের প্রার্থনা—যে স্থানে পৃথ্বী জল দ্বারা পরিপ্লুত নহে, সেই স্থানে আমাদিগকে বধ কর। কি সুন্দর প্রার্থনা! তাহারা জগৎকে রসময় বা বোধময় বলিয়া মনে করিতেছে—রস বা আনন্দ-সমুদ্রের কতকগুলি তরঙ্গই আজ তাহাদিগের নিকট পৃথিবী বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে। যেখানে এই সলিল-পরিপ্লুতা পৃথিবী নাই, অর্থাৎ যেখানে নিরবচ্ছিন্ন সলিল বা রস, সেইখানেই তাহারা নিহত হইতে চাহে—ডুবিতে চাহে। তাহারা আর বিশিষ্ট আনন্দ (মধু) এবং কীটের ন্যায় বহুভাবে বিকাশ (কৈটভ) চাহে না। তাহারা চাহে সেখানে যাইতে, যেই স্থান হইতে তাহারা আসিয়াছে। শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ বিষ্ণু—'তাহাই হউক' বলিয়া মধু-কৈটভের মস্তকদ্বয় স্বকীয় জঘনদেশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থাপনপূর্ব্বক চক্রদ্বারা ছেদন করিলেন—(চণ্ডী ১।১০৩)।

শঙ্খ নাদশক্তির প্রতিনিধি। যে প্রণবধ্বনি অনন্তজগদ্ব্যাপ্ত, যে ধ্বনি সাধক অনাহত-চক্র হইতে পায়, যাহার বিভিন্ন তরঙ্গসমূহ জগতে শব্দাকারে ব্যাপ্ত, শঙ্খ তাহারই প্রতিনিধি। চক্র শব্দের অর্থ জগৎ। অক্ষর পুরুষ হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য (মেঘ), মেঘ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে প্রাণী—এইভাবে অনুলোম বা বিলোমক্রমে চক্রের ন্যায় গতির নাম সংসার। ইহাই বিষ্ণুর হস্তস্থিত চক্র—সুদর্শন নামে পরিচিত। গদা লয় বা সংহারশক্তির প্রতিভূ। সুতরাং শঙ্খচক্র-গদাধারী বলিতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তাকেই বুঝায়। বিষ্ণু জঘন-দেশে রাখিয়া মস্তক ছেদন করিলেন—অর্থাৎ, জড় হইতে চৈতন্যকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য স্থূলতম ক্ষিতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইস্থানে 'জঘনদেশ' অর্থ ক্ষিতিতত্ত্ব।

কণ্ঠের উপরিভাগ চিৎ-ক্ষেত্র ও নিম্নভাগ জড়ক্ষেত্র। এই চিৎ-জড়ের মিলনের নাম জীবত্ব। এই মিলনের বিচ্ছেদ করাই জীবত্বরূপ বন্ধন হইতে মুক্তি। বিষ্ণু মস্তক ছেদন করিয়া জীবভাব হইতে চৈতন্যকে মুক্ত করিয়া দিলেন। এই উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রাখিয়াই পূজায় উৎসর্গীকৃত পশুর কণ্ঠদেশ ছেদন করা হয়।

মধুকৈটভ নিহত হইল। অর্থাৎ জীব মৌলিক সংস্কারবশে যে অনন্তকাল-ব্যাপী জন্মমৃত্যুর খরস্রোতে ছুটিয়া চলিতেছিল, সেই আদিসংস্কার, সেই বহুত্ব-মূলক আনন্দ (মধু) ও বহুভাবেচ্ছা (কৈটভ), এতদিনে প্রবুদ্ধ প্রাণশক্তি (বিষ্ণু) কর্তৃক পার্থিব দেহকে (জঘন প্রদেশকে) আশ্রয় করিয়াই বহুত্ব হইতে মুক্ত হইল। ইহাই জীবের ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ। অর্থাৎ মন যে অজ্ঞান-গ্রন্থিবশতঃ প্রতিনিয়ত বহুত্বের সংকল্প করে এবং তাহাতে আনন্দ পায়, সেই গ্রন্থির উচ্ছেদ হইল। এই ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ হইলে সাধক বেশ বুঝিতে পারে যে, এই জগৎ, এই দেহ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি কল্পনামাত্র এবং এই সকল মায়েরই বিরাট্ মনের কল্পনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা প্রথম চরিতে দেখিতে পাইলাম যে, সমাধির সহায়ে সুরথরূপী জীবাত্মা, মেধস্ রূপী বিজ্ঞানময় গুরুর চরণে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক মহামায়ার প্রভাব-দর্শনে ধন্য হইয়াছে। আর মহামায়া তামসী-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া এবং বিষ্ণুকে জাগরিত করিয়া মধু ও কৈটভরূপী আগামী কর্ম্মের বীজকে ধ্বংস করিয়া দিলেন। মোটের উপর, 'এই মা রহিয়াছেন'— এই বিশ্বাস ঘনীভূত হইলেই জীবভাবীয় কর্ত্তৃত্ব শিথিল হয় ও আগামী কর্ম্মের বীজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহাকেই প্রকারান্তরে ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ বা মধুকৈটভ-বধ বলা হয়। এই মধুকৈটভ-বধ-কাহিনীর পর মহিষাসুর-বধ-কাহিনী দ্বিতীয় চরিতে বিবৃত হইবে—অর্থাৎ বিষ্ণুময় বা প্রাণময় গ্রন্থির উচ্ছেদের কথা বলা হইবে। বিষ্ণুময়-গ্রন্থিভেদ অর্থে সঞ্চিত কর্ম্মফলভোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ বুঝিতে হইবে। তাই বিজ্ঞানময় গুরু মেধস্ স্নেহ-করুণা-পূর্ণ কণ্ঠে আহ্বান করিতেছেন—এস সুরথ, এস সমাধি, এস সাধক, এস অমৃতের বরপুত্র, আবার দেবীর মাহাত্ম্য বলিব, শ্রবণ কর—

'প্রভাবমস্যা দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে' । চণ্ডী ১।১০৪)।

ইতি দেবীমাহাত্ম্যে মধুকৈটভবধনামক প্রথম চরিতের (প্রথম অধ্যায়ের) ব্যাখ্যায় ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ সমাপ্ত।

[এই অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা ৭৮, মন্ত্রসংখ্যা ১০৪]

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ॥ ওঁ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যম চরিত

উপোদ্ঘাত

বিষ্ণু-গ্রন্থিভেদ

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

মধ্যম চরিতে তিনটি বিষয় তিন অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে:—দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহিষাসুর-সৈন্যবধ, তৃতীয় অধ্যায়ে মহিষাসুর-বধ এবং চতুর্থ অধ্যায়ে শক্রাদি দেবগণের স্তুতি।

মধুকৈটভ নিহত হইয়াছে— আগামী কর্ম্মের বীজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। সাধকের এখন আর কর্ম্মের সফলতায় বিশেষ উল্লাস নাই, নিষ্ফলতায়ও কোনরূপ হতাশ নাই। কিন্তু যে জীবভাবকে সম্পূর্ণ বিলয় করিবার আশায় সমাধি-সহায় সুরথরূপী জীবাত্মা বিজ্ঞানময়গুরু মেধসের কৃপাপ্রার্থী হইয়াছিল, এখনও সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তবে এক্ষণে গুরুকৃপায় জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়ায়, সে এখন নিজের অব্যক্ত দোষরাশি লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, স্ত্রী-পুত্রাদি সংসার-বন্ধনই ভগবৎ-লাভের একান্ত অন্তরায় নহে, অন্তরের সংস্কারগুলিই যথার্থ বন্ধন।

দুর্জ্জয় অসুর মধুকৈটভ নিহত হওয়ায় অভিনব আশার মূল উৎপাটিত হইলেও, যখন সাধক মাতৃ-অঙ্কে চিরবিশ্রামলাভে অসমর্থ হইয়া শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হয়, তখন বিজ্ঞানময় গুরু সাধকের সম্মুখে যে চিত্র খুলিয়া ধরেন, তাহাই মহিষাসুরবধ বা বিষ্ণুগ্রন্থি-ভেদ নামে কথিত।

সুরথের ভবিষ্যৎ-কর্ম্মবীজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও সঞ্চিত কর্ম্ম এখনও বিনষ্ট হয় নাই এবং তাহার ধ্বংসের কোন প্রতিকারও হয় নাই। এই মধ্যম চরিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বোক্ত সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার-সমূহই অসুররূপে বর্ণিত হইয়াছে। জীব বহুজন্ম-ব্যাপী নানাবিধ বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠানে বা জ্ঞানভক্তির অনুশীলনে ভগবদ্-বিষয়ক যে সংস্কার-সমূহ সঞ্চিত করে, উহারাই দেবতা। জীবমাত্রেরই দেহে চিরকাল দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতে থাকে। এস্থলে মহিষাসুর অসুরগণের এবং রাজা পুরন্দর দেবগণের অধিপতি। মহিষাসুর রজোগুণের প্রতীক—যদিও মহিষকে মানসপূজায় ক্রোধ বলা হইয়াছে—**'ক্রোধঞ্চ মহিষং দদ্যাৎ'**। ক্রোধের মূলে রজোগুণ ; এইজন্য ক্রোধ না বলিয়া ক্রোধের মূল কারণ রজোগুণকে মহিষাসুর বলা হইল। রজোগুণের বহির্ম্মুখী বিকাশ জন্য যে সঞ্চিত বহুত্ব-সংস্কার-সমূহ তাহাই এখানে অসুরনিচয়। যদিও প্রথম চরিতে মধু-কৈটভ-বধে 'এক আমি বহু হইব'—এই ভাবটি বিদূরিত হইয়াছে, তথাপি অনাদিকাল-সঞ্চিত বহুত্ববিষয়ক সংস্কার দূরীভূত হইতে বাকী রহিয়াছে।

মধ্যম চরিত

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহিষাসুর-সৈন্য-বধ

এক্ষণে দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূল ধরিয়া আরম্ভ করা হইতেছে। জীবমাত্রের দেহে চিরকাল যেমন দেবাসুর-সংগ্রাম চলিতেছে, তাহারই বহিঃ-প্রকাশ-স্বরূপ দেবাসুর সংগ্রাম চলিয়া থাকে। এই স্থলে বর্ণিত দেবাসুর-সংগ্রাম পূর্ণ শতবর্ষ চলিয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ শতবর্ষের অর্থ একটি পূর্ণ মানবজীবন। বহুজন্মের পর মানুষ জ্ঞানবান্ হইলে নিজেকে ও মাকে চিনিতে পারে; তখন দেবাসুর সংগ্রাম অনুভূত হয়— যদিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম হইতেই এই যুদ্ধের সূচনা হয়। এই উপরি-উক্ত তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্যই ঋষি বলিলেন—

দেবাসুরমভূদ্-যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।

মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে ॥ (চণ্ডী ২।২)

সেই যুদ্ধে মহাবীর্য্য অসুরগণকর্ত্তৃক দেবতারা পরাজিত হইলেন; অসুরগণ বহুজন্ম-সঞ্চিত সংস্কাররাশি, আর দেবতারা অধুনা আবির্ভূত ভগবন্মুখী বৃত্তিনিচয়; সুতরাং সদ্ভাবনিচয়ের পরিপুষ্টির অভাব বশতঃ দেবগণের পরাজয়। যখন দেবগণ নির্জিত, তখন মহিষাসুর ইন্দ্রত্ব লাভ করিল—সমগ্র দেবশক্তির উপর প্রভুত্ব করিবার তাহার সামর্থ্য জন্মিল—

"জিত্বা চ সকলান্ দেবানিন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ" (চণ্ডী ২।৩)।

তত্র পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিম্।

পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশ-গরুড়ধ্বজৌ ॥ (চণ্ডী ২।৪)

পদ্মযোনি ব্রহ্মা—ইনি প্রজাপতি, যাবতীয় ভাবের অধিপতি, সুর এবং অসুর উভয়ই প্রজাপতি হইতে উদ্ভূত, সুতরাং উভয়ই মনের ভাব। নাভি বা মণিপুর-পদ্ম হইতে নিম্নদিকে অসুরের ক্ষেত্র এবং উহার ঊর্দ্ধে—দেবক্ষেত্র। নাভি-কমল হইতে ব্রহ্মার সমুদ্ভব। পরমাত্মাভিমুখী মনের অংশই পদ্মযোনি। এই পদ্মযোনিকে অগ্রে করিয়া দেবতাগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবৃন্দ বিষ্ণু (প্রাণশক্তি) ও শিব (জ্ঞানশক্তি)—এতদুভয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণুর স্থান—হৃদয়পদ্ম বা অনাহত চক্র এবং শিবের স্থান—ললাট বা আজ্ঞাচক্র।

মনের দ্বিবিধ গতি। একদিকে সে চায় মাকে পাইতে, অন্যদিকে সে চায় আবার বিষয়ও ভোগ করিতে। তাই একদিকে দেবরাজ পুরন্দরের কর্ত্তৃত্ব, অপরদিকে অসুররাজ মহিষাসুরের উৎপীড়ন। এই উৎপীড়নের ফলে প্রথমতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবশক্তি নির্জিত হয়। প্রাণ ও জ্ঞানশক্তি সম্পূর্ণ মাতৃ-অভিমুখী না হইলে মনের পূর্ণবল-লাভ হইতে পারে না। তাই মন বাধ্য হইয়া প্রাণশক্তি ও জ্ঞানশক্তির সমীপস্থ বা শরণাগত হয়। শরণাগত ভাব বা আত্মনিবেদন একই কথা। শরণাগতিই সকল সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই স্বয়ং প্রজাপতি বিষ্ণুও শিবের শরণাপন্ন হইলেন। গীতায়ও শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—"**মামেকং শরণং ব্রজ**"। শরণাগত দেবগণ শিব ও বিষ্ণুর নিকট মহিষাসুরের কার্য্যকলাপ ও দেবগণের পরাজয় যথাযথ বর্ণনাপূর্ব্বক তাহার বধের উপায় চিন্তা করিতে বলিলেন—

"শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মো বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাম্" (চণ্ডী ২।৮)।

ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রুকুটীকুটিলাননৌ ॥ ২।৯ ॥
ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ ॥ ২।১০ ॥

দেবতাগণের অত্যাচার-কাহিনী শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু ও শিব ক্রোধান্বিত হইলেন। তাঁহাতে তাঁহাদের মুখমণ্ডল ভ্রুকুটী-কুটিলভাব ধারণ করিল। প্রাণ ও জ্ঞান যতদিন আত্মভাব-বিস্মৃত হইয়া বহুত্বের মোহে জগতের খেলায় মুগ্ধ থাকে, ততদিন এই ক্রোধের ভাব দেখা যায় না। কিন্তু যখন তাঁহারা মনের নিকট অসুরের অত্যাচার-কাহিনী শ্রবণ করে, তখন তাহারা ক্রোধে ভ্রুকুটী-কুটিলানন হইয়া উঠে। এস্থলে ক্রোধ বলিতে পরমাত্মাভিমুখী রজোগুণাত্মক অভিস্পন্দন বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে মহিষাসুর কাম ক্রোধাদির মূলীভূত রজোগুনরূপে আখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে দেবগণের মধ্যেও রজোগুণের অভিব্যক্তি। ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে, ক্রোধের দ্বারা ক্রোধের নিপাত করিতে হইবে, যেমন কাঁটা দ্বারা কাঁটা তুলিতে হয়। এখানে অক্রোধের দ্বারা ক্রোধজয়ের কথা বলা হইল না। এইরূপ হিংসা দ্বারা হিংসার মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে—অহিংসাদ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে। ইহাতে অনেক সময় সত্বর কার্য্যে সাফল্য দেখা যায়। কেবল যে সাধুবৃত্তি দ্বারাই মাতৃযুক্ত হইতে হইবে, তাহা নহে, কামক্রোধাদি অসাধুবৃত্তি-দ্বারাও ভগবানে যুক্ত হইবার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বৃন্দাবনে গোপীগণ কামবৃত্তি দ্বারা, মথুরায় কংস ভয়বৃত্তি দ্বারা, হিরণ্যকশিপু হিংসাবৃত্তি দ্বারা, শিশুপাল দ্বেষবৃত্তি দ্বারা ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং সাধকগণের যে বৃত্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল তাহার দ্বারাই মাতৃযুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। শ্রীভগবান্‌ও গীতায় বলিয়াছেন—"সর্ব্বভাবেন শরণং গচ্ছ"। ভাল হউক, মন্দ হউক, যে কোন ভাবের সাহায্যে আমার শরণাগত হও, যে কোনরূপে আমার সমীপে আসিতে চেষ্টা কর—ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রায়।

যে রজোগুণ মহিষাসুররূপে—কামক্রোধাদি বৃত্তিরূপে প্রবাহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপে সংসার-গতিকে একান্ত প্রিয় বোধে আলিঙ্গন করিতে চাহে, সেই রজোগুণই আবার পরবৈরাগ্য শমদমাদি রূপে প্রকাশ পাইয়া জীবকে মুক্তিপথে অগ্রসর করাইয়া দিতে ইচ্ছুক। সুতরাং রজোগুণের বহির্ম্মুখী বিকাশ কামক্রোধাদি আসুরিক বৃত্তিসমূহ এবং অন্তর্ম্মুখী প্রকাশ—শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতি। এই যে বহির্ম্মুখী বিকাশের সহিত অন্তর্ম্মুখী বিকাশের সংঘর্ষ, ইহাই মহিষাসুরের সহিত দেবতাগণের সংগ্রাম। এস্থলে অসুরের প্রতিকূলে ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয়ের ক্রোধের হেতু এই যে, ক্রোধমূলক মহিষাসুরের দমনের জন্য ক্রোধোদ্বেলনেরই আবশ্যকতা।

যাহা হউক, দেবতাত্রয়ের ক্রোধ হইতে মনোময়, প্রাণময় ও জ্ঞানময় জ্যোতি উদ্বেলিত হইয়া স্থূলে প্রত্যক্ষ হইল। এই জ্যোতি আজ্ঞাচক্র হইতে বিকাশ লাভ করে বলিয়া দশমশ্লোকে "বদনাৎ" বলা হইয়াছে। এইরূপে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের শরীর হইতেও সুমহৎ তেজ নির্গত হইয়া ঐ সকল তেজ একত্র সম্মিলিত হইল। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রত্যেক ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবশক্তিও ব্রহ্মাদির ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া একত্র পুঞ্জীভূত হইল। এ স্থলে বুঝিতে হইবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন, প্রাণ ও জ্ঞান যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন আশ্রিত ইন্দ্রিয়গণ ক্রুদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। সাগরে জোয়ার হইলে নদী নালায়ও জোয়ার হইয়া থাকে। মন ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র, প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ধারক এবং জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক ; সুতরাং মন, প্রাণ ও জ্ঞানের আশ্রিত ইন্দ্রিয়গণ হইতেও তেজ নির্গত হইতে লাগিল। ইন্দ্রিয়গণ এতদিন ব্যষ্টিভাবে অসুর-বিজয়ে যত্নবান্ ছিল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। আজ তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে ; এজন্য তাহারা পূর্ণবলে বলীয়ান ; অতএব তাহাদের অসুর-বিজয় অনিবার্য্য। সাধনপথে এইরূপ প্রত্যক্ষতা যতদিন না হয়, ততদিন সাধকের গতি তীব্রতর হয় না ; সুতরাং প্রত্যক্ষতার একান্ত প্রয়োজন। মাতৃকৃপায় চিত্ত ও ইন্দ্রিয়-ব্যাপার অন্তর্ম্মুখী হইয়া একটু স্থির হইলেই জ্যোতিঃ-দর্শন হয়। তাই দেবতাগণ দেখিতে পাইলেন—প্রজ্বলিত পর্ব্বতের ন্যায় তেজোরাশি দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে (চণ্ডী ২।১২)।

সমস্ত দেবতার শরীর হইতে সমুদ্ভূত সেই অতুলনীয় তেজ সম্মিলিত হইয়া একটি নারীমূর্ত্তিতে পরিণত হইল এবং তাঁহার কান্তিতে ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইল।—

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা ॥ (চণ্ডী ২।১৩)

এখানে নারীশব্দে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি বুঝাইবেনা, উহার অর্থ সাধকের ইষ্টদেবের মূর্ত্তি। সুতরাং এস্থলে নারীশব্দে কৃষ্ণ, কালী, শিব—যে কোন মূর্ত্তিই গ্রহণীয়। প্রত্যেক মূর্ত্তিই শক্তি-বিশেষ। শক্তি যখন ঘনীভূত হয়, তখনই ঐ শক্তি বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত হয়। যাহারা প্রথম হইতে কোন বিশিষ্ট মূর্ত্তি লইয়া সাধন করিতে অভ্যস্ত, তাহারা যেন ঐ মূর্ত্তিকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহতী শক্তি ধারণা করিতে অভ্যাস করে। অর্থাৎ আমার অন্তরে যিনি আত্মরূপে, তিনিই বাহিরে মহত্ত্ব-মণ্ডিত ইষ্টমূর্ত্তিতে প্রকাশিত। মূর্ত্তি আত্মভাবস্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না হইলে অজ্ঞানান্ধকার কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। আত্মভাবস্থ হওয়া অর্থ একান্ত আত্মীয় করিয়া লওয়া—অর্থাৎ আত্মীয়ের ন্যায় ইষ্টমূর্তিতে আত্মহারা হওয়া। আত্মহারা হইলেই আত্মভাব ফুটিয়া উঠে।

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাগণের তেজ বা প্রকাশ ভাব একীভূত হইয়াছে, একটা মহাপ্রকাশে সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন হইয়াছে। প্রকাশ বলিতে একমাত্র জ্ঞানকেই বুঝায়। অন্তরে যাহা জ্ঞান, বাহিরে তাহাই তেজ, আর অন্তরে যাহা অজ্ঞান, বাহিরে তাহাই অন্ধকার। জ্ঞান হইতেছে চেতন; সুতরাং চৈতন্যের উপলব্ধি হইলে স্বপ্রকাশ বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ স্বপ্রকাশ বস্তু তখন দিগন্ত-প্রসারী হইয়া পড়ে। এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা এই প্রকাশকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতে পারে। এই অবস্থায় দেশ ও কালের অস্তিত্ব থাকে না। দেশ ও কালের অতীত স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় সত্তায় উপনীত হইলে জগৎ মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়।

তৎপরে পাঁচটি শ্লোকে (চণ্ডী ২।১৪—১৮) উক্ত মূর্তির বিভিন্ন অবয়ব-সংস্থান বর্ণিত হইয়াছে। সম্মিলিত দেবতাবৃন্দের সমষ্টিভূত তেজোরাশি মূর্তি-রূপে প্রকটিত হইলেও, সমষ্টির ভিতর ব্যষ্টি অংশগুলিও প্রকটিত হইয়াছে। শম্ভুর তেজে মুখমণ্ডল, যমের তেজে কেশ, বিষ্ণুর তেজে বাহু, চন্দ্রের তেজে স্তনদ্বয়, ইন্দ্রের তেজে মধ্যভাগ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরু, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পদদ্বয়, সূর্য্যের তেজে পদাঙ্গুলী, বসুগণের তেজে করাঙ্গুলী, কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রজাপতির তেজে দন্তসমূহ, অগ্নির তেজে নয়নদ্বয়, সন্ধ্যাদ্বয়ের তেজে ভ্রুযুগল, বায়ুর তেজে কর্ণযুগল, এবং অন্যান্য দেবতার তেজে অন্যান্য অবয়ব গঠিত হইয়া মঙ্গলময়ী মায়ের বিশিষ্ট মূর্তি আবির্ভূত হইল।

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রকাশে সাধক যখন ঐ প্রকাশময় অবস্থায় থাকিতে সমর্থ হয়, তখন স্বকীয় সংস্কাররূপ বিশিষ্টমূর্তি আবির্ভূত হয় এবং উহা বরাভয়দানে সাধককে উৎসাহিত ও ধন্য করে। তারপর সাধক দ্রুতগতিতে মুক্তিমার্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্রসর হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে সাধকের বিশিষ্ট মূর্ত্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা যখন তিরোহিত হয়, তখন ঐ সর্ব্বদেব-সমুদ্ভূত তেজোরাশি বিশ্বরূপ মূর্ত্তিতে পরিণত হয় এবং বিশ্বই যে পরমেশ্বরের স্থূলমূর্ত্তি, তখন সাধক তাহা উপলব্ধি করিতে পারে। এই উপলব্ধি হইতেই হৃদয়ের গ্রন্থিভেদ হয় ও সর্ব্ব সংশয় বিদূরিত হয়। ভক্তপ্রবর অর্জ্জুন শ্রীভগবানের এই বিশ্বরূপ দেখিয়াই সমস্ত সংশয়ের পরপারে গিয়াছিলেন।

অনন্তর মহিষাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতাগণ দেবীমূর্ত্তিকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন (চণ্ডী ২।১৯)। অসুর-অত্যাচারে দেবতাবৃন্দ অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলেন—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত বিশিষ্ট চৈতন্যসমূহ সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কারের (মহিষাসুরের) অত্যাচারে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাই মায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। মা তখনই আবির্ভূতা হন, যখন জীব উৎপীড়িত ভাবটি সম্যক উপলব্ধি করিয়া কাতরভাবে মায়ের নিকট পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করে। শরণাগত, দীনার্ত্ত হইতে পারিলেই মা পরিত্রাণপরায়ণা মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন। যাহা হউক, প্রধান প্রধান দেবতাগণ দেবীকে দর্শন করতঃ পরিতুষ্ট হইয়া স্ব স্ব অস্ত্র সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে বিভূষিতা করিলেন।

এই অধ্যায়ের বিশ হইতে ত্রিশ সংখ্যক শ্লোকসমূহে দেতাগণের অস্ত্রাদি-সমর্পণ বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক দেবতারই এক একটি অস্ত্র বা শক্তি আছে। বিশেষ বিশেষ ভাবান্বিত চৈতন্যই—দেবতা, আর দেবতাগণের তৎ-তৎ-ভাব-প্রকাশের শক্তিই তাঁহাদের অস্ত্র। সুতরাং অস্ত্র-শস্ত্রাদি-সমর্পণ শব্দে স্ব-স্ব-ব্যষ্টিশক্তির সমর্পণ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ স্ব স্ব খণ্ডশক্তিকে এক অদ্বিতীয় মহতী শক্তিরূপে বুঝিতে পারার নাম শক্তি-সমর্পণ। আসল কথা, একমাত্র সর্ব্বশক্তিময়ী মাতৃ-শক্তিই যে আমাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে, কিংবা আমাদের পুরুষকার যে মাতৃশক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিলেই শক্তিসমর্পণ করা হয়।

এইরূপে অন্যান্য দেবতাগণ কর্ত্তৃক বহুবিধ ভূষণ ও আয়ুধ দ্বারা সম্মানিতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া দেবী মুহুর্মুহুঃ অট্টহাস্য এবং উচ্চনাদ করিতে লাগিলেন (চণ্ডী ২।৩১)

জীব যখন সর্ব্বতোভাবে মাতৃ-লিপ্সু হয়, তখন মন, বুদ্ধি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন কি স্থূলদেহের প্রত্যেক পরমাণু পর্য্যন্ত মাতৃনামে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। এমত অবস্থায় সে বস্ত্র, ভূষণ, আয়ুধ, যাহা কিছু পায়, তৎসমুদায়ই মাতৃচরণে অর্পণ করিতে থাকে। পূর্ব্বে যে সকল বস্তুতে অভিমান বা মমত্ব বোধ ছিল, তৎসমুদায়ই সে সরলভাবে মাতৃ-পূজার উপকরণ রূপে অর্পণ করিয়া মাকে সম্মানিত করে। এইভাবে জীব যখন মাতৃসত্তা মানিয়া লয়, যখন সে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে যে, দুঃখহারিণী মা বলিয়া একজন আছেন,—যখনই সে নিজেকে অসুর কর্তৃক উৎপীড়িত মনে করিয়া মায়ের দিকে মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক ব্যাকুল ভাবে মা মা বলিয়া ডাকে, তখনই মা হুঙ্কার ছাড়িয়া অট্টহাস্যে দিগন্ত মুখর করিয়া চণ্ডীমূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হন।

আমরা চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে মধুকৈটভ-নিধনে তামসী মহাকালী-মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিয়াছি, আর এইখানে আমরা মায়ের অসীম-মহিমময়ী, অনন্ত-ভোগময়ী মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিতে পাইলাম। সমস্ত দেবশক্তি-সম্মিলিত এই মহালক্ষ্মীমূর্ত্তিতে মা আবির্ভূতা হইয়া একদিকে দেবকুলের আনন্দ-বর্দ্ধন, অপরদিকে অসুরকুলের নিধন করিয়া জীবের মুক্তিমার্গ অন্তরায়-শূন্য করিয়া থাকেন।

দেবীর অপরিমিত ঘোর নাদে সমগ্র নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল এবং উহার প্রতিশব্দে সমুদায় লোক বিক্ষুব্ধ হইল (চণ্ডী ২।৩২)। যেখানে শক্তির অভিব্যক্তি, সেখানেই নাদ। সাধকগণ মাতৃকৃপায় মহতী শক্তির সন্ধান পাইলে এই সুমহান্ নাদের সন্ধান পায়। জীব এতদিনে এক একটি বিশিষ্ট শব্দে আসক্ত ছিল, তাই বহুত্বের বন্ধন,—মহিষাসুরের অত্যাচার ছিল। কিন্তু বহু সুকৃতির ফলে আজ সে অখণ্ড নাদের সন্ধান পাইয়াছে—অব্যক্ত মা আমার নাদময়ী মূর্ত্তিতে প্রকটিতা হইয়াছেন। প্রথমতঃ ঐ নাদসমুদয় ব্যোমমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া উত্থিত হয়, পরে উহা শরীরের প্রতি পরমাণুতে প্রতিধ্বনিত হইয়া দেহটিকে নাদময় করিয়া তুলে। তদবস্থায় সমগ্র বিশ্ব একটি অখণ্ড নাদ বলিয়া বোধ হয় এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই অখণ্ডনাদে জীব আমিত্ব মিলাইয়া দিয়া অনুপম আনন্দ উপভোগ করে।

নাদই ব্রহ্ম। জগৎ ব্রহ্মের কল্পনা। আবার কল্পনা শব্দ-সমষ্টি মাত্র; কেননা, শব্দশূন্য কল্পনা হয় না। ব্রহ্মা কল্পনা করিলেন—অর্থাৎ কতকগুলি শব্দ করিলেন, তাই জগৎ সৃষ্ট হইল; অতএব জগৎ শব্দময় বা নাদময়। "ঙ" সৃষ্টির প্রথম নাদ। অ-উ-ম্, এই তিনের সংযোগে "ওঁ"। কতকগুলি অকার এক-স্বরে, একতালে দীর্ঘপ্লুতভাবে উচ্চারিত হইলে যেরূপ হয়, এই জগতের মূল বা স্বাভাবিক নাদও সেইরূপ। এই নিমিত্ত অকার আদি শব্দ। শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—"**অক্ষরাণামকারোঽস্মি**"—অক্ষর সমূহের মধ্যে আমি অকার। ব্রহ্মে যখন জগৎ-সৃষ্টি-বিষয়ক কল্পনা হয়, তখন ঐ অকারটি দীর্ঘপ্লুত উ-কারের ন্যায় ধ্বনিত হয়। আবার সৃষ্টি কল্পনার যখন পরিসমাপ্তি ঘটে, তখন তজ্জন্য স্পন্দন রুদ্ধ হইলে, উহা ম্-ম্-ম্, ইত্যাকার শব্দে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সাধকগণ কর্ণবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া অথবা অন্য কোন প্রক্রিয়া দ্বারা এই নাদ অনাহত কেন্দ্র হইতে শুনিতে পায়। তখন সাধকের মনে হয়, মা যেন প্রবল স্নেহের তাড়নায় জগদ্ব্যাপী, আকর্ষণময়, প্রাণ-মাতান অ-উ-ম্ শব্দে অর্থাৎ "আয় মা" শব্দে সন্তানকে ডাকিতেছেন।

দেবতাবৃন্দ সেই সিংহবাহিনীকে উদ্দেশ্য করিয়া আনন্দে জয়ধ্বনি করত স্তব করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ ত্রিলোক-সংক্ষোভকারী জয়ধ্বনি শুনিতে পাইয়া মহিষাসুর ক্রোধে সহকারিবৃন্দের সহিত "কোথা হইতে এই নাদ আসিতেছে" তাহার সন্ধানে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। "**আঃ কিমেতৎ**" ৩৬শ মন্ত্রোক্ত এই "আঃ" শব্দটি দ্বারা মহিষাসুরের কোপ ও পীড়ার ভাব বুঝাইতেছে।

গুণত্রয় পরস্পর অভিভাব্য-অভিভাবক-ধর্ম্মবিশিষ্ট। একটি প্রকট হইলেই অপর গুণের অভিভব হয়, আবার অপর গুণও অভিভূত হইবার উপক্রম হইলে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। এস্থলে সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কারসমূহের মূলীভূত রজোগুণের মর্ম্মস্থল পীড়িত করিয়া মাতৃনাদ উত্থিত হইয়াছে; তাই সত্ত্বগুণের প্রকটভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্য করিয়াই রজোগুণও সত্ত্বপ্রকাশের বিরুদ্ধে উত্থিত হইল। সাধক-জীবনেও এই ভাবটী লক্ষিত হয়। যখন সাধক মন্ত্রজপ, স্তোত্রপাঠ কিংবা মাতৃ-মহত্ত্ব-কীর্ত্তন প্রভৃতি কোনরূপ সাধনা করিতে থাকে, তখনই সঞ্চিত বৈষয়িক সংস্কার-গুলি অলক্ষিত ভাবে তাহার সেই সাধনার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়। তাই দেবগণের স্তবে মহিষাসুর অগণিত সৈন্য সহ প্রতিকূলে দণ্ডায়মান।

অনন্তর মহিষাসুর দেখিতে পাইল এক দেবীমূর্ত্তি, দ্যোতনশীলা স্ব-প্রকাশ-রূপিণী মহতী চিৎ-শক্তি। দেবীর প্রকাশে ত্রিলোক প্রকাশিত—

"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"।

তাঁহার চরণস্পর্শে ভূতল (জড়ত্ব) অবনমিত (অপ্রকাশপ্রায়)। তাঁহার কিরীট (শুদ্ধ বোধ) আকাশ স্পর্শ করিয়াছে—অর্থাৎ আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত ও সর্ব্বব্যাপী। তাঁহার ধনুর জ্যা-ধ্বনিতে পাতাল সংক্ষুব্ধ হইয়াছে—অর্থাৎ তাঁহার প্রণবধ্বনিতে সপ্ত অজ্ঞান-ভূমিকা বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। যেমন মুমুক্ষু, মুমুক্ষুতর, মুমুক্ষুতম ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মবিদ্বর, ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্ এবং ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ—এই সপ্তবিধ জ্ঞানভূমিকা সপ্তসর্গ, তেমনি বদ্ধ, বদ্ধতর, বদ্ধতম, মূঢ়, মূঢ়তর, মূঢ়তম এবং জড় এই সপ্ত অজ্ঞান-ভূমিকাই যথাক্রমে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, পাতাল ও মহাতল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দেবীর সহস্র বা অসংখ্য ভুজে দিঙ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ একমাত্র চৈতন্যসত্তা সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত হইয়াছে। স্বয়ং মহিষাসুরও তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে (চণ্ডী ২।৩৭—৩৮)।

বস্তুতঃ সাধক যখন মাকে দেখে, তখন তাহার চৈতন্য বা আমিত্ব ত্রিলোক-ব্যাপ্ত বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে, জড়ত্ব তিরোহিত হয়, আকাশের ন্যায় বোধ সর্ব্বতঃ প্রসৃত হইয়া পড়ে, শব্দহীন প্রণবধ্বনিতে অজ্ঞান, সংশয় ও জড়তা পলায়ন করে এবং একমাত্র চৈতন্যসত্তাই যে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত, তাহা সে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইবার দেবীর সহিত অসুরগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মায়ের সহিত যুদ্ধ—ভাবিবার কথা বটে! তাঁহার সংকল্পমাত্রই ত অসুরগণ (জীবভাব সমূহ) নিহত হইতে পারে। এখানে মাতা-পুত্রের আনন্দ-ক্রীড়াই যুদ্ধ; কেননা, অসুরকুলও ত মায়েরই সন্তান। সন্তান বিষয়ে মুগ্ধ হইতে চায়, আর মা বলপূর্ব্বক বিষয় ছাড়াইয়া কোলে তুলিয়া লইতে চাহেন। সেই সময় মাতা-পুত্রের যে লীলাভিনয়, তাহাই বাহিরে যুদ্ধরূপে প্রকটিত; সুতরাং যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। তাই মা স্বয়ং অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পুত্রের মঙ্গলকামনায় অসুরের অত্যাচার-নিবারণ-কল্পে যুদ্ধে প্রবৃত্ত।

মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর ও চামর অন্যান্য অসুরগণের সহিত চতুরঙ্গবল-সমন্বিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এখানে চিক্ষুর—বিক্ষেপ-শক্তি ও চামর—আবরণ-শক্তি। এই বিক্ষেপ ও আবরণ একদিকে যেমন ব্রহ্মময়ী মাকে সন্তান হইতে বিচ্যুত করিয়া রাখে, তেমনি অপরদিকে মাকে আবৃত করিয়া রাখে। বিক্ষেপ ও আবরণশক্তি চিত্ত হইতে বিদূরিত হয় না বলিয়াই এই জগৎকে আত্মা বলিয়া—মা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। চেষ্টা করিয়া ইহাদিগকে ক্ষণকালের জন্য চাপিয়া রাখা যায় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহাদের কার্য্য চলিতে থাকে। তাই ইহাদের সঙ্গে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলিয়াছে; কিন্তু তথাপি ইহাদিগকে বিধ্বস্ত করিতে পারা যায় নাই। এক্ষণে আশা এই যে, মা স্বয়ং সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণা।

চিক্ষুর ও চামর চতুরঙ্গ-বল-সমন্বিত। চতুরঙ্গ বল—হস্তী, অশ্ব, পদাতি, রথ। এখানে হস্তী বলিতে ক্লেশ অশ্ব বলিতে কর্ম্ম, পদাতিক বলিতে বিপাক এবং রথ বলিতে আশয়। ক্লেশ অর্থ দুঃখ; ক্লেশের মূলই কর্ম্ম। বিপাক শব্দের অর্থ চিত্তবৃত্তি-প্রবাহের পরিণাম এবং আশয় অর্থ সূক্ষ্মভাবে সঞ্চিত কর্ম্মের সংকল্প-সমূহ। এই চতুরঙ্গ সেনায় সজ্জিত হইয়া মহিষাসুরের সেনাপতিদ্বয় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ। এই চতুরঙ্গ সেনার হাত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাক-আশয় দ্বারা অসংস্পৃষ্ট পুরুষ বা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হয় না। পরমেশ্বরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবকে জীবত্বরূপ অচ্ছেদ্য বন্ধন হইতে চিরমুক্ত করিয়া দিবার জন্য চতুরঙ্গ-বল-সমন্বিত চিক্ষুর ও চামরকে নিহত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। চিক্ষুর ও চামরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া উদগ্র, মহাহনু, অসিলোমা বাস্কল, পরিবারিত, বিড়ালাক্ষ প্রভৃতি বড় বড় অসুরগুলিও যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইহারা যথাক্রমে অহংকর্ত্তৃত্বাভিমান, পুরুষকার, দ্বেষ, ভোগাভিলাষ, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও দোষদৃষ্টি।

উভয় পক্ষ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অসুরেরা দেবীকে হত্যা করিতে উদ্যত, দেবীও তাহাদিগকে প্রতিহত করিতে ব্যস্ত। মা যখন ঈশ্বরী মূর্ত্তিতে সমরোদ্যতা, তখন তাঁহার বাহনও অসুরভাব-হননেচ্ছু। মা যখন অসুর-সংহারিণী মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন জীবও সিংহ-ধর্ম্মী হইয়া পড়ে। তাই দেবীর বাহন কেশরী ক্রুদ্ধ হইয়া কেশর কম্পিত করত অসুর সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

যাহা হউক, বহ্নি যেরূপ ক্ষণকাল মধ্যে তৃণ-কাষ্ঠসমূহের স্তূপকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ মা অম্বিকাও অসুরকুলের বিপুলবাহিনীকে ক্ষণকাল-মধ্যে ক্ষয় করিলেন। অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি যাবতীয় কর্ম্মসংস্কারকে ভস্মীভূত করিয়া দিল। জীবের চিত্তে যে অসংখ্য কর্ম্মসংস্কার ফুটিয়া উঠিতেছে, উহারাই ত অসুর। উহাদের প্রত্যেকটিকে ধরিয়া মাতৃসংস্কারে পরিণত করিতে হয়। তবে উহা একদিনে হয় না; তজ্জন্য দীর্ঘকাল নিরন্তর শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলন আবশ্যক।

এদিকে দেবীবাহন সিংহও অসুরগণের শরীর হইতে প্রাণগুলিকে যেন বিশেষরূপে চয়ন করিতে লাগিল। যখনই জীব দেহাত্মবোধ বিলয় করিতে যত্নবান্ হয়, তখনই সে (জীব) হিংসাপরায়ণ বা সিংহপদ-বাচ্য হয়। তখন সে মাতৃ-চরণস্পর্শ লাভ করিয়া দেহ হইতে প্রাণের চয়ন করিতে থাকে—অর্থাৎ জড়ের মধ্যে চৈতন্যের অন্বেষণ করে। এই যে জড়ের মধ্যে চৈতন্যের অন্বেষণ, উহাই প্রাণপ্রতিষ্ঠা—উহাই সাধনা। এতদবস্থ জীবই—জীবশ্রেষ্ঠ সিংহ। মনে রাখিতে হইবে, যতদিন জীব কেবল শরীর নিয়াই মুগ্ধ থাকে, সে ততদিন সাধারণ জীবমাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অধ্যায়ের ৫১-৫২ সংখ্যক শ্লোক-দ্বয়ে উক্ত হইয়াছে যে, অম্বিকা যুদ্ধকালে যে সকল নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতেই অসুর-নিধনকারী শত সহস্র গণ-নামক সৈন্যদল উদ্ভূত হইয়া এবং দেবীর শক্তিতে বর্দ্ধিত-পরাক্রম হইয়া অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা অসুরদিগকে বিনাশ করতঃ যুদ্ধ করিয়াছিল। এস্থলে নিঃশ্বাস অর্থে প্রাণায়াম বুঝিতে হইবে। প্রাণায়াম সাধারণতঃ চিত্তকে স্থির করিবার স্থূল উপায় বলিয়া গণ্য। উহা দ্বারা চিত্ত প্রশান্ত হইলেও আত্মলাভ হয় না—অমৃতত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। মোটের উপর, সাধারণ প্রাণায়ামে "আমার" বলিয়া অভিমান থাকে; এইজন্য উহারা অসুরদলনে নির্বীর্য্য থাকে। কিন্তু যখন নিঃশ্বাসগুলি মাতৃনিঃশ্বাসরূপে প্রতীতিযোগ্য হইতে থাকে, তখন উহারা মাতৃশক্তিতে শক্তিমান হইয়া অসুরসৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া অমরত্বের সন্ধানে ধাবিত হয়।

যাহাই হউক, অসুরদিগের সহিত দেবীর সেই সৈন্যগণের অপূর্ব্ব যুদ্ধ দর্শন করিয়া দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইলেন এবং স্বর্গ হইতে তাহাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ জীব যখন সাহসপূর্ব্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠারূপ অব্যর্থ অস্ত্র লইয়া অসুরশক্তির প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করে, তখন দেবশক্তি উৎসাহ-সম্পন্ন ও প্রসন্ন হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে, জীব ও দেবতা পরস্পর পরস্পরের অভ্যুদয়-সাধক। সুতরাং যতই জীব সাধনপথে অগ্রসর হইবে, ততই সে দেবশক্তির আনুকূল্য ও সাহায্য উপলব্ধি করিতে পারিবে।

——0——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যম চরিত্র

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহিষাসুর-বধ

অসুরসৈন্যদল নিহত হইয়াছে—মাতৃকৃপায় আত্মাভিমুখী প্রকৃতির আকর্ষণ-শক্তির প্রভাবে আসুরিক ভাবসমূহ নির্জিত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা রজোগুণের প্রধান কার্য্যশক্তি, তাহাদের বিলয়সাধন করিতে না পারিলে পুনরায় আসুরিক-বৃত্তির-উৎপীড়ন-আশঙ্কা বিদূরিত হয় না। তাই এবার চিক্ষুরাদি মহাবল অসুরগণের সহিত দেবীর যুদ্ধ। চণ্ডীর তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম দশ শ্লোকে চিক্ষুরের সহিত দেবীর যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। চিক্ষুরের সহিত যুদ্ধের অর্থ—চিত্তের বিক্ষেপ শক্তির সহিত সংগ্রাম। দেবী শূলের দ্বারা চিক্ষুরের নিক্ষিপ্ত শূল এবং চিক্ষুরকে শতধা খণ্ডিত করিলেন।

অসুরের শূল-নিক্ষেপ—সাধকের মূল অজ্ঞানের সন্ধান। জীব যে মুহূর্ত্তে "আমাকে আমি জানি না"-রূপ মূল অজ্ঞানের সন্ধান পায়, সেই মুহূর্ত্তেই অজ্ঞানের মূল শিথিল হইয়া যায়। নিজের দোষ নিজে ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিলেই দোষের প্রতিকার হইতে পারে।

মায়ের শূল কি? আত্মজ্ঞান। আমার স্বরূপ কি, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে, সেই মুহূর্ত্তেই জীবের যাবতীয় অজ্ঞান ও তজ্জনিত জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ফল, উভয়ই যুগপৎ বিলয়-প্রাপ্ত হয়।

চিক্ষুর নিহত হইলে চামর, উদগ্র, উদ্ধত, বাস্কল, তাম্র, অন্ধক, অসিলোমা, উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য্য, মহাহনু, বিড়ালাক্ষ, দুর্দ্ধর, দুর্ম্মুখ, পরিবারিত প্রভৃতি প্রধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রধান সেনাপতি ক্রমে ক্রমে যুদ্ধে আগমন করিল এবং তাহারা একে একে দেবী কর্ত্তৃক নিহত হইল। ইতিপূর্ব্বে চিক্ষুর, চামর, উদগ্র, বাস্কল, অসিলোমা, মহাহনু, বিড়ালাক্ষ ও পরিবারিত—এই সকল অসুরের আধ্যাত্মিক অর্থ দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট অসুরগণের আধ্যাত্মিক অর্থ যথা:—উদ্ধত অর্থাৎ দম্ভ, তাম্র—পরুষ ভাব, অন্ধক—মোহ, উগ্রাস্য—ক্রোধ, উগ্রবীর্য্য—পশুবল, দুর্দ্ধর—অক্ষমা, দুর্ম্মুখ—পরুষবাক্যপ্রয়োগ। এই সকল অসুরবীরগণের নিধন-কাহিনী চণ্ডীমাহাত্ম্যের তৃতীয় অধ্যায়ের ১২শ—২০শ শ্লোক সমূহে বিবৃত হইয়াছে। গীতায় অর্জ্জুনকেও শ্রীভগবান্ এই অসুর সেনাপতিগণের নামানুযায়ী আসুরিক সম্পদের কথা বলিয়াছেন। একমাত্র শ্রীভগবানের শরণাগত হইতে পারিলেই সাধক এই সকল আসুরিক বৃত্তির আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে।

মহিষাসুরের যাবতীয় সেনানী একে একে ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়াছে—রজোগুণের যতপ্রকার বৈষয়িক স্পন্দন, তাহা প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। এইবার সৈন্যবল-বিহীন স্বয়ং মহিষাসুরের শেষ উদ্যম। প্রথমেই মহিষাসুর মহিষ-মূর্ত্তিতে মায়ের সৃষ্ট কতকগুলি গণ-সৈন্যকে বিমর্দ্দিত করিবার জন্য অষ্টবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, যথা—তুণ্ডপ্রহার, ক্ষুরক্ষেপ, লাঙ্গুলাঘাত শৃঙ্গাঘাত, বেগ, নাদ, ভ্রমণ ও নিঃশ্বাস।

এতৎ প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, স্থূলদেহের প্রতি একান্ত আসক্তিরূপ মহিষ-মূর্ত্তি অসুর অর্থাৎ স্থূলত্ব-প্রিয় রজোগুণ-সমুদ্ভূত কামরিপু অষ্টবিধ-উপায়ে জীবকে একেবারে স্থূল পার্থিব বিষয়ে নামাইয়া আনে। সেই অষ্টবিধ উপায় যথা—স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিষ্পত্তি। শাস্ত্রকারগণ ইহাদিগকে অষ্টাঙ্গ মৈথুন বা অ-ব্রহ্মচর্য্য বলিয়াছেন। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগরূপ মিথুন ভাব হইতে উৎপত্তিহেতু মৈথুন বলা হয়। এই অষ্টাঙ্গমৈথুন ব্রহ্মচর্য্যের অর্থাৎ ব্রহ্মে বিচরণ করিবার পক্ষে মহান্ অন্তরায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার সাধনের দিক দিয়া এই সকল স্মরণ-কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠানকে আত্মাভিমুখী করিতে পারিলে ঐ সকলই আবার ব্রহ্মচর্য্যের চরম আদর্শ হয়। বৈষ্ণবশাস্ত্রে যে প্রেমলক্ষণা ভক্তির উল্লেখ আছে, তাহাও এই অষ্টাঙ্গ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠে। বৈষ্ণব-মতে শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষ—পরমাত্মা, আর ইন্দ্রিয় শক্তিগুলি—গোপী। পরমাত্মার আকর্ষণে গোপীগণ বিষয়রূপ-কুল ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমসাগরে ভাসে। বিষয়কে বিষয়রূপ দর্শন না করিয়া শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে দর্শন করিতে অভ্যস্ত হইলেই এই অষ্টাঙ্গ অনুষ্ঠান শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং বৈষয়িক কার্য্যগুলির মধ্য দিয়াও কৃষ্ণসেবা বা পরমাত্মপ্রীতি ফুটিয়া উঠে। যখন বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ কৃষ্ণ-প্রীতিতেই পর্য্যবসিত হয় তখন উহা প্রেম নাম ধরে, আর যখন স্বকীয় ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে পর্য্যবসিত থাকে, তখন উহা কাম নামে পরিচিত হয়। "চৈতন্য-চরিতামৃত" নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ উপায়ে গণ-সৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া মহিষাসুর মহাদেবীর সিংহকে হত্যা করিবার জন্য ধাবিত হইল। ইহাতে দেবী কোপ প্রকাশ করিলেন। চিত্তকে একবার বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করিতে পারিলেই সাধকের জপাঙ্গ—শ্বাস-প্রশ্বাস সাধারণ জীবের মত হইতে থাকে। তখন আর তাহার বৃত্তি-নিরোধের অবস্থা থাকে না। ইহাই মহিষাসুর কর্ত্তৃক গণসৈন্যের বিনাশ। কিন্তু এত করিয়াও মহিষাসুর নিরস্ত হয় না, সিংহকেও সে আক্রমণ করে। অর্থাৎ জীব যে সত্যই দেবীর বাহন—মাতৃশক্তির পরিচালক যন্ত্রমাত্র, এ বোধ হইতেও জীবকে বিচ্যুত করিয়া থাকে। কিন্তু সাধকের তাহাতে ভীত বা বিচলিত হইবার কারণ নাই। কেননা, করুণাময়ী মা ক্রোধময়ী মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া সাধককে অসুরের হাত হইতে রক্ষা করেন।

এতক্ষণ তৃতীয় অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণিত বিষয়-সমূহের আলোচনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা হইল। এইবার ২৫সংখ্যক শ্লোক হইতে অধ্যায়-সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিষয়সমূহের আলোচনা করা যাইতেছে।

মায়ের ক্রোধ দেখিয়া মহিষাসুর ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন চণ্ডিকা তাহাকে বধ করিবার জন্য কোপ প্রকাশ করিলেন। মা রুষ্ট হইলেই সন্তানের যাবতীয় কামনা বিধ্বস্ত হয়। সিংহের প্রতি মহিষাসুরের আক্রমণ কালেও মা ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন (চণ্ডী ৩।২-৪)। সেই ক্রোধে জীবের যাবতীয় সঞ্চিত কামনার মূল শিথিল হইয়াছে। কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ের ২৮শ শ্লোকে উক্ত মায়ের কোপে জীব এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, কামনার বিন্দুমাত্র উদ্বেলনও আর সে দেখিতে চায় না; অথচ লুক্কায়িত কামনার বীজগুলি মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহাকে উৎপীড়িত করে। মা দেখিলেন, এখন শুধু ক্রোধ করিলেই চলিবে না, অসুরকেও নিহত করিতে হইবে। এইজন্য, (চণ্ডী ৩।২৮) শ্লোকে বলা হইল—

"সা চণ্ডিকা কোপং তদ্বধায় তদাকরোৎ"।

এই কারণেই মাকে এখানে চণ্ডিকা বলা হইয়াছে।

মায়ের সহিত যুদ্ধে মহিষাসুর বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল—(১) মহিষ, (২) সিংহ, (৩) খড়্গপাণিপুরুষ, (৪) মহাগজ, (৫) পুনরায় মহিষ। ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটি নিহত হইলে পর পর রূপ প্রকাশ পাইয়াছিল। সঞ্চিত কামনা-রাশির প্রথম অত্যাচার মহিষরূপধারী অসুরের উৎপীড়ন এবং উহার দ্বিতীয় অত্যাচার সিংহরূপ অসুরের উৎপীড়ন। জীব যখন কামনার প্রতিহিংসা করিতে আরম্ভ করে, তখনই মহিষ সিংহরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। কামনার প্রতিহিংসা কি? বাসনা-ত্যাগের বাসনা দ্বারা উৎপীড়ন—অর্থাৎ সঞ্চিত কামনা-রাশির উৎপীড়নে কামনা-ধ্বংসের জন্য সংসার-ত্যাগ, সন্ন্যাস, বৈরাগ্যাবলম্বনাদি। মনে রাখিতে হইবে, বাসনা ত্যাগের বাসনাও বাসনা। অন্তরে পুঞ্জীভূত বাসনা, বাহিরে নানাবিধ সংযম—উহা সংসার-দৃষ্টিতে উচ্চাবস্থা বলিয়া গণ্য হইলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে উহা বাসনারই বেশপরিবর্ত্তন। গৈরিকবস্ত্রপরিধান করিবার বাসনাও বাসনা। তাই মা এইরূপ অত্যাচারে উৎপীড়িত সন্তানের রক্ষার্থ সিংহের মস্তক ছেদন করেন; অর্থাৎ মা জীবকে বুঝাইয়া দেন যে, বাসনা-ত্যাগের প্রতি বাসনাও বাসনার নামান্তর। এই অবস্থায় কামনা অন্য মূর্ত্তিতে অর্থাৎ খড়্গপাণি পুরুষরূপে প্রকাশ পায়। মাতৃকৃপায় জীব যখন বুঝিতে পারে, বাসনাত্যাগের বাসনাও বাসনা, তখন চিত্তক্ষেত্রে যাহাতে আর কামনার বীজ কোনরূপে অঙ্কুরিত হইতে না পারে, তাহার উপায় সে অবলম্বন করে। সে উপায়টি হইতেছে বৃত্তিনিরোধ—উহাই খড়্গপাণি পুরুষ। খড়্গপাণি পুরুষের উদ্দেশ্য হইতেছে চিত্তের বৃত্তিপ্রবাহকে নিরুদ্ধ করা। কিন্তু মা খড়্গপাণি পুরুষকে বাণ দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেখাইলেন যে, বৃত্তিনিরোধরূপ ব্যাপারও চিত্তের ধর্ম্ম। চঞ্চলতা, বিক্ষেপ যেমন চিত্তের ধর্ম্ম, নিরোধ নামক অনুষ্ঠানও চিত্তের ধর্ম্ম। মনে রাখিতে হইবে, জীবের উদ্দেশ্য আত্মলাভ, চিত্তবৃত্তিনিরোধ নহে—যদিও নিরোধের একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আছে। চিত্তের চাঞ্চল্য হইতে রক্ষা পাওয়াও কম লাভ নহে। কিন্তু চিত্তটা শান্তিক্ষেত্র নহে। শান্তি পাইতে হইলে বুদ্ধির উপরে আত্মক্ষেত্রে অমৃতময় মাতৃ-অঙ্কে উঠিতে হয়। এই তত্ত্ব মা যখন কৃপা করিয়া জীবকে বুঝাইয়া দেন, তখনই জীবের বৃত্তিনিরোধের প্রতি আসক্তি দূরীভূত হয়। ইহাই দেবী কর্ত্তৃক খড়্গপাণি পুরুষের নিধন।

অতঃপর মহিষের মহাগজরূপে আবির্ভাব। মহাগজ শব্দের অর্থ মহাবন্ধন। এই অবস্থায় জীব বুঝিতে পারে যে, বৃত্তিনিরোধ, বাসনাত্যাগ বা সাময়িক মাতৃ-অঙ্কে অবস্থান করিলেও বাসনার অত্যাচার হইতে একেবারে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। যতক্ষণ আত্মসংস্থ হইয়া বা বৃত্তিনিরোধপূর্ব্বক থাকা যায়, ততক্ষণ সে বেশ থাকে; কিন্তু ক্ষণকাল পরেই আবার বাসনার দ্বারা উৎপীড়িত হয়—অনাত্মবোধ ফুটিয়া উঠে। পুনঃ পুনঃ এইরূপে উৎপীড়িত হইয়া জীব অত্যন্ত ব্যথিত ও হতাশ হইয়া পড়ে। তখন স্নেহময়ী মা সন্তানকে মুক্তির আস্বাদ ভোগ করাইবার জন্য মহাবন্ধনের স্বরূপটি জীবের সম্মুখে উদ্ভাসিত করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই মহিষাসুরের মহাগজ-মূর্ত্তি-ধারণ। মহাগজ বা মহাবন্ধনের জ্ঞান হইতেই যখন জীব নিজেকে বদ্ধ মনে করে, তখনই জীবের নিম্নগতি হয়। মা দয়া করিয়া জীবের এই নিম্নাভিমুখী আকর্ষণটি দূর করিয়া দেন এবং জীব মহাগজের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। মনে রাখিতে হইবে, বন্ধন কল্পিত বা মিথ্যা, আর জীব নিত্যমুক্ত। সুতরাং এই কল্পিত বন্ধনরূপ মহাগজকে মা দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেন, অর্থাৎ বিমল জ্ঞানালোকে কল্পিত বন্ধনের স্বরূপ অপনীত করেন।

মহাগজমূর্ত্তি দ্বিখণ্ডীকৃত হইলে অসুর পুনরায় মহিষমূর্ত্তি ধারণ করিল। অর্থাৎ, সঞ্চিত কামনার বীজগুলি নানারূপে মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করিয়াও যখন কিছু করিতে পারিল না, বরং প্রত্যেক ছদ্মবেশী মূর্ত্তিই ধরা পড়িতে লাগিল, তখন সে আবার মহিষমূর্ত্তিতে, প্রকাশ্য কামনা-বাসনার আকারে, পূর্ব্বোক্ত স্মরণ-কীর্ত্তনাদি অষ্টবিধ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে করিতে ত্রিলোকব্যাপী অত্যাচার আরম্ভ করিল।

মনে রাখিতে হইবে. মূলাধার হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত একলোক, মণিপুর হইতে বিশুদ্ধ চক্র পর্য্যন্ত একলোক এবং বিশুদ্ধ চক্র হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত আর এক লোক ; এতদ্ভিন্ন, সহস্রার লোকাতীত। সহস্রারে অসুরের অত্যাচার পৌঁছায় না। মণিপুর পর্য্যন্ত পার্থিব অত্যাচার—অর্থাৎ স্ত্রী. পুত্র, ধন, মান, যশ প্রভৃতি কামনার অত্যাচার ; বিশুদ্ধ চক্র পর্য্যন্ত "ভুব" বা দেবলোকের অত্যাচার —অর্থাৎ দয়া. ক্ষমা, ঔদারতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস প্রভৃতি কামনার অত্যাচার, আর আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত সর্ব্বজ্ঞতা. সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি ঐশ্বরিক অত্যাচার। এই তিন লোক মহিষাসুর তোলপাড় করিতে লাগিল।

অসুর ক্রমে ক্রমে উচ্চ উচ্চ কামনার বীজগুলি সাধকের সম্মুখে ধরিয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য—অলক্ষ্য দুর্ব্বলতা দেখাইয়া দিয়া আত্মরাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য সাধককে বঞ্চিত রাখা। কিন্তু সাধক, ভীত হইওনা ; ঐ দেখ জগন্মাতা পুনঃ পুনঃ উত্তম মধু পান করিয়া আরক্ত নয়নে হাস্য করিতেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্।
পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা ॥ ৩।৩৪

এবার মা মহিষাসুরকে নিধন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ মধু পান করিতে করিতে আরক্ত নয়নে হাস্য করিতে লাগিলেন। ইহাই মহিষাসুর বধের পূর্ব্বরূপ। মনে রাখিতে হইবে, বিষয়রসই অসুরের অত্যাচার, সেই অত্যাচারে জীব জর্জ্জরীভূত। শত পুরুষকার প্রয়োগ করিয়াও যখন জীব সেই অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পায় না, তখন কাতর প্রাণে মায়ের দিকে তাকান ছাড়া গত্যন্তর নাই; যখন জীব কাতর প্রাণে মায়ের দিকে তাকাইতে পারে, তখনই সে দেখিতে পায়, মা আমার রণচণ্ডিকামূর্ত্তিতে আনন্দ-মধুপানে আরক্ত-নয়না হইয়া হাসিতেছেন।

কিন্তু অন্তর্নিহিত বাসনারাশি জীবকে সহজে ছাড়ে না, তাহা যে পর্ব্বত-প্রমাণ! তাই মহিষাসুর চণ্ডিকার প্রতি পর্ব্বত সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল—

"চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্" (চণ্ডী ৩।৩৫)।

এইরূপ প্রতিজীবের সঞ্চিত বাসনারাশি মাকে আঘাত করে, কিন্তু অবোধ সন্তান, মায়ের দুঃখ বুঝে না। বরং অবোধ সন্তান মাকে ডাকিয়া আনিয়া অকৃতজ্ঞের মত, মূঢ়ের মত বলিয়া থাকে—"নেও মা, আমার পাপতাপ, গ্রহণ কর আমার অনাদিজন্ম-সঞ্চিত প্রকটিত-অপ্রকটিত বাসনা-সংস্কার"।

যাহা হউক, দেবী মহিষাসুর-নিক্ষিপ্ত সেই পর্ব্বতগুলিকে শরসমূহদ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাহাকে বলিলেন—

গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জ্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ ॥ চণ্ডী ৩।৩৮

মা মহিষাসুরকে মূঢ় বলিয়া সম্বোধন করিলেন। মূঢ় বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, জীব যখন মায়ের চরণে শরণাগত, তখনও মহিষাসুরের অত্যাচার, তখনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃঢ়ের ন্যায় তাহার গর্জ্জন, তখনও তাহার এত আস্ফালন। তাই মা বলিলেন— "শোন্ মহিষাসুর, যতক্ষণ আমার মধুপান শেষ না হয়, ততক্ষণ তুই গর্জ্জন কর্; কিন্তু অচিরেই তুই আমার হস্তে নিহত হইবি।"

এখানে মধু শব্দের অর্থ আনন্দ। আনন্দই মায়ের স্বরূপ। বিশ্বময় মায়ের অবিশ্রান্ত মধুপান চলিতেছে। আমরা মায়ের মধু, মা আমাদের মধু। আমরা মধুরূপিণী মহামায়াকে পান করি, আর মা-ও আমাদিগকে লইয়া লীলা-মধু পান করেন। ক্ষুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া জীবশ্রেষ্ঠ মানব, এমন কি দেবতাবৃন্দও জ্ঞানে অজ্ঞানে এই "মধুর" অন্বেষণ করিতেছেন। যতক্ষণ এই মধুর কেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়া না যায়, যতক্ষণ পূর্ণমধুচক্র নির্ম্মিত না হয় ততক্ষণ জীবের এই মধুকরবৃত্তি—বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটাছুটি, লোক হইতে লোকান্তরে গতাগতির বিরাম হয় না। এই মধু সর্ব্বত্রই আছে। যাহারা বিশ্বময় এই "মধুর" সন্ধান পায়, তাহারা আনন্দে গাহিয়া থাকে—

"মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" ইত্যাদি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মধুই পরমাত্মা মায়ের স্বরূপ। সর্ব্বভূতে একমাত্র মা-ই সতত বিরাজিত; সুতরাং এ জগৎ তাঁহারই মধুপান। বস্তুতঃ জীবের মধুপান বলিতে কিছুই নাই, সর্ব্বত্রই মায়ের মধুপান চলিতেছে। কিন্তু জীব অজ্ঞানে এই মধু পান করে। যতক্ষণ জীব মাতৃ-চরণে আত্ম-সমর্পণ না করে, ততক্ষণ সে মায়ের মধুপান বুঝিতে পারে না। আর যতদিন মায়ের এই মধুপানের নিবৃত্তি না হয়, যতদিন মা এই-বহুত্ব লীলা-হইতে বিরত না হন, ততদিন এই অসুর-গর্জ্জনের নিবৃত্তিও হইতে পারে না এবং ততদিন অসুরের অত্যাচারও থাকিবে। তবে ভরসা এই যে, দেবী স্বয়ং বলিতেছেন—

"ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জ্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ"।

অর্থাৎ আমি তোমার আমিত্বকে নিহত করিব এবং দেবতাগণ শীঘ্রই গর্জ্জন করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবার কামনার উপর মায়ের অবস্থিতি। মা মহিষের উপর আরোহণ করিলেন—

"সারূঢ়া তং মহাসুরম্"। (চণ্ডী ৩।৪০)।

মা এবার কামনার উপর অধিষ্ঠিতা, পদদ্বারা মহিষ আক্রান্ত। তথাপি অত্যাচার হইতে মহিষকে নিবৃত্ত না দেখিয়া মা তাহার কণ্ঠে শূলাঘাত করিলেন—

"পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ" (চণ্ডী ৩ ৪০)।

এবার দেবী কণ্ঠ বা বাক্যস্থানে সংহরণ-শক্তি প্রয়োগ করিলেন। এখানে বাক্য বলিতে ভাবোদ্বোধক ভাষা বুঝিতে হইবে। যদি সেই ভাষার দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তবে কামনারূপী মহিষের শক্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় কামনাগুলি সম্যক মাতৃময় হওয়ায় কামনার উদ্দীপক ভাব বা ভাষা আর থাকে না।

মহিষাসুর যখন দেখিল. এত করিয়াও জীবের আত্মাভিমুখী গতি নিরুদ্ধ করিতে পারা গেল না, তখন অগত্যা সে স্বকীয় মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইল— মহিষের কণ্ঠদেশ হইতে অসুরমূর্ত্তি অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত হইল। এতদিন পর্য্যন্ত মূলরজোগুণরূপী কারণশক্তির দিকে জীবের লক্ষ্য ছিলনা, জীব কেবল রজোগুণের অত্যাচার বা কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত ছিল। কিন্তু এখন কামনাগুলি মাতৃময় হওয়ায়, মা মহিষ-পৃষ্ঠে আরোহণ করায়, কার্য্যশক্তির অত্যাচার প্রশমিত হইল, তাই এবার অত্যাচারের মূলস্থান রজোগুণের উপর তাহার লক্ষ্য পড়িল। উহাই মহিষাসুরের নিজমূর্ত্তি। এবার সেই মূর্ত্তি মহিষের কণ্ঠদেশ হইতে অর্দ্ধ-নিষ্ক্রান্ত হইতে না হইতেই মা স্বীয় শক্তির প্রয়োগে উহার বহিরাগমনের প্রয়াস ব্যর্থ করিলেন—

"অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাতি দেব্যা বীর্য্যেণ সংবৃতঃ" (চণ্ডী ৩।৪১)

অর্থাৎ, কামনার সূক্ষ্মবীজরূপী মহিষাসুর পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিয়া অর্দ্ধনিক্রান্ত হইল। সূক্ষ্মবীজকে মা আর কার্য্যরূপে প্রকটিত করিতে দিলেন না, অন্তরেই তাহা বীজাকারে রহিয়া গেল।

এবার অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত অবস্থায় যুদ্ধ করিতে করিতে মহিষাসুর দেবীর মহান্ অসির আঘাতে বিচ্ছিন্ন-শির হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। অর্থাৎ মা এবার সন্তানের কারণরূপী রজোগুণের কার্য্যজনন-শক্তি বিলুপ্ত করিয়া দিলেন।

যে বস্তুর যে শক্তি, সেই শক্তিই তাহার শির। শক্তি-নাশই শিরশ্ছেদ। কারণ যখন কার্য্যজননশক্তি রহিত হয়, তখন আর তাহার কারণত্ব থাকে না, তখন কারণরূপী রজোগুণও আর নিত্য নূতন কামনার সম্ভার লইয়া উপস্থিত হইতে পারে না। ইহাই মহিষাসুর বধ।

বহুজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে মায়ের কৃপায়, শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদে, পুঞ্জীভূত সঞ্চিত বীজ সমূহের (যাহারা এখনও ফলোন্মুখ হয় নাই) ফলপ্রদান-ক্ষমতা বিনষ্ট হয়। ইহারই অপর নাম বিষ্ণু-গ্রন্থিভেদ; বিষ্ণু—স্থিতিশক্তি বা প্রাণ। প্রত্যেক জীবেই বিষ্ণুসত্তা বিদ্যমান। উহারই নাম বিষ্ণুগ্রন্থি। মোটের উপর, ব্যষ্টিপ্রাণকে যতদিন মহাপ্রাণ বা বিশ্বপ্রাণরূপে দর্শন করা না যায়, ততদিন বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হয় না।

অনন্তর হতাবশিষ্ট দৈত্য-সৈন্যগণ হাহাকার করিয়া অদৃশ্য হইল। দেবতাগণ নিরতিশয় আনন্দলাভ করিলেন। বিক্ষেপ, আবরণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বৃত্তিসমূহের এবং তাহাদের আশ্রয়স্বরূপ রজোগুণের বিলয়ে তদঙ্গীভূত সংস্কাররাশি অদৃশ্য হইল। পক্ষান্তরে, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গ মহাপ্রাণের সম্ভোগে পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইল।

তখন দেবতাগণ দিব্য মহর্ষিবৃন্দের সহিত একত্র দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বপতিগণ সঙ্গীত এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল।

যাঁহার কৃপায় রজোগুণজনিত সঞ্চিত সংস্কারসমূহের ফলোৎপাদন-শক্তি বিলুপ্ত হয়, সাধকের প্রাণময় গ্রন্থিভেদ হয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গ জড়ত্বের উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ পায়, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইচ্ছা স্বভাবতঃই

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলবতী হয়। তাই দেবগণ এবং মহর্ষিগণ সমবেতকণ্ঠে মায়ের স্তুতি-মঙ্গল কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎসঙ্গে অনাহত কেন্দ্র হইতে প্রাণস্পর্শী মধুর প্রণব-ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল এবং স্থূলশরীরে পুলক স্পন্দন প্রভৃতি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইল। এখানে প্রণবধ্বনিই গন্ধর্ব্বগণের সঙ্গীত এবং পুলক-স্পন্দন প্রভৃতি অপ্সরাগণের নৃত্য।

——0——

মধ্যম চরিত

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শক্রাদি-কৃত দেবীস্তুতি

অমিতবীর্য্য অসৎ-স্বভাব মহিষাসুর সসৈন্যে নিহত হইয়াছে। বহির্ম্মুখ-বৃত্তি-প্রবাহ-সমন্বিত রজোগুণ উপশান্ত হইয়াছে। তাই সাত্ত্বিক প্রকাশ-স্বরূপ দেবতাগণ মায়ের বিশ্ববিমোহন রূপ দর্শন করিতে করিতে আনন্দে মাতৃ-মহত্ত্ব কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—

শক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেঽতিবীর্য্যে
তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা।
তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতিনম্রশিরোধরাংসা
বাগ্‌ভিঃ প্রহর্ষ-পুলকোদ্‌গমচারুদেহাঃ॥ চণ্ডী ৪।২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপরি উক্ত শ্লোকের তিনটি বিষয় লক্ষণীয়—(১) প্রণতিনম্রশিরোধরাংসাঃ, (২) 'প্রহর্ষপুলকোদ্গমচারুদেহাঃ', (৩) 'বাগ্ভিঃ'। কায়িক, মানসিক ও বাচনিক—এই ত্রিবিধ স্তুতিকে লক্ষ্য করিয়াই এই তিনটি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রথমটি দ্বারা কায়িক স্তুতি বা সাষ্টাঙ্গ প্রণতি, দ্বিতীয়টি দ্বারা মানসিক স্তুতি, তৃতীয়টি দ্বারা বাচনিক স্তুতি ব্যক্ত হইয়াছে। মায়ের স্নেহ, তাঁহার বিরাট কর্তৃত্ব, তাঁহার মহতী শক্তির কথা স্মৃত হইলে স্বভাবতঃই সন্তানের দেহ অবনত হইয়া পড়ে, আনন্দে দেহে পুলকোদ্গম হয়, অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তৎসঙ্গে বাক্য দ্বারা মায়ের মহত্ত্ব কীর্ত্তিত হয়। এতদ্ভিন্ন, এই তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য থাকিলে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের যুগপৎ অনুশীলন হইয়া থাকে। মায়ের স্বরূপ যতই জানা যায়, মায়ের মহত্ত্ব যতই অনুভূত হয়, ততই জীবভাব অবনত হয় ; ইহাই জ্ঞানের ফল এবং ইহার বহির্লক্ষণ—প্রণতি। আর মায়ের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে প্রাণে স্বতঃই একটা ভালবাসার ভাব সঞ্চিত হয় ; উহাই ভক্তি এবং উহার বহির্লক্ষণ—পুলক, কম্প প্রভৃতি। তারপর যতই ভক্তি-ভাব পরিপুষ্ট হইতে থাকে, ততই তাঁহার বৈধকর্ম্মের (স্তব-স্তুতি প্রভৃতির) অনুষ্ঠান হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তবিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্লোক সমূহে দেবতাগণ দেবীর স্তব করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন।

এবং স্তুতা সুরৈর্দ্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ।
অর্চ্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ ॥৪।২৯
ভক্ত্যা সমস্তৈ স্ত্রিদশৈর্দিব্যৈ র্ধূপৈস্তু ধূপিতা ।৪।৩০

এখানে দেবতাগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গ আনন্দময় সাত্ত্বিক ভাব-সমূহরূপ নন্দন-কুসুম বিবেকানলে জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়-দাহ-জনিত সুরভি ধূপ এবং শ্রদ্ধা, শৌচ, বৈরাগ্য প্রভৃতি গন্ধানুলেপন দ্বারা জগদ্ধাত্রী মায়ের পূজা করিলেন। কিন্তু এই স্থলে বক্তব্য এই যে যাঁহারা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বাহ্যপূজাকে পরিত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে চাহেন, 'বাহ্যপূজাধমাধমা' বলিয়া বাহ্যপূজার প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করেন, তাঁহারা যেন গীতার উক্তিটি স্মরণ করেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ (গীতা ৯।২৬)

মনে রাখিতে হইবে, যতদিন আহার-নিদ্রাদি থাকিবে, যতদিন লঘু-গুরু জ্ঞান থাকিবে, যতদিন ভাল-মন্দ বোধ থাকিবে, ততদিন বাহ্যপূজা থাকিবেই। মোটের উপর, ভেদ-জ্ঞান যতদিন থাকিবে, ততদিন ফুল, বেলপাতা ছাড়িলেও বাহ্য পূজা ছাড়া হয় না। বাহ্য বলিয়া কিছু নাই, সবই অন্তর—এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে বাহ্যপূজা আর থাকে না। স্থূল মূর্ত্তির অবলম্বনে পূজার সার্থকতা আছে ; কেননা, তদ্দ্বারা সহজে অন্তর-বাহ্য ভেদ-জ্ঞান তিরোহিত হয়। আর জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের যুগপৎ অনুশীলনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অন্য সহজ উপায় নাই বলিয়াই বাহ্যপূজা ও মূর্ত্তিপূজার প্রচলন ঋষিগণ এদেশে করিয়াছেন। তবে ইহাও জানা আবশ্যক যে, পূজ্য এবং পূজকরূপে ভেদজ্ঞান নিয়া পূজা করিলেই উহা অজ্ঞানের অধম পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু আমার যিনি আমি, আমার যিনি প্রাণ, তাঁহারই পূজা করা হইতেছে—এইরূপে অভেদে ভেদ-জ্ঞানে পূজায় ক্রমে ক্রমে ভেদজ্ঞান শিথিল হইতে থাকে ; তখন আর তাদৃশ পূজা ব্যর্থ হয় না।

যাহা হউক, দেবতাগণের স্তবে ও পূজায় প্রসন্ন হইয়া দেবী বরপ্রদানে উন্মুখ হইয়া কহিলেন—

"ব্রিয়তাং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে যদস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতম্" (চণ্ডী ৪।৩২)।

অর্থাৎ হে অমরগণ, আমার নিকট তোমাদের যাহা বাঞ্ছনীয়, তাহা প্রার্থনা কর। তখন দেবতাগণ বলিলেন—

"ভগবতী কর্ত্তৃক সকলই নিষ্পন্ন হইয়াছে, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই ; যেহেতু আমাদের শত্রু মহিষাসুর নিহত হইয়াছে"। সাধকমাত্রেরই এই অবস্থা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখনই মা বিশিষ্টরূপে আবির্ভূত হইয়া বরদানে উদ্যত হন, তখনই সন্তান বলিয়া উঠে—"না, মা, কিছুই চাই না, আমাদের কিছুরই অভাব নাই— শুধু তুমি থাক।" আর যদি একান্তই বর দিতে চাও, তবে যেন সতত আমরা তোমাকে স্মরণ করিতে পারি এবং তাহারই ফলে আমাদের পরম আপৎসমূহ যেন দূরীভূত হয়। আর যে ব্যক্তি এইরূপ স্তব-স্তুতি করিবে, হে অম্বিকে, হে অমলাননে, তুমি সতত তাহার প্রতি প্রসন্ন থাকিও এবং জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি ও পুত্রাদিবিষয়ক মঙ্গল করিও। (চণ্ডী ৪।৩৪—৩৭)।

চণ্ডীর ৪।৩৪ শ্লোকস্থ 'ভগবত্যা কৃতং সর্ব্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে'— ইহার অন্য অর্থও করা যায় এবং মনে হয়, তাহাও সুসঙ্গত। 'ভগবত্যা কৃতং কিন্তু সর্ব্বং ন, কিঞ্চিৎ অবশিষ্যতে'- অর্থাৎ তুমি মা অনেকই করিয়াছ কিন্তু এখনও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে। মহিষাসুর-বধ হইয়াছে বটে, কিন্তু শুম্ভ-বধ এখনও হয় নাই।

যাহা হউক, অভাববোধ হওয়ার নামই বর প্রার্থনা। প্রথম দর্শনমাত্রই সাধকের সকল অভাব-বোধের বিস্মৃতি ঘটে। কিন্তু ধীরে ধীরে সে ভাব অন্তর্হিত হইতে থাকে এবং যখন মা অপ্রকট হইতে থাকেন, তখন অভাবের মূর্ত্তি ক্রমশঃ আবার ফুটিয়া উঠিতে থাকে। তখনই মায়ের নিকট প্রার্থনা হয়। মাকে সম্মুখে রাখিয়া যদি কোনরূপ অভাব-বোধ জাগে, তবে মা নির্ব্বিচারে তাহা দূর করিয়া থাকেন। কিন্তু মায়ের নিকট তুচ্ছ অভাবের জন্য প্রার্থনা করা উচিত নহে। সন্তানগণ যেন দেবতাদিগের ন্যায় বলিয়া উঠিতে পারে—"হে মহেশ্বরি! আমরা যেন সর্ব্বদা তোমাকে স্মরণ করিতে পারি এবং তুমি আমাদের পরম আপদ্ দূর করিয়া দাও"। এখানে পরমাপদ্ বলিতে পরমাত্ম-রূপে অবস্থিতির অন্তরায় বুঝায়। মাকে ভুলিয়া থাকাই পরমাপদ্। বস্তুতঃ ইহা অপেক্ষা পরম আপদ্ জীবের পক্ষে আর কিছুই নাই। আর যদি সত্য সত্যই মা! সন্তানগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে যেন আপামর জনসাধারণ স্তব-স্তুতির সাহায্যে তোমার নিত্যপ্রসন্নতা উপলব্ধি করিতে পারে এবং তাহারই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলে যেন তাহারা ধনদারাদি-ভোগ এবং জ্ঞানৈশ্বর্য্যরূপ অপবর্গ লাভে ধন্য হয়। মা, তুমি এমনি করিয়া প্রতি জীব-হৃদয়ে ভোগমোক্ষ-বিধায়িনী অম্বিকামূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া জগৎ হইতে দুঃখ-জ্বালা দূর করিয়া দাও। বিশ্বের মঙ্গল হউক।"

যাহা হউক, দেবতাগণের স্তবে এবং প্রার্থনায় মঙ্গলময়ী ভদ্রকালী মা প্রসন্না হইলেন এবং তথাস্তু বলিয়া অদৃশ্যা হইলেন (৪।৩৯)।

বিজ্ঞানময় গুরু-মেধস্ শিষ্য-সুরথের নিকট পূর্ব্বে মধুকৈটভ-নিধন-প্রসঙ্গে মহামায়ার তামসী মহাকালী-মূর্ত্তির আবির্ভাব বর্ণনা করিয়াছেন এবং তৎপরে দেবতাবৃন্দের শরীর হইতে আবির্ভূত মায়ের রাজসী মহালক্ষ্মী মূর্ত্তিতে আবির্ভাবের কথা বলিলেন। এখনও সব শেষ হয় নাই—"কিঞ্চিদবশিষ্যতে"। অর্থাৎ এখনও জীবের রুদ্রগ্রন্থিভেদ হয় নাই—জীব এখনও সম্যক্ আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। শুম্ভ-নিশুম্ভ ও তৎসহচরগণ বিনষ্ট না হইলে দেবকুল সম্যকরূপে নিঃশঙ্ক হইতে পারে না। মাকে আবার আসিতে হইবে। তাই ঋষি মেধস্ বলিলেন—"আবার মহামায়াকে গৌরীমূর্ত্তিতে আসিতে হইবে"।

এইবার জীব জ্ঞানময় গ্রন্থির সমীপস্থ। ইহাই শেষ বন্ধন। মায়ের কৃপায় দুইটী দূরীভূত হইল—একটি স্থূল, অপরটি সূক্ষ্ম শরীরের প্রতি অভিমান। আর একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে; তাহাও মায়ের কৃপায় অনায়াসে দূর হইবে। হে সুরথ! হে সাধক! এতদিনে তুমি প্রাণে বা চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে। মা বলিয়া অগ্রসর হও, অচিরেই তুমি আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ইতি দেবী-মাহাত্ম্যে মধ্যম চরিতের ব্যাখ্যায় (২য়, ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায় ত্রয়ের) বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ সমাপ্ত।

[শ্লোকসংখ্যা—৬৮+৪১+৩৬=১৪৫। মন্ত্রসংখ্যা—৬৯+৪৪+৪২=১৫৫।]

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ॥ ওঁ ॥

—0—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর চরিত

উপোদ্‌ঘাত

রুদ্র গ্রন্থিভেদ

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

মহিষাসুর নিহত, সাধকের সঞ্চিত-কর্ম্ম-সংস্কার-জাত চিত্ত-বিক্ষোভ নিবৃত্ত, প্রাণময় গ্রন্থি উচ্ছিন্ন, জড়ত্ববোধ প্রায় অপনীত, জড়প্রকৃতি এখন চিন্ময়ীমাতৃ-মূর্ত্তিরূপে প্রত্যক্ষীভূত, বিশ্বময় মাতৃ-কর্ত্তৃত্ব-দর্শনে জীব-কর্ত্তৃত্ব-বোধ প্রায় নিঃশেষিত। অহো! সাধক এক্ষণে কিরূপ শান্তিময় অবস্থায় উপনীত! কিন্তু এখনও প্রবল প্রারব্ধ-সংস্কারসমূহ প্রক্ষীণ হয় নাই; সুতরাং অতৃপ্তিও সম্যক্ দূরীভূত হয় নাই। কেননা, প্রারব্ধ যে আনন্দেরই লীলাবিলাস মাত্র, উহা দুঃখ নহে,—ইহার সম্যক্ উপলব্ধি না হইলে প্রারব্ধ সংস্কারগুলি গ্রন্থিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়; সুতরাং সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ হয় না। এই দুঃখদায়ক প্রারব্ধ সংস্কারগুলিই রুদ্রগ্রন্থি বা জ্ঞানময় গ্রন্থি নামে অভিহিত। এই গ্রন্থিভেদ হইলেই জীবের আনন্দে প্রতিষ্ঠা হয়—মনুষ্য-জীবনের চরম সার্থকতা লাভ হয়। জীব কিরূপে এই আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, উহাই বিজ্ঞানময় গুরু মহর্ষি মেধস্ শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ-প্রসঙ্গে জীবাত্মরূপী সুরথকে শুনাইতেছেন। তাই উত্তর চরিতের প্রথম অধ্যায় অথবা চণ্ডী-মাহাত্ম্যের পঞ্চম অধ্যায় 'ঋষিরুবাচ' বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। উত্তর চরিতের নয়টি অধ্যায় যথা:—(১) পঞ্চম অধ্যায়ে দেবীদূত-সংবাদ, (২) ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধূম্রলোচন বধ, (৩) সপ্তম অধ্যায়ে চণ্ড-মুণ্ড-বধ, ৪) অষ্টম অধ্যায়ে রক্তবীজ-বধ, (৫) নবম অধ্যায়ে নিশুম্ভ-বধ, (৬) দশম অধ্যায়ে শুম্ভ-বধ, (৭) একাদশ অধ্যায়ে নারায়ণী বা দেব্যাঃ স্তুতি, (৮) দ্বাদশ অধ্যায়ে শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধসমাপ্তি বা ভগবতীবাক্য এবং (৯) ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেবীর বরদান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেবীদূত সংবাদ

'ঋষিরুবাচ'—বলিবার সার্থকতা এই যে, শিষ্য যখন উপযুক্ত অধিকারী হয়, যখন যোগ্য সময় উপস্থিত হয়, তখন বিনা জিজ্ঞাসায় গুরু শিষ্যের সমস্ত সংশয় স্বয়ংই নিরাস করিয়া দেন। তাই পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে 'ঋষিরুবাচ' বলা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—পুরাকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয় মদ ও বলের প্রভাবে শচীপতির ত্রৈলোক্য ও যজ্ঞভাগসমূহ অপহরণ করিয়াছিল (চণ্ডী ৫।২)।

এখানে শুম্ভ—অস্মিতা। 'আমি, আমি' এই ভাবটির নাম অস্মিতা। এস্থলে 'আমি, আমি' ভাবটি বিজ্ঞানময় কোষের আমিত্ব—দেহাত্মবোধের অহংকার-স্বরূপ 'আমি' নহে। পাতঞ্জল-দর্শনে দৃকৃশক্তি পুরুষ ও দর্শন-শক্তি বুদ্ধি—এতদুভয়ের অভেদ-প্রতীতিকে অস্মিতা বলে। 'অস্মিতা' তথায় পঞ্চবিধ ক্লেশের অন্যতম বলিয়া অভিহিত। ইহাই দেবীমাহাত্ম্যে মহাসুর শুম্ভ। এই অস্মিতাকে নিধন করিতে হইবে।

নিশুম্ভ—মমতা। 'আমার, আমার' ভাবটির নাম মমতা—ইহাও বিজ্ঞানময় কোষের মমতা। অস্মিতা—'অহং' এর সূক্ষ্মতম অবস্থা, মমতাও সূক্ষ্মতম একটি ভাববিশেষ। যেখানে অস্মিতা, সেখানেই মমতা; এজন্য এখানে দুইজন 'সহোদর' বলিয়া বর্ণিত—উভয়ে একত্র উল্লিখিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'শচীপতি' বলিতে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র নহেন, ইনি মায়াধিপতি বা মায়োপহিত চৈতন্য। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঃ ঈয়তে"

ইন্দ্র অর্থাৎ ব্রহ্ম মায়া দ্বারা বহুরূপ হইলেন। সুতরাং 'শচী' অর্থে এখানে মায়া বুঝিতে হইবে। 'যজ্ঞভাগ' অর্থ অমৃত। শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্যের মতে অমৃতই কর্ম্মফল। এখানে শুম্ভ ও নিশুম্ভ অর্থাৎ অস্মিতা ও মমতা মদ-বলান্বিত হইয়া আপনাদিগকে সমগ্র জগতের ধর্ত্তা, পাতা ও সংহর্ত্তা মনে করিতেছে এবং যাবতীয় কর্ম্মফলরূপ অমৃত নিজেদের মধ্যে অবস্থিত দেখিতেছে।

এই ভাবে দুই অসুর সূর্য্য চন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, পবন এবং বহ্নির আধিপত্য নিজেরা অধিকার করিয়া লইলে দেবতাগণ স্ব স্ব অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া অপরাজিতা দেবীর প্রতিশ্রুতিমতে দেবীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। দেবতা যে চৈতন্যেরই বিশিষ্ট অভিব্যক্তি মাত্র, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। স্বর্গরাজ্য বা চিতিক্ষেত্রে অবস্থান করাই দেবতাদের প্রকৃতি। সেই চিতিক্ষেত্র এখন অস্মিতা কর্ত্তৃক অধিকৃত—দেবতাগণ চিৎক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত।

বস্তুতঃ এই শুষ্ক আমিত্ব বড়ই ভয়ানক; সুতরাং ইহাকে বধ করাও দুরূহ। কিন্তু দুরূহ ব্যাপারের উদ্ধারকর্ত্রী একমাত্র অপরাজিতা মা। তাই দেবগণ মাকে স্মরণ করিয়া হিমালয়ে গমনকরতঃ দেবী বিষ্ণুমায়াকে স্তব করিতে লাগিলেন। এখানে "হিমালয়" অর্থ দেহাত্মবোধ। দেহাত্মবোধে অবতরণ না করিলে মায়ের স্তব করা চলে না। স্থূল দেহাত্মবোধ ব্যতীত স্তবাদিরূপ বিশেষ উপাসনা হইতে পারে না। স্থূলদেহই কর্ম্মক্ষেত্র, ধর্ম্মক্ষেত্র বা কুরুক্ষেত্র। সুতরাং স্থূলদেহ অবলম্বন করিয়া যাহারা কর্ম্মহীনতার ভাণ করে, তাহাদের আধ্যাত্মিক ঊর্দ্ধগতি হইতে পারে না। এজন্য দেবতাগণ মায়ের স্তুতিমঙ্গল পাঠ করিবার জন্য স্থূলদেহবোধে অবতরণ করিলেন। এই স্তবরাজি পঞ্চম অধ্যায়ের ৯ম মন্ত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে ৮২সংখ্যক মন্ত্রসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। যখন দেবতাগণ স্তব করিতেছিলেন, তখন দেবী পার্ব্বতী জাহ্নবী-জলে স্নানার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন। স্তবরাজি-পাঠকালে দেবতাগণের হৃদয়ে সাত্ত্বিকভাবের উদয়বশতঃ যে প্রেমাশ্রু নির্গত হইয়াছিল, তাহাই জাহ্নবী জল। বস্তুতঃ সন্তান যখন আকুল-প্রাণে "মা, মা" বলিয়া ডাকে, তখনই মা সন্তানের দুঃখ দুর করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকেন। সন্তানের ভক্তি-অশ্রু ব্যতীত ত মায়ের স্নান বা অভিষেক হয় না; তাই মা আমার অচিরাৎ তথায় পার্ব্বতী-মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইলেন। হিমালয় পর্ব্বত এস্থলে আর পর্ব্বত নহে—উহা পার্ব্বতীর আনন্দ-ঘনমূর্ত্তি। দেবতাগণ দশদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া প্রসারিত জ্ঞান সহায়ে সর্ব্বত্র এক ঘন আনন্দময় সত্তা উপলব্ধি করতঃ আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিলেন।

পার্ব্বতীর শরীর-কোষ হইতে এক শিবা—মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি আবির্ভূতা হইলেন। যে আনন্দকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্ব প্রকাশিত—আনন্দিত, সেই নিগুর্ণ, গুণভোক্তা, গুণের প্রকাশক অধিষ্ঠানস্বরূপই এই শিবা মূর্ত্তি—ইনিই এই উত্তর চরিতের দেবতা—মহাসরস্বতী। "সরস্বান্" অর্থ অর্ণব বা কারণ-সমুদ্র। সেই সরস্বানের শক্তিই সরস্বতী। অর্থাৎ যে মহাশক্তি কারণরূপে প্রকটিত হন, তিনিই মহাসরস্বতী। আজ দেবতাগণের স্তবে তাঁহাদের করুণ প্রার্থনায় পার্ব্বতী স্নেহে উদ্বেলিত হইয়া শরীর-কোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক—জড়ত্বের সম্বন্ধ পরিহারপূর্ব্বক, বিশুদ্ধা চিতি-শক্তিতে প্রকটিতা হইলেন। দেহকোষ হইতে নির্গমনহেতু তিনি কৌষিকী নামে অভিহিতা।

এদিকে শুম্ভ ও নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ড ও মুণ্ড নামক অসুরদ্বয়, মনোহর-রূপধারিণী অম্বিকাকে দেখিতে পাইলেন। এখানে 'চণ্ড' অর্থে প্রবৃত্তি ও মুণ্ড অর্থে নিবৃত্তি বুঝিতে হইবে। এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েই অস্মিতা ও মমতার আশ্রয়ে প্রকাশিত হয় বলিয়া চণ্ড-মুণ্ডকে শুম্ভ-নিশুম্ভের ভৃত্য বলা হইয়াছে। শুম্ভ-নিশুম্ভ যেমন সহভাবাপন্ন, এই চণ্ড-মুণ্ডও ঠিক সেইরূপ। অর্থাৎ যেখানে প্রবৃত্তি, সেখানেই নিবৃত্তি। তবে এখানে চণ্ড অর্থে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমাত্মাভিমুখী প্রবৃত্তি এবং মুণ্ড অর্থে অহংবিরতি-রূপ নিবৃত্তি বুঝিতে হইবে। বহু সুকৃতি ও বহু সাধনার ফলে প্রবৃত্তি পরমাত্মাভিমুখী হয় এবং নিবৃত্তি অহংরূপ বিষয়-বিরতির আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু ইহারাও অসুর; ইহাদিগকেও বধ করিতে হইবে। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, অস্মিতা-মমতা বলিয়া কিছুই থাকিবে না— থাকিবেন একমাত্র সুমনোহরা মা—পরমাত্মা।

প্রথমেই আত্মাভিমুখী প্রবৃত্তি পরমাত্মস্বরূপের আভাস পায়; তাই শুম্ভের অম্বিকাদর্শনের পূর্ব্বেই তদীয় ভৃত্যদ্বয় চণ্ড-মুণ্ডের অম্বিকামূর্ত্তির দর্শন। চণ্ড-মুণ্ড শুম্ভের নিকটে গিয়া সুমনোহরা অম্বিকা-মূর্ত্তির কথা বলিল। প্রকৃত-পক্ষে, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সাহায্যেই "অস্মিতা" পরমাত্মস্বরূপের সন্ধান পায়। অম্বিকা হিমাচলকে অর্থাৎ জড়ত্বকে উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিতেছিলেন। চণ্ড-মুণ্ড শুম্ভকে স্ত্রীরত্নগ্রহণার্থ প্রলুব্ধ করিতে লাগিল; অবশেষে শুম্ভও প্রলুব্ধ হইল। সাধকও এইভাবে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দ্বারা প্রলুব্ধ হইলে, আপনাকে হারাইয়া ফেলে এবং মানব-জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করে।

চণ্ড-মুণ্ডের দেবী-সম্পর্কীয় বর্ণনা শ্রবণপূর্ব্বক শুম্ভ সুগ্রীব-নামক জনৈক অসুরকে দূতরূপে দেবীর নিকট প্রেরণ করিল এবং সুগ্রীব তথায় গিয়া যাবতীয় রত্নভোগের অধিকারী শুম্ভ অথবা তদীয় অনুজ ভ্রাতা নিশুম্ভকে পরিগ্রহ করিবার জন্য দেবীকে বলিল।

চণ্ড-মুণ্ডের প্রেরণায় শুম্ভ মুগ্ধ হইল; অর্থাৎ, অস্মিতা প্রবৃত্তির প্রেরণায় আত্মলাভে সমুদ্যত হইল। শুম্ভ সুগ্রীবকে (বাচনিক জ্ঞানকে) দেবীর নিকট পাঠাইল – অর্থাৎ, কেবল বাচনিক জ্ঞানের সাহায্যে পরমাত্মার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বাচনিক জ্ঞানের সহায়তায় পরমাত্মবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা কেবল শ্রুতি ও অনুমানজনিত পরোক্ষজ্ঞান মাত্র। উহা দ্বারা পরমাত্মাকে জানা যায় না। তাঁহাকে জানিতে হইলে অপরোক্ষানুভূতি চাই।

বহুজন্মার্জ্জিত সাধনার ফলে সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রে অস্মিতায় উপস্থিত হইয়া এই মৌখিক জ্ঞান লাভ করিয়াই অনেক সাধক নিশ্চিন্ত হয়। ইহার উপরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইবার জন্য আর তাহাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয় না। একটা বিশেষ অধ্যবসায়-সহকারে তাহারা আর নিরঞ্জন সত্তার দিকে অগ্রসর হইতে চায় না। তাই তাহারা সুগ্রীব-নামক দূতের বা বাচনিক জ্ঞানের সাহায্যে কার্য্য উদ্ধার করিতে প্রয়াস পায়। তাহারা চিনি হইতে চায় না, চিনি খাইতে চায়। কিন্তু তাহাদের মনে রাখা উচিত—অদ্বয়জ্ঞানই অমৃত, ভেদজ্ঞানই মৃত্যু। যতদিন অদ্বয়স্বরূপে উপনীত হইতে না পারা যায়, ততদিন লীলাতত্ত্বের যতই আস্বাদন করা যাউক না কেন, অমৃতত্ব লাভ করা যায় না—অভয়পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায় না।

সুগ্রীব অতিশোভন শৈলদেশে দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিল। অতি শোভন শৈলদেশ—সহস্রার—অসীম-জ্ঞানক্ষেত্র। তাই উহা নয়নাভিরাম—

"আনন্দরূপং বিশুদ্ধবোধং নয়নাভিরামং"।

দেবীকে পাইবার এই প্রকার চেষ্টা শুম্ভের সফল হইবার নহে। শুম্ভকে আত্মবলি দিতে হইবে, তবে সে দেবীকে পাইতে পারিবে। অস্মিতায় লয় না হইলে, "আমি"-টিকে না হারাইলে ত মাকে পাওয়া যায় না—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"।

দূত দেবীকে শুম্ভের প্রস্তাব জানাইলে, দেবী অন্তরে অন্তরে একটু হাসিয়া গম্ভীরভাবে সুমধুর স্বরে সুগ্রীবকে বলিলেন—

"শুম্ভ ও নিশুম্ভ অর্থাৎ অস্মিতা ও মমতা উভয়েই যে আপনাদিগকে ত্রিলোকের অধিপতি বলিয়া মনে করে, তাহা তুমি সত্যই বলিয়াছ। অথবা হে দূত! তুমি সত্য বল নাই, এখানে কিছু মিথ্যা বলিয়াছ। কারণ শুম্ভ ও নিশুম্ভ প্রকৃতপক্ষে ত্রিলোকাধিপতি নহে—আত্মাই ত্রিলোকের অধিপতি। অন্যদিকে, আত্মা "আমি"ই শুম্ভ-নিশুম্ভরূপে—অস্মিতা-মমতারূপে ত্রিলোকাধিপতি" (চণ্ডী ৫।১১৮)।

দেবী আরও কহিলেন—"কিন্তু এ বিষয়ে আমার একটি প্রতিজ্ঞা আছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা কিরূপে মিথ্যা করা যায়? আমি অল্পবুদ্ধিবশতঃ পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ কর। যে আমাকে সংগ্রামে জয় করিবে, যে আমার দর্পনাশ করিতে পারিবে, যে আমার সমবলসম্পন্ন হইবে, সেই আমার ভর্ত্তা হইবে। অতএব মহাসুর শুম্ভ অথবা নিশুম্ভ অচিরে এখানে আসিয়া জয় করিয়া শীঘ্র আমার পাণিগ্রহণ করুক" (চণ্ডী ৫।১১৯—১২১)।

মা স্বয়ং বুদ্ধি-স্বরূপ হইয়াও নিজেকে অল্পবুদ্ধি বলিলেন কেন? ভাবিয়া দেখিলে বুদ্ধিনামক তত্ত্বটা অল্পই; কারণ, আত্মার একদেশে বুদ্ধি অবস্থিত। আত্মা প্রকাশক, ব্যাপক—আর বুদ্ধি প্রকাশ্য, ব্যাপ্য, তাই বুদ্ধি অল্প। আত্মার—মায়ের এই বুদ্ধিরূপে প্রকাশ পাওয়াই অল্প হওয়া। প্রতিজ্ঞা ব্যাপারটা বুদ্ধিতেই হইয়া থাকে। "এক আমি বহু হইব"—ইহাই মায়ের সর্ব্বপ্রথম প্রতিজ্ঞা। এই প্রতিজ্ঞা লইয়াই আত্মা—মা সর্ব্বপ্রথমে মহতী বুদ্ধিরূপে অভিব্যক্ত হন।

মায়ের প্রতিজ্ঞার তিনটি কল্প। প্রথম কল্প—সংগ্রামে জয়। সংগ্রাম অর্থ—ইন্দ্রিয়-সংগ্রাম। জীব এই ইন্দ্রিয়-সংগ্রামে নিত্য পরাজিত। তাই মা বলিলেন—"যে আমাকে এই সংগ্রামে জয় করিতে পারিবে, অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়পথে 'আমি' আত্মাই যে আনন্দঘন সত্তারূপে নিত্য অবস্থিত, ইহা যে বুঝিতে পারিবে, সে-ই ইন্দ্রিয়সংগ্রামে আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে"।

দ্বিতীয় কল্প—দর্পনাশ। আনন্দ-ঘন আত্মা 'আমি'ই দর্পরূপে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছি। যাহারা আমার এই দর্পরূপ আবরণ খুলিয়া দিতে পারিবে, তাহারাই আমার দর্পনাশ করিতে সমর্থ হইবে।

তৃতীয় কল্প - সমান বল। মায়ের বল হইতেছে—অবিক্রিয়ত্ব, আনন্দময়ত্ব, গুণাতীতত্ব, নিরঞ্জনত্ব ইত্যাদি। যে জীব এবংবিধবলসম্পন্ন হইবে, অর্থাৎ যে জীব স্বীয় ব্রহ্মভাবটি ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিবে, সে-ই আমার ভর্ত্তা হইবে। ভর্ত্তা অর্থ ধারক ও পোষক। যে ব্যক্তি পরমপ্রেমাস্পদ পরমাত্মবোধকে সম্যক ধারণ ও পোষণ করিতে পারে, সে-ই মায়ের ভর্ত্তা হইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ্য। পাণি-গ্রহণ অর্থ আদান-শক্তির গ্রহণ। ব্যাকুলতা দ্বারাই মাকে গ্রহণ করা যায়; সুতরাং শুম্ভ অথবা নিশুম্ভ ব্যাকুলতা দ্বারা আমাকে গ্রহণ করুক। অথবা, পাণি-গ্রহণ অর্থ পরিণয়। আত্মার প্রতি একান্ত আসক্ত হইলেই আত্মার সহিত মিলন হয়। শুম্ভ বা নিশুম্ভ নিজত্ব বিসর্জ্জন দিয়া আত্মার সহিত মিলিত হউক।

শুম্ভ-দূত নানাপ্রকার প্রলোভন-বাক্য বলিয়াও যখন ব্যর্থ-মনোরথ হইল, তখন সে দেবীকে ভয়প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। শুম্ভ ও নিশুম্ভের কাছে দাঁড়াইতে পারে এমন যখন কেহ নাই তখন তোমার (দেবীর) অহঙ্কার করা শোভা পায় না। প্রকৃতপক্ষে, অস্মিতা ত আপনাকে স্বপ্রকাশ বলিয়াই মনে করে, সুতরাং দূতও মনে করিতে পারে নাই যে, অস্মিতার সম্মুখে দাঁড়াইবার মত অন্য কেহ আছে। দূত জানে না যে, তাহার এই ভয়-প্রদর্শনও ব্যর্থ হইবে; কেন না, নারী-মূর্ত্তিটিকে পরিগ্রহ করিতে হইলে শুম্ভের শুম্ভত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

যখন দূত দেবীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক লইয়া যাইবার ভয় দেখাইল, তখন দেবী কহিলেন—

"কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতা পুরা" (চণ্ডী ৫।১২৮)।

আলোচনা ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম; কিন্তু মা আমার অতীন্দ্রিয়া। সুতরাং পুরা অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে মা যথার্থই অনালোচিতা—আলোচনার অতীত স্বরূপেই তিনি বিরাজিতা।

দেবী আর একটি কথা বলিলেন—আমি যেমন বলিয়াছি, তেমনি করিয়া অসুরেন্দ্রকে বলিও। সে যে আমার প্রতিবিম্ব! সুতরাং তাহার প্রতি আমার ক্রোধ, বা অবজ্ঞা থাকিতে পারে না (চণ্ডী ৫।১২৯)।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর চরিত

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধূম্রলোচন-বধ

দেবীর এই বাক্য-শ্রবণে সুগ্রীব-দূত ক্রোধান্বিত হইয়া দৈত্যরাজের নিকট গমন করত সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে নিবেদন করিল।

তখন অসুররাজ ক্রোধযুক্ত হইয়া সসৈন্য ধূম্রলোচনকে প্রেরণ করিল। শুম্ভ ধূম্রলোচনকে বলিয়া দিল—

"তামানয় বলাদ্দুষ্টাং কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্" (চণ্ডী ৬।৪)—

অর্থাৎ কেশাকর্ষণপূর্ব্বক দেবীকে আনয়ন করিবে। "কেশ" (ক্+অ+ ঈশ) বলিতে এখানে ব্রহ্মা (ক), বিষ্ণু (অ), মহেশ্বর (ঈশ) অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারশক্তি বুঝিতে হইবে। এই শক্তি গ্রহণ করিতে পারিলেই চিতিশক্তিরূপিণী অম্বিকা বিহ্বলা হইবেন। এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়াই শুম্ভ ধূম্রলোচনকে পাঠাইল।

ধূম্রলোচন অর্থ—ধূমাচ্ছন্নদৃষ্টি অর্থাৎ বিপর্য্যয়-জ্ঞান। যে বস্তুর যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহা না জানিয়া অন্যথা-প্রতীতির নাম বিপর্য্যয়জ্ঞান। এই বিপর্য্যয়-জ্ঞানের অন্য নাম ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি বা বিপর্য্যয়জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই অস্মিতার (শুম্ভের) ত্রিলোকের উপর আধিপত্য। আত্মার যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহা না বুঝিয়া অস্মিত্বকে আত্মরূপে প্রতীতির নাম বিপর্য্যয়জ্ঞান। বিপর্য্যয়জ্ঞান যখন আত্মার সমীপস্থ হইতে চেষ্টা করে, তখন উহা আত্মাকে অনায়াস-লভ্য বলিয়া মনে করে। কারণ সে (বিপর্য্যয়জ্ঞান) অস্মিতাকে আত্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া জানে এবং সে আরও বুঝে যে, জগৎ অস্মিতাতেই প্রতিষ্ঠিত।

শুম্ভ ধূম্রলোচনকে আবার বলিল—"সেই নারী যখন একাকিনী, তখন বলপ্রয়োগ করিলে তুমি অনায়াসেই তাহাকে এখানে আনিতে পারিবে। আর যদি অন্য কেহ তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়, তবে সে দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব যে কেহ হউক না কেন, তাহাকে হত্যা করিবে" (চণ্ডী ৬।৫)। মোটের উপর, যেখানে কোনরূপ বিশিষ্টতা প্রকাশ পায়, সেখানেই অস্মিতার আধিপত্য। অস্মিতাকে আশ্রয় না করিয়া দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কেহই প্রকাশ পাইতে পারে না। সুতরাং দেবতাদিগকে বিনষ্ট করা অস্মিতা বা তাহার অনুচরের পক্ষে সহজ।

ধূম্রলোচন অসংখ্য-সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া দেবী-সমীপে গমনকরতঃ দেবীকে শুম্ভের কথা জ্ঞাপন করিল। দেবী তখন বলিলেন—"দৈত্যেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত বলবান্ ও সৈন্যযুক্ত তুমি এইরূপে আমাকে বলপূর্ব্বক যদি লইয়া যাও, তবে আমি তোমার কি করিতে পারি?" (চণ্ডী ৬।১১)। বাস্তবিকই সাধনা বা উপাসনার সাহায্যে মাকে পাইবার চেষ্টা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ বুঝিতে হইবে, সাধক বলপূর্ব্বক মাকে পাইতে চাহে। কিন্তু সাধকের মনে রাখা উচিত, অজ্ঞানান্ধকার যতই দীর্ঘকালব্যাপী এবং যতই ঘনীভূত হউক না কেন, মায়ের কৃপা হইলে উহা মুহূর্ত্তের মধ্যে বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। তাই দেবীর বাক্যে ধূম্রলোচন তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলে দেবী হুঙ্কার দ্বারা তাহাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন—

"হুঙ্কারেণৈব তং ভস্মসাচ্চকারাম্বিকা ততঃ" (চণ্ডী ৬।১৩)।

অবিদ্যা যখন বিদ্যার সম্মুখস্থ হইতে যায়, তখন অবিদ্যা ঠিক এইরূপেই দেখিতে না দেখিতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানের অস্তিত্ব ততক্ষণ, যতক্ষণ জ্ঞানের আলোক তাহার উপর নিপতিত না হয়। ধূম্রলোচন নিহত হইলে তাহার ষষ্টিসহস্র সৈন্য মায়ের প্রতি অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিপর্য্যয়জ্ঞানরূপী মহাসুর ধূম্রলোচন নিহত হইয়াছে; সুতরাং তাহার অনুচরবর্গ অচিরেই বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে। তবে সাধকের উপলব্ধি করিতে একটু সময়ের আবশ্যক হয়। যেমন সর্পভ্রান্তি দূরীভূত হইলেও পূর্ব্বলব্ধ ভীতি-জনিত হৃদ্-কম্পাদি কিছুক্ষণ থাকে, সেইরূপ অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেও তদীয় কার্য্যসমূহ পূর্ব্ব-সংস্কার-বশতঃ কিছুকাল অনুবর্ত্তন করে। তাই সেনাপতির বিনাশেও সৈন্যগণের কার্য্য চলিতে লাগিল।

কিন্তু সেই কার্য্য বেশীক্ষণ চলিল না। দেবীর বাহন সিংহ অতি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া অসুর সৈন্যমধ্যে আপতিত হইয়া ক্ষণকাল-মধ্যেই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলিল। জীবত্ব-হননেচ্ছু সাধকই এখানে সিংহ। জীব বিশুদ্ধ বোধের সন্ধান পাইলেই সিংহবিক্রমে সংস্কার-ক্ষয়কল্পে বদ্ধপরিকর হয়। তাই সিংহ অসুর-সৈন্যমধ্যে আপতিত হইল। বিপর্য্যয়জ্ঞান বিনষ্ট হইলে বিপর্য্যয়-জ্ঞান-জনিত বিকারসমূহের ক্ষয় হইতে বিলম্ব হয় না। মনে রাখিতে হইবে, দেবীর বাহন না হইলে—আত্ম-সমর্পণ-যুক্ত না হইতে পারিলে, এত সহজে এবং এত শীঘ্র এই দুর্জ্জয় অসুরকুল বিনষ্ট হয় না।

সসৈন্য ধূম্রলোচন নিহত হইলে, দৈত্যাধিপতি শুম্ভ সক্রোধে চণ্ডমুণ্ডকে সিংহসমেত দেবীকে ধরিয়া আনিতে বা নিহত করিতে আদেশ করিল। বিপর্য্যয়-জ্ঞান এবং তজ্জনিত বিকার-সমূহ বিনষ্ট হইলে অস্মিতার অস্তিত্বে আশঙ্কা হয়। তাই সে আত্মসত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিবার আশায় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিকে সসৈন্যে মায়ের সমীপে প্রেরণ করিল। চণ্ড-মুণ্ড চতুরঙ্গবল-পরিবেষ্টিত হইয়া দেবীর উদ্দেশে অভিযান করিল।

অস্মিতার প্রেরণায় প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সদলবলে চিতি-শক্তির উদ্দেশে ধাবিত হইল। সাধকও ঠিক এমনি করিয়া প্রবৃত্তির সাহায্যে মাকে পরিগ্রহ করিতে চায় এবং নিবৃত্তির সহায়তায় বিষয়-বিরতি পরিপুষ্ট করিয়া মাতৃমুখী প্রবৃত্তির বলবৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পায়। কেবল ইহাই নহে, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অসংখ্য সৈন্য অর্থাৎ অসংখ্য ভাব এবং অসংখ্য কার্য্যপ্রণালী সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাই সদলবলে চণ্ড-মুণ্ডের অভিযান। মনে রাখিতে হইবে, সদল প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বিলয় করিয়া তবে মাতৃ-অঙ্কে আরোহণ করিতে হয়। চতুরঙ্গবল বলিতে ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় বুঝিতে হইবে। কারণ-শরীরে বীজভাবে ক্লেশ-কর্ম্মাদি থাকে বলিয়াই উহারা সূক্ষ্মদেহে অঙ্কুরিত হয় এবং স্থূলদেহে ফলরূপে অভিব্যক্ত হয়। মায়ের কৃপায় স্থূল ও সূক্ষ্ম সংস্কারসমূহ বিনষ্ট হইয়াছে; এইবার কারণ-শরীরস্থ অব্যক্ত বীজরূপী সংস্কারগুলিও বিলয়প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাই মা আমার চণ্ডমুণ্ডকে যুদ্ধার্থ উপস্থাপিত করিলেন।

——০——

উত্তর চরিত

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

চণ্ড-মুণ্ড-বধ

দেবীর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য অসুরসৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত হইল—একদল সশস্ত্র, অপরদল নিরস্ত্র। সাধক জীবনেও প্রবৃত্তির দল অস্ত্রশস্ত্রসহ অর্থাৎ ধ্যান-ধারণাদির সাহায্যে, আর নিবৃত্তির দল নেতি নেতি মুখে অর্থাৎ বৈরাগ্যের সাহায্যে মায়ের সমীপস্থ হইতে চেষ্টা করে। কিন্তু এস্থলে মনে রাখিতে হইবে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কার্য্য (সাধনা ও বৈরাগ্য) দ্বারা মায়ের সমীপস্থ হওয়া যায় মাত্র, মাকে ঠিক পাওয়া যায় না। সাধনা ও বৈরাগ্য পরম সুখ আনিয়া দিতে পারে না, দুঃখ-নিবৃত্তি করিতে পারে মাত্র; দুঃখের নিবৃত্তির জন্য যে সুখ, তাহাই কেবল পাওয়া যাইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসুরগণ মায়ের সমীপস্থ হইয়াছে; সুতরাং তাহাদের বিলয় অবশ্যম্ভাবী। কারণ, আত্মার সন্নিহিত হইলে সর্ব্বভাব বিলয়প্রাপ্ত হয়। অন্ধকার যদি আলোককে ধরিতে যায়, তবে অন্ধকারের যে দশা উপস্থিত হয়, সম্প্রতি অসুরগণও সেই দশায় উপনীত। এই যে স্বাভাবিক বিলয়, ইহাই মায়ের কোপ। তাই বলা হইয়াছে—

"কোপঞ্চকারোচ্চৈরম্বিকা" (চণ্ডী ৭।৫)।

কোপবশতঃ দেবীর মুখমণ্ডল মসীবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। কোপে ত রক্তবর্ণ হইবার কথা, তবে মসীবর্ণ কেন? মা যে অচিরে প্রলয়ঙ্করী ঘোর তামসী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইবেন—ইহা তাহারই পূর্ব্ব সূচনা। সাধারণতঃ ক্রোধে রজোগুণের বিকাশ ঘটে; কিন্তু এখানে তমোগুণের বিকাশ হইতেছে; তাই মায়ের মসীবর্ণ-ধারণ। রজোগুণ রক্তবর্ণ, আর তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ। তমোগুণে সর্ব্বভাবের বিলয় সাধিত হয়। সর্ব্বভাবের সম্যক বিলয় হইলেই মা আমার বিশুদ্ধ বোধস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

যখন অম্বিকার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইল, তখন তাঁহার ভ্রুকুটী-কুটিল ললাট-ফলক হইতে করালবদনা ও খড়্গপাশহস্তা কালী দ্রুত বহির্গত হইলেন। ঐ কালীমূর্ত্তির হস্তে অসি, পাশ এবং বিচিত্র খট্বাঙ্গ, তাঁহার বিভূষণ নরমুণ্ডমালা, এবং পরিধানে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম। তদীয় দেহ অতিশয় শুষ্ক, আকৃতি অতি ভীষণ, বদন অতি বিস্তৃত, নয়ন কোটর-প্রবিষ্ট ও রক্তবর্ণ। তিনি ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিতে লাগিলেন (চণ্ডী ৭।৬—৮)।

মায়ের ললাট-দেশ হইতে ভীষণ কালীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। ললাট-ভাগ—আজ্ঞাচক্র। আজ্ঞাচক্রে সমাহিত হইলেই সাধকের জগদ্ভাব সম্যক বিলুপ্ত হয়। আজ সাধক জগদ্ভাবকে তুচ্ছকরতঃ স্বকীয় বিশিষ্ট আমিত্বটিকে বলি দিয়া আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভার্থ সমুদ্যত, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিকে ধ্বংস করিয়া মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য একান্ত লালায়িত। তাই আজ মা কৃপা করিয়া চণ্ড-মুণ্ডবধের জন্য—সর্ব্ব-ভাব-বিলয়ের জন্য, সংহারিণীশক্তিরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মপ্রকাশ করিলেন। সাধককে মনে রাখিতে হইবে, কালাতীত সত্তায় প্রবেশ করিতে হইলে এই কালীমূর্ত্তির ভিতর দিয়াই প্রবেশ করিতে হয়। সর্ব্বভাবের কলন বা সংহরণ করেন বলিয়াই ইঁহার নাম কালী।

কালী অসি, পাশ ও খট্বাঙ্গধারিণী। অসি—ছেদনকারক অস্ত্র। দৃশ্য-বর্গের ব্যাবহারিক সত্তা হইতে পারমার্থিক সত্তাকে পৃথক করিবার জন্যই মায়ের প্রথম প্রয়োজন অসির প্রয়োগ। পাশ—আকর্ষণ-কারক অস্ত্র। পারমার্থিক সত্তাকে আকর্ষণপূর্ব্বক পরমাত্ম-সত্তায় মিলন করাইয়া দেওয়ার জন্য মায়ের দ্বিতীয় প্রয়োজন—পাশের প্রয়োগ। খট্বাঙ্গ—চূর্ণকারক অস্ত্র। যাবতীয় দৃশ্য-ভাবকে চূর্ণ বা বিলয় করিয়া দেওয়াই মায়ের তৃতীয় প্রয়োজন। এই তিন অস্ত্রের দ্বারা মায়ের তিনটি প্রয়োজন সাধিত হয়; অর্থাৎ মা এই তিন প্রকারে অনাত্ম-ভাবের বিলয় সাধন করেন।

কালী "নরমালা-বিভূষণা"। পঞ্চাশটি নরমুণ্ড দ্বারা মালা গাঁথিয়া মা কালী গল-দেশে ধারণ করেন। পঞ্চাশটি মুণ্ডমালা পঞ্চাশটি বর্ণ—অকারাদি ষোলটি স্বরবর্ণ এবং ককারাদি চৌত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ। মনে রাখিতে হইবে, সৃষ্টি বা জগৎ কতকগুলি শব্দের সমষ্টিমাত্র। এ জগৎ বাচারম্ভণ বা বাক্যমাত্র। বাক্য বর্ণ-সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই বর্ণগুলি অসুর; কেননা, তাহারা সমষ্টি-ভাবাপন্ন হইয়া ঘটপটাদি অনাত্ম-ভাবকে ফুটাইয়া তোলে। কিন্তু মা যখন সর্ব্বগ্রাসিনী কালীমূর্ত্তিতে প্রকটিতা হন, তখন ঐ পঞ্চাশটি বর্ণ কোনরূপ বিশিষ্ট ভাব উৎপাদন করিতে পারেনা—মৃতবৎ পড়িয়া থাকে।

কালী "দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা"। মায়ের কোন আবরণ নাই। তবে পরিধানে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম কেন? মা যে এখনও চণ্ডমুণ্ডাদি অসুরগণকে বিনাশ করেন নাই—বৈচিত্র্যময় নানাভাবের বীজগুলি এখনও যে মাতৃ-অঙ্কে বিরাজ করিতেছে। তাই মায়ের পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। বিচিত্র নানাভাবের সংস্কারের বীজসমষ্টিই ব্যাঘ্রচর্ম্ম। যখন সর্ব্বভাবের বিলয় হইয়া যাইবে, তখন মা আমার উলঙ্গিনী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালী "শুষ্কমাংসাতিভৈরবা"। মা ত এখনও সকল সংস্কার আহার করেন নাই; তাই তিনি শুষ্কমাংসা বা শীর্ণা। তিনি অতি ভৈরবা; কারণ প্রলয়ঙ্করী শক্তি ত অতি ভীষণই হইবে। "অতিবিস্তারবদনা," "জিহ্বাললনভীষণা," "নিমগ্নারক্তনয়না," "নাদাপূরিতদিঙ্মুখা,"—এই চারিটি বিশেষণ শক্তির স্বরূপ-বর্ণনার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে।

মা এই প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে অসুরসৈন্য-মধ্যে আপতিত হইয়া অসুরবলকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। একদিকে ভয়ঙ্করী ঘোর-কৃষ্ণা মূর্ত্তির আবির্ভাব, অন্যদিকে চিত্তগত ব্যক্তাব্যক্ত ভাবসমূহের বিলয়। অর্জ্জুনও একদিন এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে একান্ত বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মা ক্ষণকালমধ্যে অসুরসৈন্য নিপাতিত করিলে, চণ্ড-মুণ্ড অতিভীষণা কালীর প্রতি ধাবিত হইল। এইবার চণ্ড-মুণ্ডের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এইভাবে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েই স্বস্বশক্তির প্রয়োগে প্রলয়শক্তির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়।

দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া মহান্ অসি উত্তোলন করতঃ চণ্ডের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সেই অসির দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব ও শিবত্ব লাভের প্রলোভন-বিনাশই দেবী কর্ত্তৃক চণ্ডের কেশগ্রহণের তাৎপর্য্য (ক্+অ+ঈশ=কেশ)। মা ঈশ্বরত্ব-লিপ্সাকেও বিদূরিত করিয়া প্রবৃত্তিকে মহা-অসি দ্বারা বিনাশ করিলেন। মহা অসি অর্থাৎ মহতী সত্তা। মহতী সত্তা বা পারমার্থিক সত্তার প্রকাশ হইলেই ব্যবহারিক সত্তার বিলোপ হয়। অনন্তর দেবী খড়্গাঘাতে মুণ্ডকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। প্রবৃত্তি-বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্তিরও নিবৃত্তি হয়। কারণ উভয়েই সহভাবী; এইজন্য, একের বিনাশে অন্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

চণ্ড-মুণ্ডকে নিপাতিত দেখিয়া হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া পলায়ন করিল। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অধিকাংশ সৈন্য পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছে। যাহা অবশিষ্ট ছিল, প্রলয়ঙ্করী শক্তির প্রভাবে তাহারা ভীতচিত্তে পলায়ন করিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির বিনাশ হইল, অথচ তাহাদের কতিপয় অনুচর পলায়নপর হইল, কিন্তু বিলয়প্রাপ্ত হইল না—ইহার কারণ কি? প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বিনাশ হইবার পরও দেখিতে পাওয়া যায়, সাধকগণ স্থূলদেহে জগতে অবস্থান করিয়া লোক-শিক্ষাদি-কার্য্যে প্রবৃত্ত ও শাস্ত্রাদি নিষিদ্ধ বা নিন্দিত কার্য্যে নিবৃত্ত হন। কিন্তু যদিও তাঁহাদের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ব্যবহার থাকে, তথাপি তদ্বিষয়ক পারমার্থিক বুদ্ধি বিলয়-প্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সাপের খোলসের মত আর কখনও দংশনাদি কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সাধক আত্মস্থ হন, শুধু সেই মুহূর্ত্তেই উহাদের ব্যবহার পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়।

কালী চণ্ড-মুণ্ডের বিনাশ সাধন করিয়া চণ্ডিকার সমীপে গমনপূর্ব্বক চণ্ড ও মুণ্ড উভয় পশুকে উপহার দিলেন।

মনে রাখিতে হইবে, আত্মস্বরূপটি উদ্ভাসিত হইবার পূর্ব্বে আত্মশক্তি সংহারিণী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন এবং স্বরূপ-প্রকাশের অন্তরায়গুলি সম্যক বিদূরিত করিয়া দেন। অবশিষ্ট থাকে শুধু অস্মিতা ও মমতা। সুতরাং উহারা আত্ম-প্রতিবিম্ব—চিদাভাসমাত্র; উহারা বিম্বেই মিলাইয়া যায়। এইজন্য কালী অম্বিকাকে বলিলেন—"যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি"।

যেমন শূন্যে কোন ছায়া পতিত হয় না, সেইরূপ কোন আশ্রয় না পাইলে "চিৎ" এর প্রতিবিম্ব থাকে না, একমাত্র "চিৎ"-ই থাকে। তাই স্বয়ং চিৎশক্তি কর্ত্তৃক চিৎ-প্রতিবিম্বস্বরূপ শুম্ভ-নিশুম্ভ বিলয়-প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর নিহত চণ্ডমুণ্ডকে উপহারস্বরূপে আনিতে দেখিয়া কল্যাণী চণ্ডিকা-দেবী ললিত মধুর বাক্যে কালীকে বলিলেন—"অদ্য হইতে তুমি চামুণ্ডা নামে আখ্যাত হইবে।" প্রলয়ঙ্করী শক্তিকে বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত করিবার জন্য অম্বিকা এই ভাবে বরপ্রদান করিলেন। সে যাহা হউক, চণ্ডিকাদেবীর বর-প্রভাবে এই চামুণ্ডারূপিণী প্রলয়শক্তি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির বিলয়-সাধনের জন্য চিরকাল প্রকট রহিয়াছেন ও থাকিবেন। এখনও প্রতিবৎসর দুর্গোৎসবের সময় মহাষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে চামুণ্ডার বিশিষ্ট পূজানুষ্ঠান হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর চরিত

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

রক্তবীজ বধ

অনুচরবর্গের সহিত চণ্ডমুণ্ডের অর্থাৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নিধন-দর্শনে শুম্ভ (অস্মিতা) কোপাবিষ্ট হইয়া ভীষণ যুদ্ধের উদ্যম করিল। দৈত্যকুলের যত সৈন্য ও সেনাপতি ছিল, সকলকেই সে যুদ্ধে যাইবার জন্য আদেশ করিল। দ্বৈত প্রতীতির নামই দৈত্য। দ্বৈতপ্রতীতি অসংখ্য বলিয়া দৈত্যও অসংখ্য। এই চরিতে সর্ব্বপ্রথমেই বিপর্যায়জ্ঞানরূপী ধূম্রলোচনের বধ, তৎপরে দ্বৈত-প্রতীতির সর্ব্বপ্রধান অবলম্বনস্বরূপ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির বা চণ্ড-মুণ্ডের নিধন বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পর অস্মিতা তাহার সমগ্র অধ্যবসায় প্রয়োগ করিল, ইহাই শুম্ভের ভীষণ রণসজ্জা। এইবার সর্ব্বভাব বিলয়প্রাপ্ত হইবে এবং নিশুম্ভের সহিত শুম্ভেরও আত্মবলি দিতে হইবে।

মহাসুর শুম্ভ ভীষণ সমরে আদেশ দিতে গিয়া যে সকল অসুরের নাম উল্লেখ করিল, তাহাতে আটটি অসুর-সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়—উদায়ুধ, কম্বু, কোটিবীর্য্য, ধৌম্র, কালক, দৌহৃর্দ মৌর্য্য ও কালকেয়। ইহাদের নাম অষ্টম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোক হইতে ৬ষ্ঠ শ্লোকের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা অষ্টপাশরূপে কল্পিত। অষ্টপাশ যথা—ঘৃণা, লজ্জা, ভয় (মৃত্যুভয়), শঙ্কা (ধনপুত্রাদি বিনাশের আশঙ্কা), জুগুপ্সা, কুল, শীল, জাতি (মনুষ্যত্বাদি)। কুলার্ণবতন্ত্রেও এই অষ্টপাশের উল্লেখ আছে।

এই অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হইলেই জীব শিব হইয়া যায়। এতদিনে জীব মায়ের কৃপায় শিবত্বে উপনীত হইতে চলিয়াছে। তাই শুম্ভ (অস্মিতা) এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টপাশকেও মাতৃ-সমরে প্রেরণ করিল। এইগুলি বিনষ্ট হইলেই অস্মিতার বিশেষ অবলম্বনগুলি অপসৃত হয়। এই অষ্টপাশই জীবনের সুদৃঢ় বন্ধন। এই বন্ধন ছিন্ন করিতে না পারিলে বিমলবোধস্বরূপ মাতৃসাক্ষাৎকার লাভ হয় না। আবার যতক্ষণ বিশুদ্ধ বোধের উদয় না হয়, ততক্ষণ অজ্ঞান-মূলক অষ্টপাশ বা বন্ধন কিছুতেই ছিন্ন হয় না। যে সকল সাধক সাধনার প্রথম অবস্থা হইতেই সরলপ্রাণে, অকপট-হৃদয়ে, স্বীয় সৎ ও অসৎ সকল ভাব নির্ব্বিচারে মায়ের সম্মুখে ধরিতে পারে, তাহারাই মায়ের কৃপায় অতি সহজে অষ্টপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দ-সাগরে অবগাহন করিতে সমর্থ হয়।

অতি ভীষণ সৈন্যবাহিনী আসিতে দেখিয়া দেবী চণ্ডিকা জ্যা-শব্দে পৃথিবী ও গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিলেন। জ্যা-ধ্বনি অর্থ প্রণব-ধ্বনি। যতদিন মা স্বয়ং প্রণবধ্বনি না করেন, ততদিন অসুরকুল ভীত হয় না। মাতৃকৃপায় মাতৃ-চরণে আত্মসমর্পণ করিলেই মায়ের কার্য্য জ্যা-ধ্বনি আরম্ভ হয়। মনে রাখিতে হইবে, জপকালে বাগ্‌যন্ত্র হইতে যে প্রণবধ্বনি নির্গত হয়, তাহাও মহতী শক্তিরই প্রবল আকর্ষণময় নাদ। অসুরবল যতই অসংখ্য ও সন্নদ্ধ হউক, একবার এই স্বাভাবিক নাদ উত্থিত হইলে আর কোন ভয় থাকে না।

এই সময়ে সিংহও পুনঃ পুনঃ মহানাদ করিতে লাগিল। স্বয়ং অম্বিকা ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা সেই নাদকে আরও বাড়াইয়া তুলিলেন। সিংহ অর্থ জীব। এই সময় জীবও যথাশক্তি পুরুষকার প্রয়োগ করিতে উদ্যত হয়। যখন অসুরের অত্যাচার আরম্ভ হয়, তখন সাধকগণ "জয় গুরু" "জয় মা" বলিয়া অথবা স্ব স্ব অভীষ্ট শব্দের প্রয়োগ করিয়া সিংহনাদ ছাড়ে। মা-ও তখন অনাহত ঘণ্টাধ্বনিকে সাধকের বাগ্‌যন্ত্র-নির্গত ধ্বনির সহিত মিলাইয়া উহাকে আরও তুমুল করিয়া তোলেন। আবার কালিকাদেবীও প্রলয়কালীন হুঙ্কার-ধ্বনি করেন। এই ভাবে স্থূল "জয় মা" প্রভৃতি ধ্বনি, মানস প্রণবধ্বনি, উপাংশু অনাহত ধ্বনি, এবং সর্ব্বভাব-বিলয়াত্মক মহাশক্তির হুঙ্কার-ধ্বনি—এই সকল যুগপৎ সমবেতভাবে প্রকাশিত হইলে সাধকের সকল অবসাদ, সকল দুর্ব্বলতা, ক্ষণেকের মধ্যে পলায়ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে এবং সাধক নববলে বলীয়ান্ হইয়া অমিত তেজে সাধন সমরে অবতীর্ণ হয়।

অসুরসৈন্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া দেবীকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিলে, সমগ্র দেবশক্তি সম্মিলিত হইয়া দেবীর সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইলেন। এই সকল দেবতা চণ্ডিকার শরীর হইতেই নির্গত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে মহিষাসুর-বধে দেবতাগণের অস্ত্র বা শক্তির সমর্পণ দেখা গিয়াছিল। আবার এখানেও সেই অর্পিত শক্তির বিশিষ্ট পুনর্নিক্রমণ দেখা যাইতেছে। মহিষাসুর-বধকালে অর্পণ দ্বারাই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল। কেন না, তখন ছিল অপ্রকটিত সঞ্চিত-সংস্কারসমূহ ; সুতরাং তাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। আর এস্থলে হইতেছে প্রকটিত সংস্কাররাশি—উহারা ফলোন্মুখ, সুতরাং অতিশয় বলবান্। তাই এবার দেবশক্তিবৃন্দ বিশিষ্টভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই দেবশক্তিবৃন্দের বিস্তৃত বর্ণনা অষ্টম অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোক হইতে ২১শ শ্লোকে করা হইয়াছে। প্রথমতঃ ব্রহ্মাণী—সৃষ্টিশক্তি, দ্বিতীয়তঃ মাহেশ্বরী—লয়শক্তি, তৃতীয়তঃ কৌমারী—অসুর-বিজয়িনী কার্ত্তিকেয়-শক্তি, চতুর্থতঃ বৈষ্ণবী—স্থিতি বা পালন-শক্তি, পঞ্চমতঃ বারাহী—বিষ্ণুর অন্যতম শক্তিবিশেষ, ষষ্ঠতঃ নারসিংহী শক্তি—বিষ্ণুর অন্য শক্তি-বিশেষ সপ্তমতঃ ইন্দ্রাণী—দেবতাধিপতি ইন্দ্রের শক্তি—এই সকল শক্তি যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন। এতদ্ব্যতীত, অষ্টম চামুণ্ডার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সাধকগণ সর্ব্বশেষে এই শক্তি-তত্ত্বে উপনীত হয়। এইজন্য বলা হইয়া থাকে—"শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে" ।

যাঁহারা সিদ্ধ, যাঁহারা বৈদিকী দীক্ষার ফলে দ্বিতীয় জন্ম লাভ করেন, তাঁহারা সকলেই শাক্ত। শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলেই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে বুঝিতে পারে যে, তাহারা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে শক্তিরই উপাসক। মোটের উপর, শক্তি ও শক্তিমান্ অর্থাৎ অধিষ্ঠান-চৈতন্য ও তদধিষ্ঠিত শক্তি—এতদুভয় সম্পূর্ণ অভিন্ন।

এইবার ঈশান উক্ত দেবশক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া চণ্ডিকাদেবীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন—"আমার প্রীতির জন্য অসুরকুলকে নিধন করা হউক"—

"হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যাহ চণ্ডিকাম্" (চণ্ডী ৮।২২)।

অষ্টশক্তি-সমন্বিত ঈশান আজ চণ্ডিকাকে অসুর-নিধনের জন্য অনুরোধ করিলেন। ঈশান আজ আপনাকে অষ্টশক্তির অধিষ্ঠানরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং অষ্টশক্তিকে অসুর-হননে উদ্যত দেখিয়া স্বয়ং চিতিশক্তিকে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করিতে লাগিলেন। এতদিন সাধক নিজেই অসুর-অত্যাচার-নিবারণকল্পে চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল; কিন্তু আজ সাধকের হৃদয়স্থ গুরু তাঁহাকে সম্যক নির্মুক্ত করিবার জন্য উদ্যত। এইরূপ সাধক ও সাধক-জীবন বাস্তবিকই ধন্য!

অনন্তর দেবীর শরীর হইতে অতি ভীষণ চণ্ডিকা-শক্তি এবং অতি উগ্রা ও ভয়ঙ্কর-নিনাদকারিণী শত শত শিবা বিনিষ্ক্রান্ত হইল। ঈশানের প্রার্থনার পর একটি বাক্যও প্রয়োগ না করিয়া দেবী নিজের শরীর হইতে অতি ভীষণা চণ্ডিকাশক্তি ও বহুসংখ্যক শিবা-শক্তি নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিলেন। চিতিশক্তি-রূপিণী অম্বিকাদেবী স্বয়ং অপরিণামিনী, নির্বিকারা এবং বিশুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপা। তিনি নিজে কিছু করেন না, অথচ তাঁহাতেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। আবার যাহা কিছু প্রার্থনা, অভাব, অভিযোগ, তাহাও তাঁহার নিকট করিতে হয়। তিনি প্রত্যক্ষভাবে না করিলেও পরোক্ষে, অভূতপূর্ব উপায়ে সাধকের প্রার্থনা পূরণ করিয়া থাকেন।

অম্বিকাদেবীর শরীর হইতে চণ্ডিকাশক্তি ও শত শত শিবা নির্গত হইলেও তাঁহাতে কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় না। চিতিশক্তি কোন অবস্থাতেই বিকার বা অন্যথাভাব-প্রাপ্ত হয় না। অসংখ্যভেদের ভিতর দিয়াও তাঁহার একত্ব অব্যাহত থাকে। যাহাই হউক, অম্বিকার শরীর হইতে অসংখ্য প্রলয়াত্মিকা শক্তির বিকাশ হইয়া ঐ সকল শক্তি প্রলয়কালীন হুঙ্কার করিতে লাগিল।

দেবী-দেহ হইতে নিষ্ক্রান্তা অপরাজিতা চণ্ডিকাদেবী ধূম্রবর্ণ, জটাধারী ঈশানকে দূতের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। যাহা বলিতে হইবে, তিনি ঈশানকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাও বলিয়া দিলেন। ঈশান জ্ঞানের দেবতা—শিব। জ্ঞানের কার্য্য হিতাহিত-বিচার। তিনি জীবের অন্তরে থাকিয়া অন্যায় কার্য্য হইতে জীবকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন। ঈশান এখানে ধূম্র-জটিল মূর্ত্তিতে আবির্ভূত। শুভ্র ও কৃষ্ণের মিশ্রণে ধূম্রবর্ণের উৎপত্তি। তাই জ্ঞানের দেবতা ঈশান প্রলয়ের বার্ত্তা লইয়া দূতরূপে শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট চলিলেন।

দেবীর প্রথম আদেশ—ইন্দ্র ত্রৈলোক্যের আধিপত্য লাভ করুন,—

"ত্রৈলোক্যমিন্দ্রো লভতাম্" (চণ্ডী ৮।২৬)।

শুম্ভকে ত্রিলোকের আধিপত্য ত্যাগ করিতে বলা হইল। ইন্দ্র অর্থাৎ পরমাত্মাই যে ত্রিলোকের অধিপতি—শুম্ভ নহে, ইহা চণ্ডিকা তাহাকে উপলব্ধি করিতে বলিলেন। দ্বিতীয় আদেশ—দেবতাগণ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন—

"দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ" (চণ্ডী ৮।২৬)।

শুম্ভ অর্থাৎ অস্মিতাকে অমৃতস্বরূপ যজ্ঞভাগ অর্থাৎ চৈতন্যাংশের অধিকার ত্যাগ করিতে তিনি বলিয়া দিলেন। তৃতীয় আদেশ—

"যূয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ" (চণ্ডী ৮।২৬)—

অর্থাৎ যদি বাঁচিতে চাও তবে পাতালে যাও। অস্মিতা, মমতা ও তাহাদের অনুচরবর্গের স্বর্গে অর্থাৎ চিৎক্ষেত্রে স্থান হইবে না, তাহাদিগকে পাতালে অর্থাৎ জড়ক্ষেত্রে – দৃশ্যবর্গের মধ্যে পরিণত হইতে হইবে। এতদিন অস্মিতা যে আপনাকে দ্রষ্টৃস্বরূপ বলিয়া মনে করিত, তাহা আর থাকিবে না। যিনি যথার্থ দ্রষ্টা, তিনিই স্বরূপে অবস্থান করিবেন। দেবীর চতুর্থ আদেশ—যদি বলের গর্ব্ববশতঃ তোমরা যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হও, তবে এস, তোমাদের মাংসের দ্বারা আমার শিবাগণ তৃপ্তি লাভ করুক।

এই চারিটি চণ্ডিকার আদেশ, স্বয়ং অম্বিকার নহে। অম্বিকা স্বরূপতঃ নির্গুণা। তাঁহাকে অধিষ্ঠানরূপে পাইয়াই তাঁহার শক্তিতে চৈতন্যময় হইয়াই, যাবতীয় বিশিষ্টভাব কার্য্য সম্পাদন করে। তাঁহার যে দূত-প্রেরণ সফল হইবে না, তাহা তিনি জানিতেন, তথাপি কেবল কর্ত্তব্যবোধে একার্য্য তিনি করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা দ্বারা মা জীবকে শিক্ষা দিলেন যে, জীবকে ফলের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে। আর জীবকে এই শিক্ষাও দেওয়া হইল যে, বিবেকরূপী ঈশানের অনুশাসনে চলিলে শ্রেয়োলাভ হয়।

দেবী-চণ্ডিকা স্বয়ং শিবকে দৌত্যকার্য্যে নিয়োগহেতু শিবদূতী নামে খ্যাত হইলেন—

"শিবদূতীতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা" (চণ্ডী ৮।২৮)।

বিজ্ঞানময় গুরু-ঈশানকে দৌত্যে নিয়োগ করিবার সামর্থ্য একমাত্র চিতিশক্তিরই আছে। চিতিশক্তি সর্ব্বভাবাতীতা বলিয়া তদাশ্রিত শক্তিসমূহই সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে।

দেবীর উপদেশ লইয়া ঈশান শুম্ভের নিকট উপস্থিত হইলে ঈশান-বর্ণিত দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অসুরগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যেখানে কাত্যায়নী দেবী অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিল—

"অমর্ষাপূরিতা জগ্মুর্যতঃ কাত্যায়নী স্থিতা" (চণ্ডী ৮।২৯)।

"কাত্য" শব্দের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যাঁহাকে অয়ন বা আশ্রয় করেন, তিনিই কাত্যায়নী। সাধক অচিরে ব্রহ্মবিদ্ হইবেন, তাই এখানে মাকে কাত্যায়নী বলা হইল।

অসুরগণ প্রথমে দেবীকে আক্রমণ করিল। দেবীও আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। যাহারা প্রথমে আক্রমণ করে, তাহারা আততায়ী। আততায়ীকে নির্ব্বিচারে হত্যা করার বিধি শাস্ত্রসম্মত। আত্মাকে হনন করে বলিয়াই আততায়ী। তাই মা অচিরে আততায়ীদিগকে হত্যা করিয়া স্নেহের সন্তানকে অভয়পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। যে সাধক বহুজন্ম-সঞ্চিত অষ্টপাশ-রূপী আসুরিক ভাবগুলিকে ধরিয়া মায়ের অঙ্গে নিক্ষেপ করিতে পারে, তাহার জীবত্ব দূরীভূত হইয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। আর যে সাধক মাতৃচরণে সর্ব্বতোভাবে আপনাকে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, মা-ই স্বয়ং তাহাকে অষ্টপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবদূতী অর্থাৎ চণ্ডিকাদেবী পূর্ব্বোক্ত অষ্টমাতৃকার সহিত সমবেত হইয়া অসুরকুল ক্ষয় করিতে লাগিলেন। আজ শিবদূতী (জ্ঞানময়ী মহতী শক্তি) অসুর-নিধনে সমুদ্যত। তাঁহার আবির্ভাবে যে জীবের সর্ব্ববিধ ভেদ-ভ্রান্তি দূর হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! মনে রাখিতে হইবে, যে পরিমাণে জ্ঞানের আলোক আসিয়া পড়িতে থাকে, সেই পরিমাণেই অজ্ঞান বা ভেদ-ভ্রান্তিরূপ অসুর নির্ম্মূল হইতে থাকে। জ্ঞান-লাভ হইলে অজ্ঞান আপনিই পলায়ন করে—অজ্ঞান দূর করিবার চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানময়ী মায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাই জীবের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

নানাপ্রকারে মাতৃকাগণ কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত হইয়া দৈত্যসৈন্যগণ পলায়ন করিল। মা একা অদ্বিতীয়া হইয়াও আজ মাতৃকাগণরূপে—ব্রহ্মাণী প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তিরূপে, অসুরগণকে (দ্বৈত-প্রতীতিসমূহকে) বিমর্দ্দিত ও বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। দ্বৈত-প্রতীতি-সমূহ বিশুদ্ধ বোধের উদয়ে একে একে বিনষ্ট হইয়া যায়—মায়ের কৃপায় পঞ্চবিধ ভেদ-ভ্রান্তি ও অষ্টবিধপাশ অদৃশ্য হইয়া যায়। পঞ্চবিধ ভেদ যথা—(১) জীব ও ব্রহ্মের ভেদ, (২) জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, (৩) জীবের সহিত জীবের ভেদ, (৪) জীব ও জড়ের ভেদ, (৫) জড়ের সহিত জড়ের ভেদ।

দৈত্যগণকে পলায়নপর দেখিয়া রক্তবীজ-নামক অসুর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল। তাহার শরীর হইতে একবিন্দু রক্ত ভূতলে পতিত হইলে, তদনুরূপ অপর একটি অসুর ভূমিতল হইতে সমুত্থিত হয়। এই রক্তবীজ শুম্ভের শেষ সেনাপতি। ইহার পর একমাত্র নিশুম্ভ অবশিষ্ট থাকে; তাহাকে সেনাপতি বলা যায় না। "আমি" জীব এই ভাবটির নাম রক্তবীজ। আমি অর্থাৎ আত্মরূপী বীজটি যখন জীবত্বরূপ বিশেষণ দ্বারা রক্ত অর্থাৎ রঞ্জিত হয়, তখনই উহা রক্তবীজ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। বীজ একমাত্র পরমাত্মা—মা। নিরঞ্জন বীজের যে অভিরঞ্জন-ভাব, তাহারই নাম রক্তবীজ। রক্তবীজের শরীর হইতে একবিন্দু রক্ত ভূপতিত হইবামাত্র অপর একটি রক্তবীজ উৎপন্ন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার অর্থ এই যে, যখন রক্ত অর্থাৎ রঞ্জিত হওয়া রূপ ভাবটি ভূপতিত হয়, অর্থাৎ পার্থিব বা স্থূল ভাবের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখনই আবার জীব-ভাবটি ফুটিয়া উঠে। রঞ্জিত হওয়ার ভাবটি যতদিন থাকিবে, ততদিন উহা ভূপতিত হইবেই হইবে; সুতরাং নিরঞ্জন বীজ অভিরঞ্জিত হইবেই। যখনই সাধক জীব-ব্রহ্মের ভেদ-ভ্রান্তির পরপারে চলিয়া যাইতে উদ্যত হয়, তখনই এই রক্তবীজ আবির্ভূত হইয়া "আমি জীব"-রূপে ফুটিয়া উঠে। এই জীবত্বরূপ অজ্ঞানই সাধকের অদ্বয় গতিকে নিরুদ্ধ করে। মায়ের বিশেষ কৃপা ব্যতীত এই ভয়ঙ্কর অসুর নিহত হয় না। যাঁহারা রুদ্রগ্রন্থিভেদের সাধক, তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে রক্তবীজের ভয়ঙ্কর অত্যাচার উপলব্ধি করিতে পারেন।

অষ্ট-মাতৃকা-শক্তির সহিত রক্তবীজের যুদ্ধ চলিতে লাগিল। রক্তবীজের রুধির যতই ভূপতিত হইতে লাগিল, ততই দৈত্যসংখ্যা বাড়িয়া চলিল। তদ্দর্শনে দেবগণ ভীত ও বিষণ্ণ হইলেন। দেবতাগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া চণ্ডিকা দেবী সত্বর দেবগণকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক কালীকে বলিলেন—"হে চামুণ্ডে! তোমার বদন বিস্তৃত কর"—

"উবাচ কালীং চামুণ্ডে! বিস্তরং বদনং কুরু" (চণ্ডী ৮।৫৩)।

মা একদিকে যেমন অভয়বাণী দ্বারা দেবতাগণকে আশ্বস্ত করিলেন, অপর-দিকে তেমনি তিনি রক্তবীজবধের উদ্যম করিতে লাগিলেন।

কালীকে এইরূপ আদেশ-প্রদানপূর্ব্বক চণ্ডিকাদেবী স্বয়ং রক্তবীজকে শূলাঘাত করিলেন। কালিকাদেবীও তখনই স্বকীয় বিস্তৃত আননে তাহার শোণিতরাশি পান করিতে লাগিলেন—

"মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্" (৮।৫৭)।

শূলাঘাত শব্দের অর্থ আনন্দময় জ্ঞানালোক-সম্পাত। দ্বৈতপ্রতীতিরূপ অসুরকুল একমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানালোক ব্যতীত অন্য কিছুতেই সমূলে বিনষ্ট হয় না। এইভাবে দেবী এক দিক দিয়া রক্তবীজের দেহ ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ অদ্বয় জ্ঞানালোকে ভেদজ্ঞানকে (জীবত্ব-বুদ্ধিকে) বিদূরিত করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিলেন ; আবার অপর দিক দিয়া কালী ক্ষত-নিঃসৃত রুধিরগুলি গ্রহণ অর্থাৎ জীবভাবকে গ্রাস করিতে লাগিলেন। জীবস্বরূপ শোণিত থাকে বলিয়াই রক্তবীজের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব হয়।

এইরূপে শস্ত্রসংঘ দ্বারা সমাহত হইয়া নীরক্ত মহাসুর রক্তবীজ মহীপৃষ্ঠে নিপতিত হইল, অর্থাৎ জড়ত্বে পরিণত হইল। জীবভাবটি এতদিন 'আমি'-রূপ চেতন-বস্তুর সহিত যুক্ত হইয়া কর্ত্তা-ভর্ত্তা সাজিয়াছিল—যাহা স্বরূপতঃ জড়, তাহা এতদিন চেতনারূপে—দ্রষ্টৃরূপে প্রতিভাত হইতেছিল। কিন্তু আজ চৈতন্যের যথার্থ স্বরূপটি প্রকটিত হওয়ায়, উহা জড়ত্বে বা দৃশ্যত্বে পরিণত হইল। 'আমি' বস্তুটি এখন আর দৃশ্য বা জড় নহে, উহা দ্রষ্টা—চেতন।

বস্তুতঃ জীব বলিয়া পৃথক্ কিছু নাই, দৃশ্য বলিয়াও পৃথক্ কিছু নাই; এক-মাত্র বিশুদ্ধ-বোধ-স্বরূপ বস্তুটই নিত্য বিরাজমান। এইরূপ জ্ঞানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই রক্তবীজ-বধ। প্রকৃতপক্ষে, এইরূপ জ্ঞানের উদয়ে আর জীব-ভাব বলিয়া কিছুই থাকেনা।

——0——

উত্তর চরিত

নবম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিশুম্ভ-বধ

রক্তবীজ ও অন্যান্য অসুরগণ নিহত হইলে শুম্ভ ও নিশুম্ভ অতুলনীয় কোপ প্রকাশ করিয়াছিল। যে কোপে আমিত্বের বিলোপ হইয়া যায়, তাহা ত বাস্তবিকই অতুলনীয়! যাহা হউক "আমি জীব"—এই ভাবটির বিলয় হইবার পরই আত্মাকে আত্মসাৎ করিবার জন্য অস্মিতা-ক্ষেত্রে আর একবার শেষ উদ্যম প্রকাশ পাইল। এই উদ্যমের বহির্লক্ষণ ক্রোধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিশুম্ভ সদলবলে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল—"আমার আত্মা" বলিয়া সে আত্মার সহিত আত্মীয়তা করতঃ বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে উদ্যত হইল। নিশুম্ভের সর্ব্বস্ব প্রায় বিনষ্ট হইলেও 'আমার অম্বিকাকে চাই'—এই বলিয়া সে তীব্রবেগে, আকুল আগ্রহে অগ্রসর হইল। সাধকও নিশুম্ভের ন্যায় 'আমার আত্মা', "আমার মা" বলিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে "আমার" ভাবটী ভুলিয়া গিয়া নিশ্চয়ই সে "মা"-স্বরূপে—আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মহাবীর্য্য শুম্ভও স্বকীয় সৈন্যগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া মাতৃকাগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে চণ্ডিকাকে নিহত করিবার জন্য আগমন করিল। মমতার সহিত অস্মিতাও যুদ্ধযাত্রা করিল; কেন না, মমতা ও অস্মিতা পরস্পর সহ-ভাবী। শুম্ভ মনে করিল, অষ্ট-মাতৃকাসহ চণ্ডিকাকে বধ করিতে পারিলেই দেবী অম্বিকা একাকিনী হইবেন; সুতরাং অম্বিকার পাণিগ্রহণাভিলাষী শুম্ভের অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে। যতই অস্মিতার আত্ম-সান্নিধ্য লাভ হয়, ততই আত্মাকে আয়ত্ত করিবার জন্য তাহার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

যাহা হউক, অমর-বিজয়ী নিশুম্ভ নানাবিধ অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে যখন ব্যর্থ প্রয়াস হইতেছিল, তখন সে শূলহস্তে আগমন করিল। চণ্ডিকা তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া স্বীয় শূল নিক্ষেপ-পূর্ব্বক তাহার হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন। শূলাঘাতে নিশুম্ভের হৃদয়দেশ বিদীর্ণ হইলে, তথা হইতে অপর এক মহাবল ও মহাবীর্য্য-সম্পন্ন পুরুষ "তিষ্ঠ" বলিতে বলিতে নির্গত হইল (চণ্ডী ৯।৩৫)।

নিশুম্ভের শূল অর্থাৎ ত্রিপুটি-জ্ঞান (জ্ঞান—জ্ঞাতা—জ্ঞেয়—এই তিনের জ্ঞান) ব্যর্থ করিয়া চণ্ডিকা শূলাঘাতে অর্থাৎ অদ্বয়াত্মস্বরূপ-প্রকাশে তাহার হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু নিশুম্ভ নিহত হইলেও তাহার হৃদয়দেশ হইতে আর একটি পুরুষ নির্গত হইল। যে চৈতন্যসত্তায় অধিষ্ঠিত হইয়া মমত্বরূপ একটি বিশিষ্টভাব প্রকাশ পায়, সেই বিশিষ্ট চৈতন্যই নিশুম্ভের হৃদয়-নিঃসৃত পুরুষ। মমত্বরূপ বিশিষ্ট ভাবটি নষ্ট হইলেও, তদধিষ্ঠিত চৈতন্যের বিলয় হয় না। কারণ-বীজ থাকিলে আবার অঙ্কুর উৎপন্ন হইবেই। ঐ বীজটিই এস্থলে পুরুষ। তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই পুরুষ বলিল—"তিষ্ঠ"।

দেবী অট্টহাস্য করিয়া খড়্গদ্বারা সেই হৃদয়-নিষ্ক্রান্ত পুরুষের শিরশ্ছেদ করিলে, সেই পুরুষ ভূতলে নিপতিত হইল। চণ্ডিকার খড়্গাঘাতে অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানালোক-সম্পাতে মমতাধিষ্ঠিত চৈতন্যের শিরশ্ছেদ হইল। "আমি মমতাময়" এইরূপ অভিমাননাশের নামই নিশুম্ভের হৃদয়-নিঃসৃত পুরুষের শিরশ্ছেদ।

অনন্তর সিংহ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা দ্বারা নিশুম্ভের সৈন্যগুলির গ্রীবাদেশ বিদীর্ণ করিয়া তাহাদিগকে চর্ব্বণ-পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিল। তখন শিবদূতীও সেইরূপে অপরগুলিকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ দেবীর উত্তম বাহন জীবরূপী সিংহ মমতার অনুচরগুলিকে চর্ব্বণপূর্ব্বক ভক্ষণ এবং শিবদূতী অন্যান্য আসুর ভাবসমূহকে গ্রাস করিতে লাগিলেন। মমতা বিনষ্ট হইলে তদাশ্রিত যাবতীয় সংস্কার এইরূপে অনায়াসেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরভাবীয় সংস্কারগুলিই নিশুম্ভ-শুম্ভের সৈন্যদল।

এইবার অষ্টশক্তি অসুরদিগকে নিহত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহারাই ইতঃপূর্ব্বে রক্তবীজ-বধের সময়ে ঘৃণা-লজ্জাদি অষ্টপাশরূপী অষ্টবিধ অসুরকুলকে নিহত করিয়াছেন। আবার এখানে ইহারাই ঈশ্বরত্বের অষ্টৈশ্বর্য্য (অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা)—এই সব লাভের বাসনাত্মক সূক্ষ্ম সংস্কাররূপী অসুরগণের বিলয় সাধন করিলেন। মনে রাখিতে হইবে, যথার্থ আত্মজ্ঞানের পক্ষে ঈশ্বরত্বাভিমানও প্রবল অন্তরায়। ঈশ্বরত্বের প্রতি বৈরাগ্য না আসিলে মমতারূপী নিশুম্ভ নিহত হয় না। অনেক সাধক এই খানে আসিয়া অষ্টৈশ্বর্য্যের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া পড়েন।

এইভাবে কতকগুলি অসুর যুদ্ধে নিহত হইল, কতকগুলি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল, আর অবশিষ্ট অসুরগুলি কালী, শিবদূতী ও সিংহ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইল (চণ্ডী ৯।৪১)।

ইহাদের মধ্যে যাহারা নিহত, তাহাদের আর পুনরাবর্ত্তন নাই—অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কতকগুলি সংস্কার চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। আর কতকগুলি সংস্কার (আহার-বিহারাদি) ব্যুত্থিত অবস্থায় পুনরাবর্ত্তিত হয়; ইহারাই পলায়নকারী সৈন্যদল। আবার কতকগুলি সংস্কার (ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা, জ্ঞানদান, লোকশিক্ষা প্রভৃতি) সর্ব্বতোভাবে মাতৃ-ইঙ্গিতে, মাতৃ-ইচ্ছায় পরিচালিত হয়। এইরূপ সংস্কারগুলিকে লক্ষ্য করিয়াই ৯।৪১মন্ত্রে শিবদূতী কর্তৃক অসুর-ভক্ষণের কথা বলা হইয়াছে। মোটকথা এই যে, একবার অদ্বয়তত্ত্বের সাক্ষাৎকার-লাভ হইলে সাধকের ভেদভ্রান্তি, বন্ধন-ভীতি, মৃত্যু-ভয় প্রভৃতি চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তবে স্থূলদেহ থাকা পর্য্যন্ত প্রারব্ধ সংস্কার-ক্ষয়ের অপেক্ষা করিতে হয়। প্রারব্ধ ক্ষয়ে বিদেহ-কৈবল্য লাভ হয়।

উত্তর চরিত

দশম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শুম্ভ-বধ

শুম্ভের প্রাণ-প্রতিম সহোদর নিশুম্ভ নিহত হইয়াছে—অস্মিতার একান্ত সহায় মমতা দ্বৈতসংস্কারসহ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। এইবার অস্মিতা একা—সহায়হীন; কিন্তু প্রতিহিংসা, প্রতিদান বা আত্মদানের জন্য তাহার আগ্রহ প্রবল। তাই ক্রোধভরে সে দেবীকে বলিল—"হে বল-গর্ব্বে উদ্ধত দুর্গে! তোমার অতিশয় বল-গর্ব্ব দেখিতেছি। কিন্তু তোমার গর্ব্ব করিবার ত কিছুই নাই। কেন না, তুমি অন্যের বলে বলীয়সী" (চণ্ডী ১০।২—৩)।

বস্তুতঃ আত্মা—মা যথার্থই বলগর্ব্বিতা; কারণ, তিনি অদ্বিতীয়া এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাবতীয় শক্তি আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত। দেবীসূক্তে যে "আমি"-কে অন্বেষণ করিবার ইঙ্গিত করা হইয়াছে, নানারূপ স্তবের ভিতর দিয়া, নানা অবস্থা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া আসিয়া একদিন সাধক এই "আমি"র সমীপে উপস্থিত হইয়াছে— আজ সে "আমি"-রূপিণী মায়ের অক্ষুণ্ণ প্রভাব দেখিতে পাইতেছে। এক— প্রতিবিম্ব-আমি, অন্য—বিম্ব-আমি ; এক অস্মিতা, অন্য আত্মা বা চিতি শক্তি ; এক চিদাভাস, অন্য স্বয়ং চিৎ। এতদিনের পর এই উভয়ে পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে। কত যুগযুগান্তর, কত জন্ম-জন্মান্তর অক্লান্ত সাধনের ফলে—না, না ! মায়ের—গুরুর প্রবল স্নেহের আকর্ষণে, আজ সাধক অম্বিকা মায়ের—আত্মার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অহো ! এতাদৃশ সাধক-জীবন কত ধন্য !

শুম্ভের উত্তরে দেবী বলিলেন—"এই জগতে একমাত্র আমি-ই ত আছি। আমা হইতে অপর দ্বিতীয় আর কে আছে ? প্রকৃতপক্ষে, জগদ্রূপে যাহা কিছু প্রতীয়মান হয়, সে সকলই একমাত্র আমি—মা। আমি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। ওরে দুষ্ট ! দেখ, আমার বিভূতিসমূহ আমাতেই প্রবেশ করিতেছে (চণ্ডী ১০।৫)। যাহা কিছু বহুত্ব, যাহা কিছু শক্তি, সে সকলই ত আমার—মায়ের—আত্মার", এই বলিয়া মা স্বকীয় বিভূতিসমূহ সংহরণ করিলেন। তখন অম্বিকা একাই রহিলেন। আসল কথা এই যে, যতই শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করা যাউক, যত কঠোর সাধনাই করা হউক, মা স্বয়ং যতদিন স্বকীয় পরিচয় প্রদান না করেন, ততদিন কাহারও সাধ্য নাই যে, মায়ের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। মায়ের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, মাকে বরণ করিতে হইলে, মাতৃ-চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে হয়। কন্যা যেমন বরকে বরণ করে—সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণ করে, ঠিক তেমনি ভাবে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলে, মা স্বকীয় স্বরূপটি উদ্ভাসিত করেন।

দেবী শুম্ভকে ইহাও বলিলেন যে, আমি-ই ত একমাত্র আমি, আমি ব্যতীত আর কেহ নাই। অতএব হে শুম্ভ ! তুমি আবার একটা পৃথক্ আমি কিরূপে হইলে ?

যাহা হউক, শুম্ভ যখন ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তিবর্গের বিকাশ দেখিয়া অম্বিকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুত্বে সংশয়াপন্ন হইয়াছে, তখন মা আমার কৃপা-পূর্ব্বক স্বকীয় বিভূতিসমূহ সংহরণ করিয়া শুম্ভকে বলিলেন—"দেখ, আমার বিভূতিসমূহ আমাতেই প্রবিষ্ট হইল !"

এইবার দেবী শুম্ভকে যুদ্ধে স্থির হইতে বলিলেন। এখন তিনি একাই যুদ্ধে অবস্থিত—"তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব" (চণ্ডী ১০।৮)।

মায়ের এই "স্থির হও" কথাটির মধ্যে একটু রহস্য আছে। এখানে আসিয়া একত্বের সমীপস্থ হইয়া স্থির থাকা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। সকল প্রকার বিশিষ্টতা এখানে বিশীর্ণ হইয়া পড়ে। যদিও সর্ব্বত্ব, বহুত্ব বিদূরিত হইয়াছে, তথাপি অস্মিতারূপ বিশিষ্টতাটুকু রহিয়াছে, তাহা ত এখনও বিলয়-প্রাপ্ত হয় নাই। আত্মার সন্নিহিত হইলে, সেই বিশিষ্টতাটুকুও বিলুপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং এখানে স্থির থাকা সহজসাধ্য নয় বলিয়াই মা আদর করিয়া বলিলেন—"স্থিরো ভব" ! অস্মিতা যতক্ষণ স্থির থাকিতে পারিবে, ততক্ষণই মায়ের আনন্দ-বিলাস চলিবে। সুতরাং শুম্ভের এখন স্থির হওয়াই একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সে আর কতক্ষণ !

অনন্তর দেবাসুরগণের সম্মুখে দেবী এবং শুম্ভ উভয়ের দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেবী ও শুম্ভের যুদ্ধ ভয়ঙ্করই বটে ! একদিকে অস্মিতা স্বীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসী, অন্যদিকে আত্মার স্বপ্রকাশ সেই বৈশিষ্ট্যকে বিলয় করিতে সমুদ্যত। এক প্রতিবিম্ব, অপর বিম্ব। কিন্তু প্রতিবিম্ব যতদিন নিজেকে প্রতিবিম্ব বলিয়া বুঝিতে না পারে, ততদিনই বিম্বের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া স্বয়ং পৃথক্-সত্তাবিশিষ্ট বস্তুরূপে প্রতিপন্ন হইতে চেষ্টা করে। সুতরাং এই দারুণ যুদ্ধ অনিবার্য্য।

দেবীর দারুণ প্রহারের পর দেবীর শূলাগ্রদ্বারা বিশেষভাবে আহত শুম্ভ হতপ্রাণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তাহার পতনে সসাগরা, সদ্বীপা, সপর্ব্বতা পৃথিবী বিচলিত হইল। কেবলানন্দময় বোধস্বরূপের সম্যক প্রকাশই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবীর শূলাঘাত। পূর্ব্বে শূলশব্দের "আনন্দময় ত্রিপুটি" অর্থ করা হইয়াছিল। এস্থলে শূল শব্দে ত্রিপুটিবিহীন কেবলানন্দময় "জ্ঞ" স্বরূপটি বুঝিতে হইবে। উহার উদয়ে অস্মিতা অর্থাৎ যাবতীয় অনাত্মভাবের বীজ সম্যক বিলয়প্রাপ্ত হয়। জগৎ বা দৃশ্য বস্তু বলিয়া কিছুই নাই, আমি বলিয়াও কিছু নাই। যাহা আছে এবং অস্তি-রূপে যাহার উপলব্ধি হয়, তাহা আমি নহে,—তাহা আত্মা। যে "আমি" এতদিন সর্ব্বাধিপতি সর্ব্বভাবের জ্ঞাতা এবং অধিষ্ঠাতৃরূপে প্রতীত হইত সেই "আমি" নাই—ত্রিকালেও নাই।

শুম্ভের পতনে সসাগরা, সদ্বীপা, সপর্ব্বতা পৃথিবী বিচলিত হইয়াছিল। গুণত্রয়ের পরস্পর সংক্ষোভের তারতম্য বশতঃ যে সপ্তধা ভেদ হয়, তাহাই সপ্তসমুদ্র; মূলাধারাদি যে সাতটি বিশিষ্ট অনুভূতি-কেন্দ্র, তাহাই সপ্তদ্বীপ, আর জড়ত্ব-বোধগুলি পর্ব্বতস্থানীয়। অস্মিতার বিনাশে ইহারা সকলেই বিচলিত হইয়া উঠে। অস্মিতা বা আমিত্ব বিনষ্ট হইলে ইহাদের আর সত্তা থাকে না; কেন না, ঐ সকল আমিত্বেরই বিকাশমাত্র।

যতদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্মস্বরূপে অবস্থিতি না হয়, ততদিন দেহাদি অনাত্ম-বস্তুর ভাণ হয়। প্রারব্ধ নিঃশেষরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সাধক বিদেহ-কৈবল্য লাভ করে; তখন অনাত্মবস্তুর ভাণ হয় না। প্রবল প্রারব্ধ সংস্কারগুলি (যাহা আত্মজ্ঞানের পক্ষে বিশেষ অন্তরায়) ক্ষয়-প্রাপ্ত হইলেই আত্মজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। এই জগৎ, এই দেহাদি—ইহারা যে বিজ্ঞানমাত্র, এইরূপ প্রতীতির নাম রুদ্রগ্রন্থি। আত্মজ্ঞানের উদ্ভাসনে রুদ্রগ্রন্থির ভেদ হয়। এক অদ্বিতীয় আত্মা—মা নিত্য বিরাজিতা, তদ্ব্যতীত কোথাও কিছুই নাই—এইরূপ উপলব্ধিতে উপনীত হওয়ার নামই রুদ্রগ্রন্থি-ভেদ। যাহা চিন্মাত্রস্বরূপ, তাহাতে চেতা বলিয়া কিছু নাই, কিছুই থাকিতে পারে না। যাহা অনুভূতি-মাত্রস্বরূপ, তাহাতে অনুভাব্য বলিতে কিছুই নাই, থাকিতেও পারে না। বস্তুতঃ এই ক্ষেত্রে, এই পরমাত্মস্বরূপে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কিছুই থাকে না। আত্মা নিত্য-স্বচ্ছ, নিত্য-নিরঞ্জন, নিত্য-বিশুদ্ধ। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বটে, কিন্তু তজ্জন্য রজ্জুতে সর্প বলিয়া কখনও কিছু থাকে না। রজ্জুতে সর্প-ভাব যেরূপ কখনও নাই, সেইরূপ আত্মায় জগদ্‌ভাব কখনও নাই। সে যাহা হউক, এইরূপে মায়ের কৃপায় সাধকের ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হয়, সাধক জীবন্মুক্ত হয়, তাহার সকল বন্ধন ঘুচিয়া যায়, সে নিত্যমুক্ততার আস্বাদ পায়।

আমি না থাকিলে উৎপাতও থাকে না। কথায়ও বলে—"আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল"; তাই বলা হইয়াছে—

উৎপাতমেঘাঃ সোল্কা যে প্রাগাসংস্তে শমং যযুঃ।
সরিতো মার্গবাহিন্যস্তথা সংস্তত্র পাতিতে ॥ (চণ্ডী ১০।২৯)

যে সকল উল্কাবিশিষ্ট উৎপাতমেঘ পূর্ব্বে ছিল, শুম্ভ পাতিত হইলে তাহারা শান্ত হইল এবং নদী সকল যথামার্গে বহিতে লাগিল।

পূর্ব্বে যে দুর্ব্বহ সংসার-চিন্তার ভার ছিল, এখন "আমি"র অভাবে তাহা সম্যক্ দূরীভূত হইয়াছে। শুধু সাংসারিক দুশ্চিন্তা কেন, পূর্ব্বে সাধন-রাজ্যেরও কত দুশ্চিন্তা ছিল। কিরূপে দুর্জ্জয় মন ও দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গুলি বিধ্বস্ত হইবে, কিরূপে সিদ্ধি-শক্তি লাভ হইবে, কিরূপে অনাদি জন্মসঞ্চিত কর্ম্মরাশির ক্ষয় হইবে—ইত্যাদি কতই না দুশ্চিন্তা ছিল। ঐ দুশ্চিন্তারূপ মেঘগুলি আবার কত নৈরাশ্য, কত সন্দেহরূপ উল্কাদ্বারা যুক্ত ছিল। এখন তাহারা প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। আর সরিৎ সকল অর্থাৎ দেহস্থ শক্তি-প্রবাহসমূহ নিজ নিজ পথে প্রবাহিত হইল। ইতিপূর্ব্বে সাধনার জন্যই হউক, বা সাংসারিক চিন্তার ভারেই হউক, তাহারা উৎপথগামী ছিল। এখন আর দুশ্চিন্তা নাই, সুতরাং তাহারা স্ব স্ব পথে শান্তভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমিত্ব-বিলয়ের সঙ্গে যেমন চিন্তা, নৈরাশ্য, আশা সবই লয়-প্রাপ্ত হয়, তেমনি সাধকের স্থুল শরীরও অনেকটা শান্ত ভাব প্রাপ্ত হয়। যতদিন শুম্ভ থাকে, যতদিন অস্মিতার প্রভাব বিদ্যমান থাকে, ততদিনই নানারূপ উৎপাত, নানাবিধ উচ্ছৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু উহার বিলয়ে সবই সৌম্যভাব ধারণ করে—সবই প্রশান্ত হইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্মিতা বিনষ্ট হইলে আর কি হয় ? অখিল সংসার প্রসন্নতা লাভ করে, জগৎ সুস্থ হয় এবং আকাশ অতিশয় নির্ম্মল হয় (চণ্ডী ১০।২৮)। একমাত্র আত্মসত্তাই যে সর্ব্বত্র সম্যকভাবে উদ্ভাসিত, এইরূপ উপলব্ধিতে সাধকের অপ্রসন্নতা বলিয়া কিছুই থাকে না—সবই "স্ব" হইয়া যায়। আর সাধকের বিজ্ঞানময় আকাশে কোনরূপ মলিনতা থাকে না। পূর্ব্বে বহুত্বের আবরণে বিজ্ঞানাকাশ মলিন ছিল। এক্ষণে অস্মিতা-বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে বহুত্ব-প্রতীতির উচ্ছেদ হইয়াছে ; সুতরাং বিজ্ঞানাকাশও সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, শুম্ভের পতনে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু সকলেই আনন্দিত (চণ্ডী ১০।৩০—৩২)।

বস্তুতঃ অস্মিতার বিলয়ে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যরূপী দেবতাগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গণ প্রসন্নতা লাভ করে, নাদাধিষ্ঠিত চৈতন্যবৃন্দ অর্থাৎ গন্ধর্ব্বগণ আনন্দ-মঙ্গল গান করিয়া লব্ধ আনন্দকে বর্দ্ধিত করে। অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে থাকে—অর্থাৎ পুলক-কম্পনাদিরূপ সাত্ত্বিকভাবসমূহ প্রকাশ পায়। যোগের প্রথমাবস্থায় এই সাত্ত্বিক ভাবগুলি সাত্ত্বিক বিক্ষেপের সহকারী বলিয়া সাধনার অন্তরায় হইলেও, অস্মিতার বিলয়ের পর এই অঙ্গকম্পনাদি বিক্ষেপকারক হয় না, বরং আনন্দসূচক হয়। মনে রাখিতে হইবে, বিক্ষেপ চিত্তেরই ধর্ম্ম—আত্মার বিক্ষেপ বলিয়া কিছুই নাই। পুণ্যবায়ু প্রবাহিত হয়—অর্থাৎ, বায়ুমণ্ডল পবিত্র ও আনন্দময় বলিয়া মনে হয়। মোটের উপর, ভুবন মধুময় হয়। এতদ্ব্যতীত, আভ্যন্তরীণ প্রাণাদি পঞ্চবায়ুও মধুময় হইয়া উঠে হোমাগ্নি অর্থাৎ শরীরস্থ তেজস্তত্ত্ব শান্ত হয় এবং অমঙ্গলসূচক শব্দসমূহ শান্তভাব ধারণ করে। আসল কথা, আত্মবোধে উপনীত হইলে—একবার মায়ের কোলে উঠিতে পারিলে, প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, এমন কি স্থূলদেহ পর্য্যন্ত এক অপূর্ব্ব রসে রসময় হইয়া থাকে। এইভাবে মায়ের কৃপায় শুম্ভ নিহত হইলে অর্থাৎ অস্মিতার বিলয় হইলে, সাধকের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ হয় ; কোন অবস্থায়ই এই আনন্দের বিচ্যুতি ঘটে না। এই আনন্দই বৈষ্ণবের ভাষায় নিত্য-বৃন্দাবনে নবঘনশ্যাম, আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাংখ্যের পুরুষ, বেদান্তের ব্রহ্ম, উপনিষদের আত্মা, গীতার শ্রীকৃষ্ণ, দেবী-মাহাত্ম্যের চণ্ডিকা এবং আমাদের মা।

——০——

উত্তর চরিত

একাদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নারায়ণী-স্তুতি

দেবী কর্ত্তৃক যুদ্ধে অসুরশ্রেষ্ঠ শুম্ভ নিহত হইলে বহ্নিপ্রমুখ ইন্দ্রসহ দেবগণ ইষ্টলাভবশতঃ প্রফুল্লবদনে দিক্-সমূহ উদ্ভাসিত করিয়া কাত্যায়নীর স্তব করিতে লাগিলেন (চণ্ডী ১১।২)।

শুম্ভ নিহত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবৃন্দরূপী দেবগণের অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে; তাঁহাদের অপহৃত যজ্ঞভাগ পুনরায় করতলগত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই। এখন তাঁহারা বিশিষ্ট-চৈতন্য হইয়াও অখণ্ড চৈতন্যের সহিত একান্ত অন্বিত—অখণ্ড আনন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ; তাই তাঁহাদের মুখমণ্ডলে হর্ষোৎফুল্ল ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

ইন্দ্র দেবতা-প্রধান হইলেও অগ্নিদেবকেই এখানে পুরোগামী করা হইয়াছে। কেননা, অগ্নি বাগিন্দ্রিয়ের অধিপতি, আর স্তুতি বাক্য-সমষ্টিমাত্র; সুতরাং বাগধিষ্ঠিত চৈতন্যকে পুরোগামী করিতে পারিলেই স্তবাদি কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রসন্ন না হইলে, স্তোত্রাদি পাঠ কখনও সত্য ও প্রাণময় হয় না।

বিশুদ্ধ-বোধ স্বরূপে অবস্থান-কালে দ্বৈতপ্রতীতির অভাববশতঃ স্তবাদি পাঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একান্ত অসম্ভব হইলেও, ব্যুত্থিত অবস্থায় পুনরায় দেহাদি অনাত্মপ্রতীতি ফুটিয়া উঠে। সুতরাং সে অবস্থায় স্তব-স্তুতি অসম্ভব নহে, বরং একান্ত স্বাভাবিক। তাই দেবতাগণ ভক্তিবিনম্র মূর্ত্তিতে কাত্যায়নীর স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণের একান্ত আশ্রয়ণীয় বলিয়াই মা আমার কাত্যায়নী নামে অভিহিতা, ইনিই সগুণ ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্মেরই স্তবাদি হইয়া থাকে। এই স্তবের বিষয় একাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক হইতে পঁয়ত্রিশসংখ্যক শ্লোকসমূহে বর্ণিত হইয়াছে।

দেবতাবৃন্দের স্তবে মা আমার বিশেষভাবে প্রসন্না হইয়াছেন—বরদায়িনী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া জগন্মঙ্গলবিষয়ক বরদানে উদ্যত হইয়াছেন। সত্যই এইরূপ হয়। এখনও (এই অবিশ্বাসের যুগেও) এমনি করিয়া সত্যই মা অবতীর্ণ হইয়া সন্তানগণকে বরাভয়দানে ধন্য করেন। সে বরে জগতের মঙ্গল সাধিত হয়। বস্তুতঃ সন্তান যখন জগদাত্মায় একীভূত হইয়া যায়, তখন জগতের মঙ্গল-সাধনই তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়ে—ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দিকে তাহার লক্ষ্য থাকে না। তাই নিষ্কাম সাধকগণের তপস্যার ফল জগতের সকল লোকই অল্পাধিক পরিমাণে লাভ করিয়া থাকে। নিষ্কাম সাধকগণের সাধনার ফলেই বিশ্বমঙ্গল সাধিত হয়।

দেবতাগণ ত্রৈলোক্যের সর্ব্ববিধ বাধা-প্রশমনার্থ বর চাহিয়াছিলেন। মা সেই বরপ্রদানে উদ্যত হইয়া যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তৎসমুদয় একাদশ অধ্যায়ের ৪১শ শ্লোক হইতে ৫৪শ শ্লোকসমূহে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

দেবী বলিয়াছেন—"বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিতমযুগ উপস্থিত হইলে, তৎকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভনামক অসুরদ্বয়কে আমি বিন্ধ্যাচলবাসিনী হইয়া বিনাশ করিব। পুনরায় অতি ভীষণরূপে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া বিপ্রচিত্তবংশীয় দানবদিগকে বধ করিব। সেই সকল দানবকে ভক্ষণ করিতে করিতে আমার দন্তসকল দাড়িম্ব-কুসুমের মত রক্তবর্ণ হইবে এবং তখন আমি রক্তদন্তিকা নামে অভিহিতা হইব। পুনরায় শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হইলে মুনিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া অযোনি-রূপে আমি উৎপন্ন হইব। তখন শতনেত্র দ্বারা মুনিগণকে নিরীক্ষণ হেতু আমি শতাক্ষী বলিয়া কীর্ত্তিত হইব। সেই কালে বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত আমি নিজদেহসম্ভূত প্রাণধারক শাকের দ্বারা সমুদয় লোককে ভরণ করিব ; এইজন্য তখন শাকম্ভরী নামে জগতে আমি বিখ্যাত হইব। আর সেই অনাবৃষ্টি সময়েই দুর্গনামক মহাসুরকে বধ করিব ; সেই হেতু দুর্গাদেবী বলিয়া আমার নাম প্রসিদ্ধ হইবে। আবার আমি ভীমরূপ গ্রহণ করিয়া হিমাচলে মুনিগণের সংরক্ষণের জন্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করিব ; এইজন্য আমি ভীমাদেবী নামে খ্যাতি লাভ করিব। যখন অরুণনামক অসুর ত্রিভুবনে মহাবিঘ্ন উৎপন্ন করিবে, তখন আমি অসংখ্য-ভ্রমর-বিশিষ্ট আকৃতিধারণপূর্ব্বক ত্রিভুবনের হিতের জন্য মহাসুরকে বধ করিব ; এইজন্য তখন সকলে আমাকে "ভ্রামরী" নামে স্তব করিবে। এইরূপে যখন যখন দানবসম্ভূত বাধা উপস্থিত হইবে, তখন তখনই আমি অবতীর্ণ হইয়া শত্রুর সম্যক ক্ষয় করিব"। মোটের উপর, উপরিস্থিত উক্তি হইতে বুঝা গেল, রক্তদন্তিকাদি ছয়টি অবতার উত্তরকালে আবির্ভূতা হইবেন।

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥ চণ্ডী ১১।৫৫

মা এস্থলে "অবতীর্য্যাহং" বলিয়া অবতার-তত্ত্বের আভাস প্রদান করিলেন। বস্তুতঃ আত্মজ্ঞান-লাভের পথে যত প্রকার বাধাই আসিয়া উপস্থিত হউক না কেন, মাতৃ-চরণে শরণাগত সন্তানগণের সেই সকল বাধা মা স্বয়ং স্বহস্তে বিদূরিত করিয়া দেন।

——০——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর চরিত্র

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেব্যাঃ স্তুতি

এই অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে দেবীমাহাত্ম্যের পঠন ও শ্রবণের ফল এবং তৎফলে যে সর্ব্বপ্রকার বাধা প্রশমিত হয়, তৎসমুদয় দেবী স্বয়ং বলিলেন। দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে :—

এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ।
তস্যাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ম্‌॥

যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই সকল স্তবের দ্বারা নিত্য আমাকে স্তুতি করিবে, আমি তাহার সকল বাধা নিশ্চিতই শান্ত করিব।

উপরি উক্ত শ্লোকটিতে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। "এভিঃ স্তবৈঃ" দ্বারা (১) মধুকৈটভবধে ব্রহ্মার স্তব, (২) মহিষাসুরবধে শক্রাদিস্তব, (৩) দেবীদূত-সংবাদে "নম স্তস্যৈ"স্তুতি এবং (৪) শুম্ভবধের অবসানে নারায়ণী বা দেব্যাঃ স্তুতি—এই সকল স্তবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অনন্তর "সমাহিতঃ" পদে বুঝিতে হইবে যে, চিত্ত যদি সমাহিত হয়, তবেই স্তবাদিপাঠের যথার্থ ফল লাভ করা যায়। এখানে "সমাহিত" পদে মায়ের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখা বুঝিতে হইবে।

সমাহিত চিত্তে দেবীমাহাত্ম্য অষ্টমী, নবমী এবং চতুর্দ্দশী তিথিতে পাঠ ও শ্রবণ করিলে দুষ্কৃত, দুষ্কৃতজন্য আপদ্‌, দারিদ্র্য, ইষ্টবিয়োগ, শত্রু-দস্যু-জল-প্লাবনাদির ভয়, মহামারীজনিত উপসর্গ ও ত্রিবিধ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) উৎপাত প্রশমিত হয়। তবে পাঠ ও শ্রবণ একমনে ও ভক্তির সহিত করিতে হইবে। বিশেষতঃ যে স্থানে এই মাহাত্ম্য পঠিত হয়, সেই স্থান মা কদাপি পরিত্যাগ করেন না। মা সর্ব্বত্র বিরাজ করিলেও যাঁহারা ভক্তির সহিত সমাহিত ভাবে চণ্ডীমাহাত্ম্য পঠন ও শ্রবণ করেন, তাঁহারা তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে পারেন। মায়ের চরিতকথা পাঠ বা শ্রবণপূর্ব্বক বলিদান, পূজা, যাগযজ্ঞ এবং মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইলে, মা সেই সকল কার্য্য অতি প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন। বলিদান বলিতে ছাগাদি পশুবলিও বুঝিতে হইবে। এইজন্য "বলি" অর্থে সাধারণতঃ পূজোপহার বুঝিয়া লওয়াই যুক্তি-সঙ্গত। শরৎকালে মায়ের যে বার্ষিকী মহাপূজা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে ভক্তির সহিত চণ্ডী-মাহাত্ম্য শ্রবণ ও পাঠ করিলে মানুষ সকল বাধা হইতে মুক্ত এবং ধনধান্য-সুতান্বিত হইতে সমর্থ হয়। এতদ্ভিন্ন, এতৎপাঠে ও শ্রবণে মানব যুদ্ধে পরাক্রম লাভ করে, নির্ভীক হয়, রিপুক্ষয়ে সমর্থ হয় এবং কল্যাণ লাভ করে। সর্ব্বপ্রকার শান্তিকার্য্যে, দুঃস্বপ্ন-দর্শনে, উগ্রপীড়ায়, রাক্ষস-ভূত-পিশাচাদির উৎপীড়নে দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ বিধেয়। দেবী আরও বলিলেন—"উত্তম উত্তম পশু, পুষ্প, ধূপ, গন্ধদ্রব্য এবং দীপাদি দ্বারা পূজা, ব্রাহ্মণ-ভোজন, হোম, অভিষেক এবং নানাবিধ ভোগ্যবস্তু-প্রদান—এই সকল কার্য্য সংবৎসর কাল প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হইলে আমার যেরূপ প্রীতি লাভ হয়, এই সুচরিত একবার মাত্র শ্রবণে আমার সেইরূপ প্রীতি হইয়া থাকে"।

তত্ত্বজ্ঞানশূন্য প্রাণহীন কর্ম্মকাণ্ডের দীর্ঘকাল অনুষ্ঠান অপেক্ষা একবার মাত্র তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ শ্রবণের ফল যে অনেক বেশী, তাহাতে সংশয় নাই। তবে ইহাও সত্য যে, এই কর্ম্মকাণ্ড-অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং তত্ত্বজ্ঞান-ধারণের উপযোগিনী ধী প্রকাশিত হয়। জিজ্ঞাসা হইতে পারে—কর্ম্মকাণ্ড-পরিত্যাগপূর্ব্বক শুধু শ্রবণ-মনন করিলে হয় না কি ? না, কর্ম্মকাণ্ডই ত শ্রবণ-মননাদির সামর্থ্য জন্মায়। তবে যখন কাহারও কর্ম্মকাণ্ড-পরিত্যাগের যথার্থ যোগ্যতা আসে, তখনও লোকশিক্ষার জন্য তাহার পক্ষে যথাবিধি কর্ম্মানুষ্ঠান করা নিন্দনীয় ত নহেই, বরং একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ কর্ম্মকাণ্ডই হিন্দুজাতির একমাত্র বিশিষ্টতা। কর্ম্মকাণ্ড বিলুপ্ত হইলে, অথবা উহার নিষ্প্রয়োজনীয়তা জনসমাজে উপলব্ধ হইলে, অদূর ভবিষ্যতে এইদেশ যে ম্লেচ্ছ-দেশে পরিণত হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা করাও অন্যায্য নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আরও বলিলেন—যদি কেহ সমগ্র দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করিতে অসমর্থ হইয়া মাত্র স্তোত্রগুলি পাঠ করে, তবে তাহারও শুভ মতি হয়। উপসংহারে মা বলিলেন—শ্রবণ-মননে অসমর্থ হইয়া যথার্থ কাতরভাবে এই পবিত্র চরিত স্মরণ করিতে পারিলেও মানুষ বিপদ্‌সমূহ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে; অধিকন্তু, ধীরে ধীরে জীব ভগবৎ-সত্তায় বিশ্বাসবান্ হয়।

এই বলিয়া চণ্ডবিক্রমা সেই ভগবতী চণ্ডিকাদেবী দেখিতে দেখিতে দেবগণের সম্মুখেই অন্তর্হিত হইলেন এবং অরিকুল নিহত হওয়ায়, দেবতাগণও নির্ভয়ে যথাপূর্ব্ব যজ্ঞভাগভোগরূপ স্ব স্ব অধিকার লাভ করিলেন।

সত্য সত্যই মা আমার এইরূপে দেখিতে দেখিতেই অন্তর্হিত হইয়া যান। মাকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ধরিয়া রাখিবার অধিকার কাহারও নাই। তিনি আপন ইচ্ছায় প্রকাশিত হন, আবার আপন ইচ্ছায় অন্তর্হিত হইয়া থাকেন। তবে একটি কথা এই যে, মা যখন চণ্ডবিক্রমা চণ্ডীমূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হন, তখনই জীব যথার্থ ধন্য হয়, তাহার জীবত্বের অবসান হয়। জীব তখন আপন স্বরূপের সন্ধান পাইয়া জীবত্বের মোহ হইতে চির পরিত্রাণ লাভ করে। তখন দেবতা-গণও অসুর-উৎপীড়ন হইতে বিমুক্ত হইয়া যজ্ঞভাগ-গ্রহণ-রূপ স্ব স্ব অধিকার লাভ করেন—পরমাত্ম-সম্ভোগ-জনিত বিশিষ্ট-আনন্দভোগের সুযোগ পাইয়া থাকেন।

অনুচরবর্গের সহিত শুম্ভ ও নিশুম্ভ দেবীকর্ত্তৃক নিহত হইলে, হতাবশিষ্ট দৈত্যগণ পাতালে প্রবেশ করিল। সপ্তম অজ্ঞান-ভূমিকাই পাতাল। জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে অজ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হয়; সুতরাং আত্মস্বরূপ-বিষয়ক অজ্ঞান-জনিত আসুরিক বৃত্তিসমূহ তৎসঙ্গে আপনা হইতেই বিলয়-প্রাপ্ত হয়। দেবী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে শুম্ভ ও নিশুম্ভরূপী অস্মিতা ও মমতাকে বিলয় করিলে, হতাবশিষ্ট আসুরিক ভাবনিচয় আপনা হইতেই অদৃশ্য হইয়া যায়। আসল কথা এই যে, যে মুহূর্ত্তে বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্মার প্রকাশ হয়, সেই মুহূর্ত্তেই অজ্ঞান ও অজ্ঞান-জন্য যাবতীয় দ্বৈতপ্রপঞ্চ সম্যক তিরোহিত হয়। তারপর ব্যুত্থিত অবস্থায় আবার পূর্ব্ববাধিত অজ্ঞানের ও তৎকার্য্যের কথঞ্চিৎ অনুবর্ত্তন হইলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন্মুক্ততার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে যেরূপ জ্ঞানের আভাস মাত্র লইয়া জীব জগৎ ভোগ করে, আত্মজ্ঞানলাভের পর সেইরূপ আভাসমাত্র লইয়া সাধক পূর্ব্ব-বাধিত জগতে—অনাত্মবস্তুতে, যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকে। তদনন্তর প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয়ে অর্থাৎ দেহাবসানে সাধক কৈবল্য-মুক্তি লাভ করতঃ চিরতরে ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। তাহার আর পুনঃ আবর্ত্তন হয় না—"ন স পুনরাবর্ত্ততে, ন স পুনরাবর্ত্ততে"।

—o—

উত্তর চরিত

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেবীর বরদান

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে গুরু ব্রহ্মর্ষি মেধস্ বলিলেন—"হে মহারাজ সুরথ! এই উত্তম দেবী-মাহাত্ম্য তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। যিনি এই জগৎকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি এইরূপ প্রভাববিশিষ্টই বটে! সেই ভগবতী বিষ্ণুমায়াই বিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। হে ভূপ! বহু পুণ্যফলে ব্রহ্মর্ষিগণের আশীর্ব্বাদে তুমি এই ব্রহ্মবিদ্যা-শ্রবণের উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও অধিকার লাভ করিয়াছ। যাহা একান্ত সত্য, তাহাই যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। যিনি এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্রী, যিনি অনন্ত-ঐশ্বর্য্যশালিনী বিষ্ণুমায়া, তাঁহার অলৌকিক চরিত-মাহাত্ম্যে তুমি বিন্দুমাত্র সংশয়বুদ্ধি রাখিও না। এই ভগবতী বিষ্ণুমায়াই তোমাদের মত জীবকে ব্রহ্মতত্ত্ব-জ্ঞানের উপদেশ-প্রদানপূর্ব্বক মুক্তিমার্গে উপনীত করেন। আবার মুমুক্ষুগণের একান্ত আশ্রয়ণীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তিরূপেও ইনিই প্রকাশিত হন। হে বৎস সুরথ! সেই ভগবতী বিষ্ণুমায়া কর্ত্তৃক কেবল তুমি এবং সমাধি নহে, অন্যান্য বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণও মুগ্ধ হইয়া থাকেন। মনে রাখিও, যিনি পূর্ণ, তাঁহাকে খণ্ডরূপে দর্শন করাই মোহের কার্য্য। এই মোহই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের বীজ। যদি যথার্থই এই অজেয় মোহ হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাও, তবে হে মহারাজ! সেই পরমেশ্বরীর শরণাপন্ন হও" (চণ্ডী ১৩।২—৫)।

"এইরূপ শরণাগত হইতে পারিলেই মা আমার আরাধিতা হইয়া থাকেন। মা আরাধিতা হইলেই মায়ের প্রীতি তোমার উপলব্ধি-যোগ্য হইবে। তখন তিনি তোমাকে ভোগ, স্বর্গ ও অপবর্গ—এই তিনটি ফল প্রদান করিবেন। সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়রূপিণী মায়ের ত্রিবিধ মূর্ত্তির নিকট হইতে তুমি ত্রিবিধ ফল লাভ করিবে। মা প্রথম মূর্ত্তিতে ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিবেন, তৎফলে তোমার বিষয়াসক্তি দূর হইবে; তখন পার্থিব ভোগ সকল আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইবে—ইহাই মায়ের প্রথম দান। দ্বিতীয় মূর্ত্তিতে তিনি বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ করিবেন; তাহার ফলে বিশ্বময় প্রিয়তম প্রাণসত্তা দর্শন করিয়া তুমি স্বর্গ অর্থাৎ দেবলোক-সম্ভোগের অধিকারী হইবে। আর তৃতীয় মূর্ত্তিতে তিনি রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিয়া তোমাকে বিশুদ্ধ বোধস্বরূপে—আত্মজ্ঞানে উপনীত করিবেন, তখন তুমি অপবর্গ লাভ করিবে। এইরূপে কেবল তুমি নও, মায়ের চরণে একান্ত শরণাগত সন্তানমাত্রই মায়ের নিকট হইতে এই ত্রিবিধ ফল লাভ করে। মনে রাখিও, শাস্ত্রোক্ত চতুর্ব্বর্গ ফল এই তিনেরই অন্তর্গত—ধর্ম্ম ও অর্থ ভোগের অন্তর্গত, কাম স্বর্গের অন্তর্গত এবং অপবর্গ বা মোক্ষ একই কথা।"

মেধস্ মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃতরাজ্য নরাধিপ সুরথ এবং মমত্ব হেতু অতিনির্ব্বেদপ্রাপ্ত বৈশ্য, উভয়েই মুনিকে প্রণিপাতপূর্ব্বক সদ্য তপস্যা করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

সুরথ রাজৈশ্বর্য্যকামী—কাঞ্চনে আসক্ত, আর বৈশ্য স্ত্রীপুত্রাদিতে আকৃষ্ট। বর্ত্তমান জগৎ যে দুইটির প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত, সেই দুইটিই চণ্ডীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাখ্যান-ভাগের প্রধান ভিত্তি। যাহাই হউক, উভয়েই গুরুবাক্যে পরম শ্রদ্ধাবান্, এইজন্য দুইজনই গুরুর আদেশ-পালনার্থ তপস্যা করিতে চলিলেন। আধ্যাত্মিক ভাবেও দেখা যায়—সুরথরূপী জীব সমাধিকে সহায় করতঃ বিনীত ভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুবাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক মনন ও নিদিধ্যাসনের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করে।

সংসারে অধিকাংশ মানবই কাঞ্চন ও কামিনীর মোহে আচ্ছন্ন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যাঁহারা সদ্‌গুরু লাভ, দেবীমাহাত্ম্য-শ্রবণ এবং গুরুর উপদেশে দেবীর চরণে সম্যক্ শরণাগতির জন্য তপস্যা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ধর্ম্মরাজ্যে উপনীত হইয়া থাকেন। ইহাই ধর্ম্মলাভের সাধারণ ক্রম। তবে যাঁহারা বাল্যকাল হইতেই বিষয়-বিরক্ত ও সাধক, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

গুরুর আদেশে তিন বৎসর কাল উভয়ে প্রাণপণে দেবীর আরাধনা করিলেন। তৎপরে জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকাদেবী পরিতুষ্টা হইয়া তৎসমীপে আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহারা দুইজনে কি ভাবে আরাধনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে বলা হইতেছে :—

"মায়ের দর্শন লাভ করিবার জন্য সুরথ ও বৈশ্য উভয়ে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন নদীপুলিনে অবস্থান-পূর্ব্বক নিয়মিত ভাবে দেবীসূক্ত-জপ, মৃন্ময়ীমূর্ত্তি-নির্ম্মাণপূর্ব্বক পুষ্পধূপাদি দ্বারা পূজা, অগ্নিতর্পণ (হোম), অল্পাহারে কিংবা নিরাহারে সমাহিত ভাবে অবস্থান এবং স্বগাত্র-রুধির-সিক্ত উপহার প্রদান—এবংবিধ নানারূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এইরূপ একদিন নয়, দুইদিন নয়, নিয়মিত তিন বৎসর কাল তাঁহারা প্রাণপণ তপস্যা করিয়াছিলেন" (চণ্ডী ১২।৯—১২)।

সুরথ ও সমাধি দেবীসূক্তপাঠরূপ মন্ত্রজপ এবং প্রতিমাপূজারূপ বহিরঙ্গ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ সাধন যথা—প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরও অনুশীলন করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা স্বগাত্ররুধিরসিক্ত উপহার মাতৃচরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। "স্বগাত্ররুধির" শব্দের অর্থ "প্রাণ"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনিষদে প্রাণকে আঙ্গিরস বলা হইয়াছে। অঙ্গের রস বলিয়া প্রাণের একটী নাম আঙ্গিরস। সুতরাং অঙ্গের রস এবং স্বগাত্ররুধির একার্থেরই প্রকাশক। সে যাহা হউক তাঁহারা স্বকীয় বিশিষ্ট প্রাণটিকে ধরিয়া মাতৃচরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। যতদিন সম্যক্‌রূপে সাধকের প্রাণ সমর্পিত না হয়, ততদিন পূজার উপহারগুলি স্বগাত্ররুধিরসিক্ত অর্থাৎ প্রাণময় করিয়া—প্রাণের প্রতিনিধি করিয়া মাতৃচরণে অর্পণ করিতে হয়।

চণ্ডীর ১৩।১২ শ্লোকোক্ত "ত্রিভির্বর্ষৈঃ" শব্দের অর্থ তিন বৎসর পরিমিত কাল বুঝাইলেও, উহার অপূর্ব্ব সমাধান আধ্যাত্মিক ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বর্ষ শব্দের অর্থ কেবল সংবৎসর-পরিমিত কাল নহে, উহার অর্থ স্থানও হইতে পারে, যেমন "ভারতবর্ষ" অর্থ ভারতের স্থান। ত্রিবর্ষে অর্থাৎ তিনটি স্থানে পূর্ব্বোক্ত-রূপ উপাসনা করিতে হয়—এক মনোময় ক্ষেত্রে, এক প্রাণময় ক্ষেত্রে এবং অন্য বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে। এই তিনটি ক্ষেত্রে উপাসনা করাই ত্রিবর্ষব্যাপী তপস্যা। এইরূপে আরাধিতা হইলেই মা আমার পরিতুষ্টা হইয়া জগদ্ধাত্রী ও চণ্ডিকারূপে আবির্ভূতা হন। তাহার ফলে সাধকের ত্রিবিধ গ্রন্থিভেদ হইয়া যায়।

দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া বরপ্রদানে সমুৎসুক হইলে রাজা সুরথ জন্মান্তরে অস্খলিত রাজ্যপ্রাপ্তি এবং ইহজন্মে স্বীয় সামর্থ্যে শত্রুবল-নিধনপূর্ব্বক স্বরাজ্যলাভ প্রার্থনা করিলেন। আর বিষয়-বিরক্ত বৈশ্য পুত্রকলত্রাদির প্রতি মমত্ব-বিনাশক এবং দেহাদিতে অহংবোধরূপ অজ্ঞান-বিনাশক আত্মজ্ঞান চাহিলেন।

জীব এইরূপ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মায়ের নিকট ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞান প্রার্থনা করিতেছে। ঐশ্বর্য্য (সর্ব্বশক্তি-মত্তা) এবং বিশুদ্ধবোধ এই উভয়ই জীবমাত্রের অন্তর্নিহিত প্রার্থনা। মাও জীবকে জন্মের পর জন্ম অতিক্রম করাইয়া পবিত্র হইতে পবিত্রতর করতঃ ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞানলাভের যোগ্য অধিকারী করিয়া তুলিতেছেন।

সুরথ ও বৈশ্যের প্রার্থনার পর দেবী কহিলেন—"হে নৃপতে! তুমি অল্প-দিনের মধ্যেই স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইবে। শত্রুগণের বিনাশ হেতু সেই রাজ্য তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য অস্খলিত হইবে। অধিকন্তু, তুমি দেহান্তে পুনরায় দেবতা বিবস্বান্ হইতে জন্মলাভ করিয়া পৃথিবীতে সাবর্ণি নামক অষ্টম মনু হইবে। আর হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার নিকট হইতে যে বর প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা তোমাকে প্রদান করিতেছি। তোমার মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে" (চণ্ডী ১৩।২৪)। এখানে ১৩।১৯ শ্লোকোক্ত "স্বরাজ্য" অর্থে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির উপর আধিপত্য বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে "আমি" বলিতে মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের দাস, দেহাভিমান-বিশিষ্ট একটা "আমি" বুঝাইত। এখন "আমি" বলিতে মাকে মনে পড়িয়া যায়; সুতরাং ইন্দ্রিয়াদি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ইহাই স্বরাজ্য-লাভ এবং ইহাই মায়ের প্রথম দান; আর তদতিরিক্ত দান মনুত্ব। দেবীর বরে সুরথ সমষ্টি-মানব-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই মনু-চৈতন্য লাভ করিতে হইলে সূর্য্যপুত্র হইতে হয় অর্থাৎ বিরাট প্রাণসত্তায় মিলিয়া যাইতে হয়, আর সবর্ণাশক্তির অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্রীর অঙ্কে স্থিত হইতে হয়। সাধকগণ এবংবিধ মনুত্ব লাভ করিয়া মানবজাতির উপর যে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন তাহার ফলেই মনুজগণ দিন দিন জ্ঞানৈশ্বর্য্যলাভের জন্য লালায়িত হয়। মনুষ্যগণের পিতৃস্থানীয় মনুর কৃপায়ই মানবজাতি উন্নতি লাভ করে।

মা সমাধিকে মোক্ষফলপ্রদ আত্মজ্ঞানলাভের বর প্রদান করিলেন। মা আমার কল্পতরু। তাহার নিকট সত্যজ্ঞানে যে যাহা প্রার্থনা করে, তিনি নির্ব্বিচারে তাহাই প্রদান করেন। প্রার্থনানুসারে তিনি সুরথকে রাজ্য ও সমাধিকে জ্ঞান প্রদান করিলেন।

এইরূপে দেবী সুরথ ও সমাধিকে অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা ভক্তিভাবে সংস্তুত হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন। ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ রাজা সুরথ দেবীর নিকট এইরূপ বরলাভ করিয়া সূর্য্য হইতে জন্মলাভ-পূর্ব্বক সাবর্ণি নামক মনু হইবেন। (চণ্ডী ১৩।২৬—২৯)।

ঠিক এইরূপেই সমাধিসহায় জীব সদ্গুরুর শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তাঁহার আদেশে স্তবপূজাদি এবং প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যানাদি সাধনার অনুষ্ঠান করতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-সাক্ষাৎকার লাভ করে—সত্যে, প্রাণে ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মা জীবকে ভোগাপবর্গরূপ বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিতা হন। যতদিন স্থূলদেহ থাকে, ততদিন এইরূপে দেখিতে দেখিতে মা আমার অন্তর্হিতা হইয়া যান। কিন্তু আবার ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার স্নেহময়, আনন্দময় স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করা যায়।

যখন সুরথ ও সমাধি মায়ের নিকট বর লাভ করিয়াছিলেন, তখন স্বারোচিষ নামক দ্বিতীয় মন্বন্তর চলিতেছিল। বর্ত্তমানে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে। দ্বিতীয় মন্বন্তরে যিনি সুরথ ছিলেন, অষ্টম মন্বন্তরে তিনিই সাবর্ণি মনুরূপে—পিতৃরূপে, তৎকালীন মানবজাতির কল্যাণসাধনে নিরত থাকিবেন।

জীব যখন সাবর্ণি সূর্য্য-তনয় হইতে পারিবে, অর্থাৎ নিজেকে বরণীয় ভর্গ এবং তদধিষ্ঠিতা মহীয়সী জগদ্ধাত্রী ঐশীশক্তির অঙ্কে নিত্য-সংস্থিত বলিয়া বুঝিতে পারিবে—যখন জীব "নমো বিবস্বতে" বলিতে গিয়া সৌরশক্তি সবর্ণারূপিণী মায়ের স্নেহময় স্পর্শে মুগ্ধ হইবে—যখন জীব 'ভর্গোদেবস্য ধীমহি' বলিয়া অমৃতস্রাবী অনন্ত জ্যোতিস্তরঙ্গে নিমগ্ন হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়িবে—যখন জীব 'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি' বলিয়া বৈদিক যুগের ঋষিদিগের ন্যায় সূর্য্যে আত্মপ্রাণ সংপ্রতিষ্ঠ দেখিয়া জীবভাব সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইতে পারিবে, তখনই সে মনুজত্ব পরিহারপূর্ব্বক মনুত্বলাভের অধিকারী হইবে। মনুষ্যমাত্রই গুরূপদিষ্ট উপায়ে ব্রহ্মদর্শী ঋষিগণের আবিষ্কৃত পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে থাকিলে এই মনুপদ লাভ করিতে পারে।

এই মনুত্ব লাভ হইলে, 'অষ্টম' মনু হওয়া যায়। যেখানে অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য সম্যক পরিমিত হয়, তাহাই অষ্টম। জীব যখন এই মনুত্ব লাভ করে, তখন অণিমা লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামা-বসায়িতা—এই অষ্টৈশ্বর্য্য-সিদ্ধি তাহার আয়ত্তীভূত হয়। একদিকে যেমন অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া জীব ভগবৎ-সান্নিধ্য উপলব্ধি করে, অন্যদিকে তেমনি ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, জুগুপ্সা প্রভৃতি অষ্টবিধ পাশ হইতে জীব মুক্ত হইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইজন্য মনুকে প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে অষ্টম বলা হইয়াছে—

"সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ"।

এই দেবীমাহাত্ম্য সুরথ-সমাধির উপাখ্যান হইলেও সাধকমাত্রই এইরূপে মাতৃসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। মাকে লাভ করিতে হইলে একমাত্র মাতৃ-কৃপাই প্রধান অবলম্বন। এখানে সংসারী বা সন্ন্যাসীর বিচার নাই। মায়ের রাজ্যে সকলেরই সমান অধিকার। অতি দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যভাক্ হইয়া মায়ের ভজনা করিতে পারে—মায়ের শরণাগত হইতে পারে; মাতৃ-চরণে শরণাগত হইলে জীবের মাতৃ-লাভ অবশ্যম্ভাবী। সাধক সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মাতৃচরণে—ভগবচ্চরণে—এক অদ্বিতীয় অভয় পদে যথার্থ শরণাগত হইবার পর যে সকল অবস্থার ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই এই চণ্ডীতত্ত্বে—এই দেবী-মাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এইখানেই দেবী-মাহাত্ম্যের আরম্ভ এবং "ন স পুনরাবর্ত্ততে"—এইখানেই দেবী-মাহাত্ম্যের পরিসমাপ্তি। ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ ভক্তবৎসলে।
প্রসাদং কুরু মে দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥
ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥

ইতি দেবী-মাহাত্ম্যে উত্তর চরিতের ৫ম হইতে ১৩শ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় রুদ্রগ্রন্থি-ভেদ সমাপ্ত।

[উত্তর চরিতের শ্লোক সংখ্যা— ৭৬ + ২০ + ২৫ + ৬১$\frac{১}{২}$ + ৩৯ + ২৭$\frac{১}{২}$ + ৫০$\frac{১}{২}$ + ৩৮ + ১৭$\frac{১}{২}$ = ৩৫৫।]

[মন্ত্র সংখ্যা—১২৯ + ২৪ + ২৭ + ৬৩ + ৪১ + ৩২ + ৫৫ + ৪১ + ২৯ = ৪৪১।]

নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপসংহার

এ পর্য্যন্ত এবিষয়ে যতদূর আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, "আমি" বলিতে যে অব্যক্ত চৈতন্যময় নিরাকার সত্তা অনুভব করা যায়, তাহাও আত্মময়ী মা। আর আমার বলিতে যাহা কিছু আছে, তাহাও প্রকৃতিরূপিণী মা। মোটের উপর ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রীরূপে, ইন্দ্রিয়ের রূপরসাদি-বিষয়-রূপে, পঞ্চভূত-পঞ্চপ্রাণ-পঞ্চতন্মাত্রা প্রভৃতিরূপে, সর্ব্বত্রই মায়ের অভিব্যক্তি।

যিনি জ্ঞান-সাধক, তিনি মাকে আশ্রয় করিয়া, মায়ের চরিত-কথা অবলম্বন করিয়া, বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্রহ্মজ্ঞানময় দৃষ্টি সম্পাত করিতে সমর্থ হইতে পারেন। যিনি যোগ-সাধক, তিনি শক্তিময় কুণ্ডলিনীতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত হইয়া জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন করতঃ স্বরূপানন্দ লাভে ধন্য হইতে পারেন। যিনি সকাম-কর্ম্ম-সাধক, তিনি সাংসারিক কর্ত্তব্যের মধ্য দিয়াও ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবার যথাযোগ্য পন্থা পাইতে পারেন। যিনি নিষ্কাম কর্ম্ম-সাধক, তিনি অনাসক্ত ভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদনপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন করার পরম কৌশল অবগত হইয়া পরমাত্মভাবে বিভাবিত হইতে পারেন। যিনি ভক্ত, তিনিও দেবীমাহাত্ম্যের অপূর্ব্ব স্তবমালা-জপে পরাভক্তি লাভ করতঃ মহাশক্তিময় ভগবচ্চরণে প্রণত ও শরণাগত হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারেন।

এক্ষণে যাঁহার অসীম করুণা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শতধারায় সতত উৎসারিত, যিনি অনন্ত ও অব্যক্তরূপা হইয়াও ভক্তের কাতর আহ্বানে দেহধারণ-পূর্ব্বক সকলের অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন, যাঁহার সমস্ত কার্য্যই জগন্মঙ্গল-স্বরূপ, সেই করুণাপারাবারা, ভক্তমনোহরা, সর্ব্বরূপাধারা, ভয়ভীতিহরা, যোগমায়া, জগজ্জননী ভগবতীর অতুল রাতুল শ্রীচরণ-সরোজে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করতঃ তাঁহারই অমৃতস্রাবী লীলাতত্ত্বব্যাখ্যার উপসংহার করিলাম।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব-সুবোধিনী সমাপ্ত। ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ। ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

অর্গলা স্তোত্র

মাতৃমুখী গতি

অর্গল শব্দের অর্থ দ্বারের খিল। গৃহদ্বার অর্গলবদ্ধ থাকিলে যেমন সহসা কেহ গৃহে প্রবিষ্ট হইতে পারে না, সেইরূপ দেবী-মাহাত্ম্য-পাঠের পূর্ব্বে অর্গলা স্তোত্র পাঠ করিয়া লইলে বাহ্যবিষয়সমূহ সহসা চিত্তক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং চণ্ডীপাঠের পূর্ব্বে চিত্তবৃত্তিকে মাতৃমুখী করিবার জন্য অর্গলাস্তোত্র পাঠের বিধান; নচেৎ বিক্ষিপ্তচিত্ত বা বহির্ম্মুখ ব্যক্তির পক্ষে চণ্ডী-তত্ত্বে প্রবেশ দুরূহ। এই অর্গলাস্তোত্রের ঋষি—বিষ্ণু, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ্, দেবতা—মহালক্ষ্মী। শ্রীজগদম্বার প্রীতিমানসে চণ্ডীপাঠের অঙ্গস্বরূপ এই স্তোত্রপাঠের প্রয়োগ।

অর্গলা স্তোত্রের শ্লোকসংখ্যা এতদ্দেশীয় বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন হইলেও মোটামুটি ২৬ হইতে ২৯টি পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে "রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি",—এই শ্লোকার্দ্ধের উল্লেখ চব্বিশবার দেখা যায়। ইহাতে মনে হয়, ইহার এতবার উল্লেখের একটি বিশিষ্ট তাৎপর্য্য আছে।

সাংখ্যদর্শনে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে। চতুর্বিংশতি তত্ত্ব যথা— পঞ্চমহাভূত, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ তন্মাত্র, অহংতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব ও মূলা প্রকৃতি। মহাশক্তিরূপিণী মূলাপ্রকৃতি চতুর্বিংশতিতত্ত্বে ক্রমে বিকৃত হইয়া জীব-জগদ্-রূপে পরিণত হইয়াছে। এই পরিণামগতিই প্রকৃতির জীবত্বের দিকে অনুলোমগতি। আবার যখন মনুষ্যজন্মের উন্নত অবস্থায় জীব বিপরীতক্রমে আত্মাভিমুখী বা মাতৃ-অভিমুখী হয়, তখনই তাদৃশ গতির নাম বিলোমগতি। তখন প্রকৃতি-পুরুষের স্বরূপগত আত্মময় মিলন সংসাধনের দিকে জীব অগ্রসর হয়। এতাদৃশ মিলনই সাংখ্যশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব।

"রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি"—ইহা সকাম সাধকের স্থূল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রার্থনা। চণ্ডীপাঠের প্রথমেই এত কামনা পূর্ণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। জীব স্বভাবতঃ বিষয়-বিমুগ্ধ, দেহাত্মবোধ-বিশিষ্ট ও বাসনাগ্নিতে নিয়ত দগ্ধ; সুতরাং প্রথমেই বাসনা-পূরণের সহজ উপায় দেখিতে পাইলে জীব তাহাতে নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হইবে। ফলের লোভে আকৃষ্ট হইয়াও যদি জীব মাতৃ-অভিমুখী হয়, তবে তাহার পক্ষে তাহাও পরম সৌভাগ্য। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি যেরূপ অধিকারী, তিনি সেইরূপে সরল-প্রাণ শিশুর ন্যায় মায়ের নিকট প্রার্থনা করিবেন না ত আর কাহার নিকট করিবেন? যদি চাইতে হয়, মায়ের নিকটই চাওয়া শ্রেয়ঃ। সরল বিশ্বাসে চাহিলে কল্পতরু মা সন্তানের আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন।

এতদ্ভিন্ন, যাঁহারা আদর্শ পুরুষ—আমাদের দেশের পূর্ব্বতন ঋষিমণ্ডলী, তাঁহারাও আবশ্যক মত অম্লান বদনে প্রার্থনা করিতেন। সুতরাং নিষ্কাম সাধকের পক্ষেও প্রার্থনায় দোষ বা নিষেধ হইতে পারে না। তবে নিষ্কাম সাধকের প্রার্থনায় রকম ফের আছে। নিষ্কাম সাধক "রূপ" অর্থে স্বরূপ, "জয়" অর্থে মন ও ইন্দ্রিয়াদির উপর বিজয়, ''যশ' অর্থে আমিত্বের প্রসার, 'দ্বিষঃ' অর্থে কামক্রোধাদি রিপু—এই সকল বুঝিয়া তজ্জন্য মায়ের নিকট প্রার্থনা করেন। আত্মাভিমুখী গতি লাভ করিতে হইলে নিষ্কাম সাধকের পক্ষে এই সকলের উপর বিজয় একান্ত আবশ্যক; নচেৎ অতিগহন চণ্ডীতত্ত্বে বা মুক্তিমার্গে প্রবেশ-লাভ অসম্ভব। এই জন্য অর্গলা-স্তোত্র মন্ত্র-চৈতন্য করিয়া পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। তবেই বহির্ম্মুখী চিত্তবৃত্তি কিছুক্ষণের জন্য অন্তর্ম্মুখী হইয়া থাকে এবং তদবসরে শনৈঃ শনৈঃ সাধন-সমরে অগ্রসর হইবার সুবিধা হয়।

মন্ত্রে "দেহি" শব্দটির তিনবার প্রয়োগ রহিয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মাতৃ-রূপা লাভের প্রার্থনা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। সুতরাং ঐরূপ ত্রিবিধ প্রার্থনার ফল লাভ-রূপ রস বা আনন্দ-প্রাপ্তিও ত্রিবিধ হওয়াই স্বাভাবিক। মনে রাখিতে হইবে, মায়ের নিকট "দেহি" প্রার্থনা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-কৃপায় উক্ত প্রার্থনার পূরণ—এই উভয় অবস্থায়ই ভক্তের চিত্ত সরস হয়। ভক্তের প্রার্থনায় মা তুষ্ট হইয়া স্বেচ্ছায় বা স্বহস্তে অসুর বা "দ্বিষঃ" নিধন করেন। এই নিমিত্ত "দ্বিষো জহি"র জন্য প্রার্থনা।

এতদ্ভিন্ন, অন্যান্য প্রার্থনার বিষয়ও এই স্তোত্রে রহিয়াছে, যথা :—

(১) "দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যম্—মা আমাকে সৌভাগ্য ও আরোগ্য দান কর। সংসার-সমুদ্র পার হওয়াই যথার্থ সৌভাগ্য এবং ভবরোগ বা পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভই প্রকৃত আরোগ্য।

(২) "বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ"—মা আমার শারীরিক ও মানসিক বল প্রদান কর, যাহাতে আমি পরমাত্ম-বস্তু লাভে সমর্থ হই। শ্রুত্যুক্ত "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—ইহারই সমর্থক ভাব ইহাতে নিহিত আছে।

(৩) "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্"—মা আমার মনোবৃত্তির অনুসরণকারিণী মনোরমা পত্নী বা সহধর্ম্মিণী দাও। অথবা মা আমাকে দৈবী প্রকৃতি দাও; সেই প্রকৃতি যেন আমার মনোমত হয় এবং চিত্তের বৃত্তিগুলি যেন তাহারই অনুসরণ করে।

অধিকন্তু, এই স্তোত্রে সাধক-জীবনের স্তরগুলিও সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সাধককে সত্ত্বগুণের চাঞ্চল্য-লয়, রজোগুণময় সূক্ষ্ম অহংভাবের লয়, তমোগুণাত্মক চাঞ্চল্যের কারণ-ভাবলয়—এই ত্রিগুণময় কামকামনার বীজাবস্থা লয় করতঃ ক্রমে আত্মস্বরূপের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। তাঁহাকে সৌভাগ্য, আরোগ্য, কল্যাণ, বিপুলা শ্রী, উচ্চবল লাভ করতঃ মায়ের সুরাসুর-বন্দিত চরণকমলের বিভাবনা দ্বারা ক্রমে নিজের ভাবসমূহ একে একে মাতৃ-চরণে অর্পণ করিতে হয়। তৎপরে সাধক একমাত্র মায়ের মহিমা স্মরণ, মনন ও কীর্ত্তন পূর্ব্বক পরম শান্তি লাভ করতঃ ব্রহ্মময়ী মায়ের চিরশান্তিময় অঙ্কে অধিষ্ঠিত হইয়া কৃতার্থ হন। এই ভাবে সাধক-জীবনের স্তরগুলি অর্গলাস্তোত্রে ক্রমশঃ দর্শিত হইয়াছে। এই স্তোত্রটি দেবীমাহাত্ম্য-বিবরণের সূক্ষ্মাবস্থা বা কারণ-স্বরূপ।

অর্গলা স্তোত্রের ভাবার্থ সমাপ্ত। ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীলক স্তব
অধিকার নির্ণয়

কীলক শব্দের অর্থ শাপ বা দোষ, যাহা অভীষ্ট সিদ্ধির প্রতিবন্ধক বা বেষ্টনীস্বরূপ। এই কীলকস্তব পাঠ করিয়া সপ্তশতী মন্ত্রকে শাপ বা বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার পর চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা—

"নিষ্কীলঞ্চ তথা কৃত্বা পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ" (কীলক স্তব ১৬)।

এই কীলক-স্তবের ঋষি—মহাদেব, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ, দেবতা—মহাসরস্বতী। শ্রীজগদম্বার প্রীতির নিমিত্ত চণ্ডীপাঠের অঙ্গরূপে কীলকস্তব-পাঠের প্রয়োগ হয়।

গায়ত্রী-মন্ত্রেও ঋষি এবং দেবতার শাপ আছে, সঙ্গে সঙ্গে শাপোদ্ধারের বিধানও আছে। এই কীলকস্তবও শাপোদ্ধারবিশেষ। সপ্তশতী-মন্ত্রাত্মক দেবী-মাহাত্ম্যের উপরও মহাদেবকৃত কীলক আছে। সেই কীলক দূর না করিয়া দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ করিলে অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় না। এই কীলকের প্রকৃত রহস্য—অধিকারনির্ণয়। কিরূপ মানসিক উন্নতি, কিরূপ সাধন-বল লাভ করিয়া চণ্ডী-তত্ত্বে প্রবেশ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহাই কীলক স্তোত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

কীলক স্তবের সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে কৃষ্ণা অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে সমাহিত হইয়া দান ও প্রতিগ্রহরূপ সাধনার ব্যবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ পক্ষ বলিতে চন্দ্র-কলাক্ষয়ের পক্ষ বুঝায়। চন্দ্র মনের অধিপতি-দেবতা, সুতরাং কৃষ্ণা অষ্টমী—অর্দ্ধক্ষীণ চন্দ্র বা মন এবং কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী—এককলামাত্র অবশিষ্ট মন বুঝাইবে। অতএব যাঁহারা সাধন-পথে অগ্রসর হইয়া মনের অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ মাতৃ-চরণে উপহার দিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই কৃষ্ণাষ্টমীবিশিষ্ট সাধক। আর যাঁহাদের প্রায় সমগ্র মনটি আত্মাকে লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া মাতৃ-চরণে সমর্পিত হইয়াছে, তাঁহারাই কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীবিশিষ্ট সাধক। অমাবস্যায় বা মনের সম্যক লয়ে অর্থাৎ সমাধির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিণত অবস্থায়, "জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়" এই ত্রিপুটির লয় হইলে যাহা থাকে, তাহা অব্যক্ত, অচিন্ত্য; তদবস্থায় সাধনার সম্পূর্ণ অবসান হয়। সুতরাং কৃষ্ণাষ্টমী হইতে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত মনের সমাহিত অবস্থায় দান-প্রতিগ্রহের ব্যবস্থা। তখন সাধক মাতৃস্নেহ উপলব্ধি করিয়া কৃতজ্ঞ সন্তানের ন্যায় মাতৃ-চরণে কিছু না কিছু অর্পণ করিতে অভিলাষী হয়। এই অর্পণ-রূপ কৃতজ্ঞতা-প্রকাশই অষ্টমশ্লোকস্থ "দদাতি" শব্দে অভিব্যক্ত হইয়াছে। আবার অর্পণ করিলেই তাহার প্রতিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী। মা তখন সাধক-সন্তানকে মাতৃস্নেহের নিদর্শন-স্বরূপ উক্ত দান শতগুণে প্রত্যর্পণ করেন। ইহাই 'প্রতিগৃহ্ণাতি' শব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রকার দান ও প্রতিগ্রহ-জনিত তৃপ্তি যাঁহারা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারাই কীলক বা প্রতিবন্ধক দূর করিতে সমর্থ এবং তাঁহারাই সাধন-সমরে জয়-লাভের অধিকারী। অতঃপর ১৪শ শ্লোকে বলা হইয়াছে—যদি শাপমুক্ত চণ্ডীপাঠ দ্বারা ঐশ্বর্য্য, সৌভাগ্য, আরোগ্য, শত্রু-নাশ এবং পরম মোক্ষলাভ হয়, তবে লোকে কেন চণ্ডীপাঠ করে না? "কেন"—র উত্তরে বলা যায়, জনসাধারণের মনের ষোল কলাই ত জগৎ-মুখী; সুতরাং জনসাধারণ কি প্রকারে অষ্টমী-চতুর্দ্দশী-বিশিষ্ট সাধকের অধিকার লাভ করিবে?—কোন সাহসেই বা গহন চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিবে?

কিন্তু এবংবিধ প্রশ্নে সন্তানের নিরাশ হওয়া উচিত নহে। মনে রাখিতে হইবে, দুর্ব্বল সন্তানের একমাত্র আশ্রয়স্থল মা! যদি সন্তান "মা, মা" বলিয়া ডাকিতে থাকে, তবে সন্তানের আন্তরিক আহ্বানে মা নিশ্চয়ই সাড়া দিবেন এবং সন্তানকে চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশের অধিকারী করিয়া দিবেন।

কীলক-স্তবের ভাবার্থ সমাপ্ত।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবী কবচ

মাতৃ-অনুভূতি

কবচ অর্থ অঙ্গত্রাণ—যাহা পরিধান করিয়া শত্রু-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রাদি হইতে আত্মরক্ষা করা যায়। সপ্তশতী চণ্ডী-পাঠের পূর্ব্বে এই কবচ পাঠ করিতে হয়। এই কবচের দ্বারা আবৃত হইতে পারিলে নির্ব্বিঘ্নে চণ্ডী-জপ-জন্য সফলতা লাভে সমর্থ হওয়া যায়। তাই দেবীকবচে উক্ত হইয়াছে—

জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা তু কবচং পুরা।
নির্ব্বিঘ্নেন ভবেৎ সিদ্ধিশ্চণ্ডী-জপ-সমুদ্ভবা ॥ ৫৮ ॥

এই কবচে ৬১টি শ্লোক রহিয়াছে। ইহার ঋষি—ব্রহ্মা, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ, দেবতা—চামুণ্ডা। শ্রী চণ্ডিকাদেবীর প্রীতির জন্য চণ্ডীপাঠের অঙ্গরূপে দেবীকবচ পাঠের প্রয়োগ হয়।

এই কবচে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির উল্লেখ আছে এবং সেই সকল স্থান রক্ষার জন্য মায়ের বিভিন্ন নাম স্মরণপূর্ব্বক প্রার্থনার বিধান আছে। দেবীকবচের আলোচনায় বলা যায়, প্রথমে "শৈলপুত্রী" হইতে "সিদ্ধিদাত্রী চ" পর্য্যন্ত অংশে শক্তির ক্রমবিকাশরূপা সঙ্কট-তারিণী সিদ্ধি-দায়িনী নবদুর্গাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। অনন্তর চামুণ্ডা-প্রমুখ সর্ব্বযোগৈশ্বর্য্যবতী নানালঙ্কারভূষিতা একাদশ মাতৃকার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ সকল মাতৃশক্তিগণ জগতের হিতের জন্য ও শরণাগত দেবভাবাপন্ন ভক্তগণকে অভয় দিবার জন্য এবং তাঁহাদের হিতার্থে দৈত্য-বিনাশের নিমিত্ত নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সুশোভিতা। তৎপরে ১৭শ ও ১৮শ শ্লোকদ্বয়ে সত্ত্ব-রজস্তম এবং ত্রিগুণ-সমষ্টির প্রণাম ও প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রার্থনাদি দ্বারা উৎসাহ ও বল সঞ্চয়ের পর দেহের চতুর্দ্দিক রক্ষার জন্য ১৯শ হইতে ২২শ শ্লোক-চতুষ্টয়ে দিক্‌পাল-শক্তিগণের স্মরণ করা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমে মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত বিভিন্ন অঙ্গসমূহে এবং রোমকূপাদিতে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের জন্য ২৩শ হইতে ৩৫শ সংখ্যক শ্লোকসমূহে প্রার্থনা করা হইয়াছে। অনন্তর ৩৬শ হইতে ৪৩শ সংখ্যক শ্লোকসমূহে রক্ত মাংস প্রভৃতি সপ্তধাতু, বায়ু-পিত্ত-কফ, পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চভূত, অন্তরেন্দ্রিয়-চতুষ্টয়, গুণত্রয়, আয়ু, ধর্ম্ম, যশ, কীর্ত্তি, সম্পদ, কুল, ধন, পুত্র, কন্যা, ভার্য্যা, গবাদিপশুসমূহের রক্ষার জন্য বিভিন্ন দৈবী শক্তির নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। মোটের উপর, দুর্গতিহারিণী মা আমার দেহের অন্তরে ও বাহিরে যে সর্ব্বত্র অবস্থিত, তাহা প্রথমে দৃঢ় ভাবে ধারণা করিতে হয়। তিনি জগতের সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্ব বস্তুতে বিরাজমান হইয়া সাধক বা ভক্তকে রক্ষা করেন,—তৎপরে এইরূপ চিন্তা করিতে হয়। অর্থাৎ দেবীর সর্ব্বব্যাপিত্ব হৃদয়ঙ্গম করানই এই কবচের উদ্দেশ্য।

অতঃপর কবচের অপূর্ব্ব মহিমা কীর্ত্তন পূর্ব্বক কবচ পাঠের ঐহিক ও পারত্রিক ফলসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। উপসংহারে বলা হইয়াছে, মহামায়ার প্রসাদে কবচপাঠপূর্ব্বক চণ্ডীপাঠ করিলে পাঠক দেহান্তে দেবতাদিগের সুদুর্লভ নিত্য পরমধাম প্রাপ্ত হন। সেই পরমধাম প্রাপ্ত ব্যক্তির আর পুনর্জ্জন্ম হয় না; তিনি সেই স্থানেই শিবের সহিত সমত্ব-প্রাপ্ত হন।

দেবী কবচের ভাবার্থ সমাপ্ত।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ॥

—০—

দেবী সূক্ত

আমি কে?

অম্ভৃণ-নামক মহর্ষির "বাক্"-নাম্নী কন্যা সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ অভিন্নতা উপলব্ধি করিয়া যে আত্মস্বরূপ প্রকটিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন, তাহাই দেবীসূক্ত নামে প্রথিত। এই দেবীসূক্ত অষ্টমন্ত্রবিশিষ্ট। ইহা চণ্ডীর মৌলিক উপাদান। চণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্য ইহারই বিশ্লেষণমাত্র।

"বাক্"-নাম্নী কন্যা ব্রহ্মবিদুষী, সুতরাং ঋষিপদবাচ্যা। অতএব-ঋষি-মুখে উচ্চারিত জ্ঞান ও ভাবের প্রকাশক চণ্ডীর শব্দরাশি ভ্রমপ্রমাদশূন্য ঋষির সম্বেদন বলিয়া সর্ব্বকালে সর্ব্বশ্রেণীর সমুন্নত সাধকদিগের হৃদয়ে একই জ্ঞান ও একই ভাবের অভিব্যক্তি। বিশেষতঃ "দেবীসুক্ত" বেদ, উহা নিত্য ও অপৌরুষেয়। এই হিসাবে চণ্ডীর শব্দরাশিও নিত্য এবং অপৌরুষেয়।

দেবীসূক্তের প্রতিপাদ্য বিষয়—সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই চণ্ডীতে মহামায়ারূপে উপাখ্যানাকারে বর্ণিত হইয়াছে। মায়াকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলা হইলেও সাধক. ব্রহ্মবিৎ ও আত্মজ্ঞ পুরুষের নিকট মায়া ও আত্মা সম্পূর্ণ অভিন্ন। সাধনা ও দেহ থাকা পর্য্যন্ত আত্মা মায়ারূপে অভিব্যক্ত। পরমাত্মা সাধনার মধ্যে আসিলেই মায়ারূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন। তাই পরমাত্মা দেবীসূক্তের প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও চণ্ডীতে মায়ারূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

আমি কে ?—ইহা যথার্থরূপে জানার নাম আত্মজ্ঞান। জীবমাত্রই স্ব-স্বরূপ জানিবার জন্য লালায়িত। যতদিন জীব স্বস্বরূপ বা "আমি কে ?" বুঝিতে না পারে, ততদিন সে সাধারণ জীব বা মানুষ। যখন জীব "আমি" কে উপলব্ধি করিতে পারে, তখনই তাহার মনের হুঁস হয়। এতাদৃশ মানবই সাধু, ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হন।

কর্ম্মমাত্রই সাধনা, জীবমাত্রই সাধক এবং আত্মস্বরূপের উপলব্ধিই সাধ্য। আত্মভাবশূন্য সর্ব্ববিধ সাধনা অসম্যক্-ফল-প্রদ ; সুতরাং অবিধি-পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত বলিয়া তাহা মুক্তিরূপ মহাফলদানে অসমর্থ। মোটের উপর, আত্মভাবশূন্য সকল সাধনাই অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত; পক্ষান্তরে, আত্মানুসন্ধানযুক্ত যাবতীয় কর্ম্মই সাধনাপদবাচ্য। আত্মাই আমি—মা। আত্মাকে জানা, আমাকে চেনা ও মাকে পাওয়া একই কথা। দেবীসূক্তে যাহা আত্মা, চণ্ডীতে তাহাই মা। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিসাবে চণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্য সকল সম্প্রদায়েরই পাঠ্য।

দেবীসূক্ত না জানিয়া চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। কেননা, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে জীবের যাহা অভীষ্ট বস্তু, তাহার প্রকৃত-স্বরূপ-সম্বন্ধে একটা জ্ঞান সর্ব্বপ্রথমে থাকা একান্ত আবশ্যক ; নতুবা অভীষ্টলাভের পথ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। ভগবৎ-স্বরূপ না জানিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইলে পথ যে বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া পড়ে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। এইজন্য প্রথমে মায়ের স্বরূপ কথঞ্চিৎ ধারণা করিয়া লইবার নিমিত্ত দেবীসূক্তের শরণাপন্ন হওয়া অত্যাবশ্যক।

চণ্ডী-সাধকের মুখ্য উদ্দেশ্য—অবিশুদ্ধ "আমি" ও "আমার" ভাব নষ্ট করিয়া "আমি" কে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। সমাধি বৈশ্যও মায়ের নিকট "অহং মমেতি" অর্থাৎ "আমিও আমার" ভাবনাশক ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করিয়াছিলেন। "আমি"র এইরূপ বিশুদ্ধ ও প্রেমভাব-যুক্ত অবস্থাই দেবীসূক্তে প্রকটিত।

সাধারণ জীব দেহের ও ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিকেই আত্ম-পরিতৃপ্তি বলিয়া মনে করে এবং সর্ব্বতোভাবে সতত পরিবর্ত্তনশীল অনিত্য দেহের উৎকর্ষ ও পরিতৃপ্তি-সাধনে আত্মনিয়োগ করে। এই প্রকার দেহাভিমান এবং তৎসম্পর্কিত স্বার্থময় "আমার-আমার" ভাব নষ্ট করিয়া "আমি" কে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই দেবীসূক্ত এবং দেবী-মাহাত্ম্যের লক্ষ্য।

বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত দেহের ও মনের অনন্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে "আমি" চিরকালই অপরিবর্ত্তনশীল, নির্ব্বিকার ও দ্রষ্টা। এই পরমতত্ত্ব অনুভব করিয়া "আমি"-কে, ত্রিগুণের আবরণ ও ক্রিয়াশীলতা হইতে মুক্ত করতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই চণ্ডী-সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

দেবী-ভাগবতে দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যে "আমি" র উপদেশ দিয়াছিলেন, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত, ষট্‌তরঙ্গ (ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখ, দুঃখ, জন্ম মৃত্যু) হইতে সদা বিমুক্ত, শিব-স্বরূপ, সেই বিশুদ্ধ 'আমি'ই দেবী মাহাত্ম্যে ও দেবীসূক্তে অহংরূপী সমষ্টি পরমাত্মা বা মহামায়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অহম্" ইত্যাদি অষ্টমন্ত্রাত্মক ঋগ্‌বেদীয় দেবীসূক্তের মন্ত্রদ্রষ্ট্রী ঋষি—অম্ভৃণ-মহর্ষির কন্যা বাক্, দেবতা—পরব্রহ্মময়ী আদ্যাশক্তি, শ্রীজগদম্বার প্রীতির নিমিত্ত সপ্তশতী (চণ্ডী) পাঠের অঙ্গরূপে দেবীসূক্ত পাঠের প্রয়োগ হয়। এই মন্ত্রাষ্টকের দ্বিতীয় মন্ত্রটি জগতী-ছন্দে এবং অবশিষ্ট সপ্তমন্ত্র ত্রিষ্টুপ্-ছন্দে নিবদ্ধ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, অর্গলাস্তব, কীলকস্তব দেবীকবচ ও দেবীসূক্ত,—এই সকল চণ্ডী-তত্ত্বে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব আয়োজন। সুতরাং এই উদ্যোগপর্ব্ব যাহার যত সুন্দর, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও দৃঢ় অধ্যবসায়ে অনুষ্ঠিত, তাহার আধ্যাত্মিক গতি ততই সুন্দর, শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং দ্রুত হইয়া থাকে।

দেবী সূক্তের ভাবার্থ সমাপ্ত।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ॥

ওঁ শান্তিঃ ওম্

——0——

চণ্ডীতত্ত্বে ষট্‌চক্র-ভেদ

চণ্ডী মহাগ্রন্থের ষট্‌চক্রভেদমূলক যৌগিক ব্যাখ্যা এস্থলে সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে। ষট্ চক্র যথা—(১) মূলাধার, (২) স্বাধিষ্ঠান, (৩) মণিপুর, (৪) অনাহত, (৫) বিশুদ্ধ, (৬) আজ্ঞা।

(১) মূলাধার

গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যস্থলে মূলাধার পদ্ম। উহার চারিটি দল। চতুর্দ্দলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব, শ, ষ, স, স্বর্ণ-বর্ণ চারিটী বর্ণ আছে। পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে চতুষ্কোণ পীতবর্ণ পৃথ্বীমণ্ডলাভ্যন্তরে 'লং' বীজ সহ হস্তিবাহনোপরি পৃথিবী-ক্রোড়ে ডাকিনীশক্তিনাম্নী সাবিত্রীসহ ব্রহ্মা আসীন। ঐ চতুষ্কোণবিশিষ্ট পৃথ্বীমণ্ডলের মধ্যস্থানে রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডলে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ মহাদেবকে তড়িদ্‌বর্ণা মৃণালতন্তু-সদৃশ সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনীশক্তি সার্দ্ধত্রিবলয়াকৃতিরূপে সর্পাকারে বেষ্টনপূর্ব্বক ব্রহ্মদ্বার রোধ করিয়া নিদ্রিতা আছেন। এই কুণ্ডলিনী-শক্তিই বাগ্‌দেবী—অর্থাৎ বর্ণময়ী বীজমন্ত্রস্বরূপা। ইনিই সত্ত্ব-রজস্তম-গুণত্রয়ের মূলস্বরূপ প্রকৃতিদেবী।

যোগশাস্ত্রমতে মূলাধারপদ্ম-রূপ মহাকেন্দ্র হইতে শাখাপ্রশাখাযুক্ত সাড়ে তিনলক্ষ নাড়ী বহির্গত হইয়া সমস্ত দেহে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। মূলাধার হইতে বিশিষ্ট নাড়ীসমূহ সমুত্থিত হইয়া বাক্‌-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থ এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহকে শক্তিময় ও কার্য্যক্ষম করিতেছে। আর কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়-সমূহের ক্রিয়াশীলতার অনুপ্রেরণাদিও মানবের যোনিমণ্ডলস্থ মূলাধারে অবস্থিত মূলা-প্রকৃতিরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী হইতে সতত উৎসারিত হইতেছে। এইরূপে ভোগের স্থান মূলাধার, ত্যাগের স্থানও মূলাধার। জীব জন্মকালে মূলাধারদেশ আশ্রয় করিয়া ভূমণ্ডলে পতিত হয়; আবার যৌগিক মৃত্যুতেও মূলাধার হইয়াই ঊর্দ্ধে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হয়। আসনে বসিতে হইলেও মূলাধারকে আশ্রয় করিয়াই মানবদেহ দণ্ডবৎ স্থির করিতে হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত কুণ্ডলিনী শক্তিকে শিবসংহিতামতে বিষ্ণুশক্তিরূপে, মাতৃকাবর্ণরূপিণী বাগ্‌দেবীরূপে এবং সমস্ত বীজমন্ত্রের কারণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

এক্ষণে মূলাধারের সহিত চণ্ডীর ভাবটি প্রদর্শিত হইতেছে! জীবদেহের বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময় মহাপ্রাণরূপী বিষ্ণু যোগনিদ্রাভিভূত হইয়া মূলাধারপদ্মে অনন্ত শয্যায় বা অহিশয়নে নিজশক্তি সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনীর সহিত আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইয়া ব্রহ্মানন্দে বিভোর আছেন। বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উত্থিত পদ্মে ব্রহ্মা সমাসীন হইয়া শরণাগত সাধকের ধর্ম্মভাব সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলে, বিষ্ণুর কর্ণমলজাত রজস্তমোময়ী অহং-মমেতি-রূপী (আমি ও আমার রূপ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুকৈটভ উত্থিত হইয়া ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তখন ব্রহ্মা যোগনিদ্রামগ্ন বিষ্ণুকে জাগ্রত করাইয়া মধুকৈটভরূপী স্থূলভাব নষ্ট করতঃ প্রবর্ত্তক ভক্ত-সাধককে সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং আনন্দলাভের অন্যতম কারণস্বরূপ ব্রহ্মদ্বাররূপী ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ করিবার নিমিত্ত, ভগবতী কুণ্ডলিনীর স্তব করেন ; কেননা, তিনি প্রসন্না হইয়া ব্রহ্মদ্বাররূপ বিষ্ণুর বহিঃপ্রকাশময় নয়ন হইতে তাঁহার অসীম-প্রভাবসম্পন্ন মুখ অপসারিত করিলে, বিষ্ণু জাগ্রত হইয়া মধুকৈটভ বধ করিবেন। ব্রহ্মার স্তবে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হইয়া ব্রহ্মদ্বার খুলিয়া দিলে বিষ্ণু জাগ্রত হইয়া শক্তিময় অনন্তশয্যা ত্যাগকরতঃ স্ব-অধিষ্ঠান-ক্ষেত্ররূপ স্বাধিষ্ঠানে সমুত্থিত হইলেন। কুলকুণ্ডলিনীশক্তিও একমুখ স্বাধিষ্ঠানে উঠাইয়া অপ্ তত্ত্বময় ক্ষেত্রটি বিকশিত করিতে লাগিলেন। সেই সময় মধুকৈটভও তামসী দেবীর প্রলয়মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তথায় উত্থিত হইল। কুণ্ডলিনীশক্তি অপর মুখদ্বারা ব্রহ্মা এবং তাঁহার সৃষ্টির ভাবসমূহ নিজদেহে আকর্ষণ করতঃ সেই মুখটিও স্বাধিষ্ঠানে উঠাইলেন। তখন স্বাধিষ্ঠান পদ্মটি পূর্ণরূপে বিকশিত হইল, আর মূলাধার পদ্মটির কার্য্য-শেষহেতু উহা ম্লান ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

——0——

(২) স্বাধিষ্ঠান

মূলাধার চক্রের ঊর্দ্ধে লিঙ্গমূলে বিদ্যুদ্বর্ণ ষড়্দলবিশিষ্ট স্বাধিষ্ঠান-নামক পদ্ম। ঐ ষড়্দলে "বং ভং মং যং রং লং" এই ছয়টি বর্ণ আছে। ঐ পদ্মের রক্তবর্ণ কর্ণিকামধ্যে গোলাকার বরুণ-মণ্ডল। ঐ বরুণ-মণ্ডল মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মন্ত্রে "বং" বীজোপরি শুভ্র-মকরবাহনে বরুণ দেবতার ক্রোড়ে নবযৌবনসম্পন্ন নীলবর্ণ পীতবাস চতুর্ভুজ নারায়ণ এবং তৎশক্তি চতুর্ভুজা নীলবর্ণা রাকিনী অধিষ্ঠিতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাধিষ্ঠান-চক্রই জীবের অপ্‌তত্ত্বময় ক্ষেত্র—উহাই জীবদেহস্থ ভুব-লোক। এই প্রদেশের অধিপতি বিষ্ণু। দেহস্থ অপ্‌তত্ত্বময় ক্ষেত্রেই মাতৃগর্ভস্থ শিশু পালনকারিণী বৈষ্ণবীশক্তি কর্ত্তৃক ক্রমে পুষ্ট হয় এবং ঊর্দ্ধে তেজোময় দেবলোক হইতে সমাগত অমৃত নাড়ীর সাহায্যে বা সহযোগে ভুক্তদ্রব্যের সারভাগের সূক্ষ্মাংশ গ্রহণ করিয়া শিশু জীবিত থাকে।

অন্তঃপুর হইতে বহির্বাটিতে আগমনের ন্যায় বিষ্ণু মূলাধার হইতে স্বাধিষ্ঠান চক্রে সমাগত হইয়া "আমি আমার" রূপ মধুকৈটভের সহিত সুদীর্ঘকাল বাহুযুদ্ধ করিলেন। মনে রাখিতে হইবে, মহাবিষ্ণুর শক্তি মহামায়াই সংসারস্থিতিকারক "আমি-আমার" রূপ মায়ামোহে জীব-মাত্রকেই সংসারচক্রে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। সুতরাং সাধকের সত্ত্বগুণময় প্রকাশভাব প্রবল হইলেও উহা দ্বারা অহং-মমরূপ রজস্তমো-গুণময় মধুকৈটভকে পরাস্ত করা সহজ নহে; কেননা, উহা অভ্যাস ও সময়-সাপেক্ষ। এইজন্য সত্ত্বগুণময় বিষ্ণু সুদীর্ঘকাল (দীর্ঘ শতবর্ষ) মধুকৈটভের সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলেন। এইরূপে মধুকৈটভ বিশুদ্ধ হইয়া স্বাধিষ্ঠান পদ্মটিকে অপ্‌তত্ত্বময় বা সর্ব্বত্র জলময়রূপে দর্শন করিলে বিষ্ণুরূপা কুণ্ডলিনীশক্তি বৈষ্ণবাস্ত্র-স্বরূপ চক্র দ্বারা মধুকৈটভের গলদেশ ছেদনপূর্ব্বক উহাদিগকে নিজদেহে বিলয় করতঃ মুক্তিপ্রদান করিলেন। এইরূপে স্বাধিষ্ঠানপদ্মের কার্য্য শেষ হওয়ায় কুণ্ডলিনীশক্তি সেই পদ্মের সদসৎ বৃত্তিসমূহের বীজ এবং অক্ষররূপা মাতৃকাশক্তিগণকে গ্রাস করতঃ তেজস্বী হইয়া মণিপুর চক্রে আরোহণ করিলেন। তখন স্বাধিষ্ঠান পদ্মটি ম্লান ও অবনত হইয়া পড়িল। এস্থলে স্মর্ত্তব্য এই যে, স্বাধিষ্ঠান পদ্মের ষড়দলে প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, মূর্চ্ছা, সর্ব্বনাশ ও ক্রূরতা—এই ছয়টি বৃত্তি বিদ্যমান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩) মণিপুর

স্বাধিষ্ঠানা চক্রের উর্দ্ধে নাভিমূলে মেঘবর্ণ মণিপুর নামে দশদল পদ্ম। ঐ দশটি দলে যথাক্রমে "ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং" দশটি নীলবর্ণ মাতৃকাবর্ণ এবং সুষুপ্তি, ঈর্ষা, খলতা, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, মোহ, কুবুদ্ধি, তৃষ্ণা ও বিবেক—এই দশটি বৃত্তি তথায় বিদ্যমান। ঐ পদ্মের কর্ণিকা-মধ্যে ত্রিকোণাকৃতি অগ্নিমণ্ডল বিরাজমান। ত্রিকোণের ত্রিপার্শ্বে স্বস্তিকাকার তিনটি ভূ-পুর এবং মধ্যস্থলে "রং" বহ্নিবীজোপরি মেষবাহনে অগ্নিদেবতার ক্রোড়ে বৃদ্ধরূপধারী মহাকালের সহিত "লাকিনী" (শ্যামা বা ভদ্রকালী) শক্তি সমাসীন। মনে রাখিতে হইবে, একটি সূক্ষ্মনাড়ী তেজোময় মণিপুর চক্রকে মূলাধার চক্রের সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছে। এইজন্য যৌগিক পন্থায় নাভিচক্রে সাধন করত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করার কৌশল বিদ্যমান।

কুলকুণ্ডলিনীশক্তি তেজস্তত্ত্বময় স্বর্লোক বা মণিপুর চক্রে উত্থিত হইয়া তথাকার সদসদ্‌ভাবসমূহ প্রকটিত করিলেন। অতঃপর দেবাসুরগণের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সংঘর্ষে দেবগণ পরাজিত হইলেন। পরাজিত নিষ্ক্রিয় দেবগণসহ কুণ্ডলিনীশক্তি একমুখে অনাহত চক্রে উত্থিত হইলেন এবং তত্রস্থ সদসদ্‌ভাবরাশিকে বিকাশ করিতে লাগিলেন। যখন অনাহত চক্রে অবস্থিত পরাজিত দেবগণ হরিহরের শরণাপন্ন হইয়া তৎসমীপে পরাজয়-বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের দেহ-নিঃসৃত তেজঃপুঞ্জ হইতে মহাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী দুর্গা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া সকলকে অভয় দান করিলেন।

অনন্তর দুর্গাদেবী মহানাদ উত্থিত করিয়া মহিষাসুর এবং তৎসেনাপতি-গণকে অনাহত পদ্মে আকর্ষণ করিলে, তাহারা সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া অনাহত চক্রের দিকে ধাবিত হইল এবং দূর হইতে দেবীকে দর্শন করিতে সমর্থ হইল। আর তেজস্তত্ত্বোজাত অবশিষ্ট অসুরগণ দুর্গাদেবীর যুদ্ধরূপ কৃপালাভ করিয়া দেবীর চিন্ময় দেহে বিলীন হইল। যুদ্ধকালে দেবীকর্ত্তৃক সৃষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রমথসৈন্যগণও অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। তখন মণিপুরের কার্য্য শেষ হওয়ায়, ভগবতী কুণ্ডলিনী তাঁহার নিম্ন মুখটি দ্বারা তথাকার সদসদ্বীজসমূহ গ্রাস করিয়া প্রমথসৈন্যগণসহ অনাহত পদ্মে সম্পূর্ণ আরোহণ করিলেন। তখন মণিপুর পদ্মটি অধোমুখী হইল।

—০—

(৪) অনাহত

মণিপুর চক্রের উর্দ্ধে হৃদিস্থলে অনাহত নামে একটি দ্বাদশদল-যুক্ত রক্তবর্ণ পদ্ম আছে। "কং, খং, গং, ঘং, ঙং, চং, ছং, জং, ঝং, ঞং, টং, ঠং"—এই সিন্দূরবর্ণ দ্বাদশটি বর্ণ এই পদ্মের দ্বাদশদলে রহিয়াছে। আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা বিবেক, অহংকার, লোলতা কপটতা, বিতর্ক ও অনুতাপ—এই দ্বাদশটি বৃত্তি দ্বাদশদলে বিদ্যমান। ঐ পদ্মের কর্ণিকামধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ধূম্রবর্ণ পবনদেব কৃষ্ণসারবাহনোপরি অবস্থিত এবং ষট্‌কোণ বায়ুমণ্ডলমধ্যে "যং" বীজোপরি ঈশান-নামক শিব "কাকিনী" শক্তির সহিত বিরাজমান রহিয়াছেন। ইহা চক্রের বহিরঙ্গ ভাব। এই পদ্মের অন্তশ্চক্রে তেজোময় সুপ্রসিদ্ধ বাণলিঙ্গ ত্রিনয়না শক্তির সহিত বিরাজিত। কাহারও মতে দ্বাদশদল হৃদ্-কমলের অভ্যন্তরে একটি শক্তিময় গুপ্ত অষ্টদল পদ্ম বিরাজিত; উহাতে দেবগণ এবং হংসরূপী জীবাত্মা অধিষ্ঠিত।

জীবদেহের হৃদয়-প্রদেশই বায়ুতত্ত্বের স্থান—উহাই দেহব্রহ্মাণ্ডের মহর্লোক। এই দেহ-কেন্দ্র হইতে বায়ুর সাহায্যে সমস্ত দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয় এবং এই ক্ষেত্রেই দেহের দূষিত রক্তসমূহ, শোধিত হইয়া দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। বিশেষতঃ এখানে স্থূলভাবে বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে এবং নানাপ্রকারে ক্রিয়াশীল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর সূক্ষ্ম "প্রাণবায়ু" বা জীবের জীবনী-শক্তি এখানে ওঁকাররূপে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত। এই স্থানেই সতত অনাহত ধ্বনি হইয়া থাকে।

ভগবতী কুণ্ডলিনী প্রাণময় অনাহত পদ্মে দুর্গারূপে আত্মপ্রকাশ করতঃ প্রথমে মহিষাসুরের সেনানীগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিলয় করিলেন। তৎপরে মহিষাসুর প্রমথসৈন্যগণকে আক্রমণ করায়, দেবী তাহার সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া তাহাকে মুক্তিপ্রদান করিলেন এবং অবশিষ্ট অসুরগণকেও বিলয় করিলেন। তখন কুলকুণ্ডলিনীশক্তি তথাকার সদসৎ বৃত্তিসমূহের বীজ গ্রাস করতঃ বিশুদ্ধচক্রে সম্পূর্ণ উত্থিত হইলে, অনাহত পদ্মটি ম্লান হইল।

---

(৫) বিশুদ্ধ

কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধ চক্রের স্থান। এই চক্রটি ষোড়শদলবিশিষ্ট, ধূম্রবর্ণ পদ্মাকারে অবস্থিত। এই ষোড়শদলের এক একটিতে যথাক্রমে অং, আং, ইং, ঈং, উং, ঊং, ঋং, ৠং, ঌং, ৡং, এং, ঐং ওং, ঔং, অং, অঃ, রক্তবর্ণ ষোড়শটি বর্ণ বিরাজিত। এতদ্ব্যতীত পদ্মের ষোড়শদলে শব্দতত্ত্বময় ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ এই সপ্তস্বর এবং স্বাহা, স্বধা, বৌষট্, বষট্, হুঁ, ফট্ নমঃ প্রভৃতি বিশিষ্ট মন্ত্রসমূহ ধ্বনিত হইয়া উহারা ব্যোম্ (বি-ওম্) বা বিশিষ্ট প্রণব ধ্বনিতে পর্য্যবসিত হইতেছে। এই বিশুদ্ধ পদ্ম হইতেই শব্দময় চতুর্ব্বেদ অপূর্ব্ব রহস্যসহ যোগী বা সাধকদেহে আত্মপ্রকাশ করতঃ জ্ঞান ও আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন।

এই পদ্মের কর্ণিকামধ্যে পূর্ণচন্দ্রতুল্য গোলাকার আকাশমণ্ডল আছে; তন্মধ্যে স্ফটিকবর্ণ আকাশবীজ "হং" বিদ্যমান। এই আকাশবীজ তৎপ্রতিপাদ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুক্লগজারূঢ় শ্বেতবর্ণ চতুর্ভুজ ব্যোম-দেবতারূপে পরিচিন্তনীয়। তৎক্রোড়ে ত্রিলোচনান্বিত দশভুজ বাঘাম্বরধারী পঞ্চানন সদাশিব, অর্দ্ধনারীশ্বররূপে নিজশক্তি রক্তবর্ণা শাকিনীসহ বিরাজিত।

জীবদেহের কণ্ঠ-প্রদেশই আকাশ বা ব্যোম-তত্ত্বের স্থান। এখানেই দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের জনলোক অবস্থিত। এই আকাশতত্ত্ব হইতে ক্রমান্বয়ে বায়ুতত্ত্ব, তেজস্তত্ত্ব, জলতত্ত্ব ও পৃথিবীতত্ত্ব যথাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে।

কুলকুণ্ডলিনীশক্তি বিশুদ্ধ চক্রে উত্থিত হইয়া তত্রত্য দেবভাব ও অসুরভাব প্রকাশিত করিলে, আকাশতত্ত্বজাত কারণময় অসুরগণ কর্ত্তৃক দেবভাবসমূহ পরাজিত হইল। তখন তথায় দেবগণের কার্য্যশেষ হওয়ায়, কুণ্ডলিনীশক্তি একমুখে পরাজিত নিষ্ক্রিয় দেবভাবসমূহকে লইয়া আজ্ঞাচক্রে উত্থিত হইলেন, আর অপর মুখসহ বিশুদ্ধচক্রেই যুদ্ধার্থ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ মনোময় দ্বিদল পদ্মে আত্মপ্রকাশ করতঃ স্তবদ্বারা পার্ব্বতী দেবীর সন্তোষ বিধান করিতে লাগিলেন। তখন কুণ্ডলিনীশক্তি তথায় কৌষিকী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে বিরাজমান হইলেন। অনন্তর বিশুদ্ধচক্র হইতে দেবীর অভিমুখে আগমনকারী ধূম্রলোচনকে তিনি আকাশতত্ত্বময় হুঁকার দ্বারা বিলয় করিলেন। তৎপরে বিশুদ্ধ-চক্রে বহুসৈন্যবেষ্টিত হইয়া চণ্ড-মুণ্ড যুদ্ধার্থ অভিযান করিলে কুণ্ডলিনীশক্তি কালিকা-মূর্ত্তিতে তাহাদের উপর পতিত হইয়া গ্রাস ও চর্ব্বণপূর্ব্বক তাহাদিগকে লয় করিলেন। পরিশেষে চণ্ড-মুণ্ডকেও বিলয়-পূর্ব্বক তাহাদের বীজরূপী শিরদ্বয় দ্বিদলস্থ কৌষিকীকে উপহার দিলেন। এইরূপে বিশুদ্ধ চক্রের কার্য্য শেষ হওয়ায় উহা ম্লান ও অবনতমুখী হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৬) আজ্ঞা

জীবদেহের ভ্রূমধ্য-প্রদেশই মনস্তত্ত্বের স্থান এবং এখানেই দেহস্থ তপোলোক অবস্থিত। ইহাকেই প্রকারান্তরে আজ্ঞাচক্রের স্থান বলা হয়। এই প্রদেশের অন্তর্গত দেহমেরুতে শুক্লবর্ণ দ্বিদলপদ্ম অবস্থিত। ইহার দুইদলে হ, ক্ষ এই দুই মাতৃকাবর্ণ বিরাজিত। এই দ্বিদল পদ্মের কর্ণিকামধ্যে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ-বিশিষ্ট ত্রিকোণমণ্ডল দেদীপ্যমান এবং উহার ত্রিকোণে ত্রিগুণ এবং ত্রিগুণের দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর বিরাজিত ও মধ্যস্থলে চন্দ্রবীজ "ঠং" প্রদীপ্ত। এই চন্দ্রবীজ তৎ-প্রতিপাদ্য বরাভয়যুক্ত দ্বিভুজ উজ্জ্বল চন্দ্রদেবতারূপে ধ্যেয়। এই দেবতার ক্রোড়ে দ্বিভুজ, জ্ঞানদাতা, গুণাতীত পরশিব তৎশক্তি দ্বাদশভুজা, ষড়াননা হাকিনী সহ অধিষ্ঠিত। এতদ্ভিন্ন, এখানে ইতরলিঙ্গ-নামক জ্যোতির্ম্ময় শিবলিঙ্গ বিদ্যমান।

এই চক্রকে যুক্তত্রিবেণী বলা হয়। এইস্থানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীরূপা ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী একত্র মিলিত হইয়া সহস্রার পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। সাংখ্যমতে এই চক্রটিকে অহংতত্ত্বের বিকারস্বরূপ চিত্ত, মন ও পঞ্চতন্মাত্রা বলা হয়। কর্ণিকামধ্যে পঞ্চতন্মাত্রাতত্ত্ব এবং দুই দলে চিত্ত ও মন রহিয়াছে। বেদান্তমতে ইহার দুইদলকে প্রাণ ও মনোময় কোষ বলা হয়। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ ইহাকে সূক্ষ্মশরীরের স্থান বলিয়াও নির্দ্দেশ করেন। এই পদ্মে রজোগুণাত্মক মনোময় কোষ, সত্ত্বগুণাত্মক বিজ্ঞানময় কোষ ও তমোগুণাত্মক আনন্দময় কোষ মিলিত হইয়া রুদ্রগ্রন্থি সৃষ্টি করিয়াছে।

শিবসংহিতামতে ইড়ানাড়ী বরণানদী নামে এবং পিঙ্গলানাড়ী অসিনদী নামে কথিত। এই নদীদ্বয়মধ্যে বারাণসীধাম ও বিশ্বনাথ শিব বিরাজমান। সুষুম্নানাড়ী মেরুদণ্ড আশ্রয়পূর্ব্বক উর্দ্ধে গমন করতঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে মিলিত হইয়াছে। ইড়ানাড়ী সুষুম্না নাড়ী হইতে পরাবৃত্ত হইয়া (উত্তর বাহিনী হইয়া)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ্ঞাচক্রের দক্ষিণদিক দিয়া বাম নাসাপুটে ও পিঙ্গলানাড়ী আজ্ঞাচক্রের বামদিক ঘুরিয়া দক্ষিণ-নাসাপুটে গমন করিয়াছে।

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি প্রত্যেক পদ্মের দল এবং কর্ণিকামধ্য হইতে যে সমস্ত দেবভাব ও আসুরিক ভাবের বীজ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা সম্যক-রূপে ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে আজ্ঞাচক্রে তৎসমুদয়ই পূর্ণরূপে বিকাশ করিলেন। ইহারাই চণ্ডীতে বর্ণিত শুম্ভ-নিশুম্ভ এবং তাহাদের অষ্টশ্রেণীভুক্ত আসুরিক বল ও দেবগণের নবশক্তিরূপী 'দেববল'। অনন্তর দেবাসুর-যুদ্ধরূপে বিজয়লীলা আরম্ভ হইল। প্রথমেই মনোময় কোষের দেবাসুর-যুদ্ধে অসুরগণ পরাজিত হওয়ায় রক্তবীজ অনন্ত মূর্ত্তিতে যুদ্ধ করিয়া বিলয়-প্রাপ্ত হইল। তৎপরে নিশুম্ভ অষ্টশ্রেণীর বিশিষ্ট অসুরসহ বিলয়-প্রাপ্ত হয়। অনন্তর শুম্ভ বিশুদ্ধ হইয়া দ্বিদলস্থ বিজ্ঞানময় কোষে এবং নিরালম্বপুরী আনন্দময় কোষে উত্থিত হইলে যুদ্ধরূপ মাতৃপূজা দ্বারা মাতৃরূপা প্রাপ্ত হইল। এইরূপে শুম্ভের অবশিষ্ট জীবভাব বিলীন হওয়ায় তাহার রুদ্রগ্রন্থিভেদ হইল। অতঃপর সহস্রারে শুম্ভরূপী জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মহামিলন সাধিত হইল। এই মহামিলনই ভক্তের ভগবানের নিত্যলীলায় প্রবেশপূর্ব্বক সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ দেহলাভ এবং জ্ঞানী সাধকের সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক বিদেহ মুক্তি বা মহানির্ব্বাণলাভ।

এতক্ষণ ষট্‌চক্রের যৌগিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইল। এক্ষণে সহস্রার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে অর্থাৎ শরীরের সর্ব্বোচ্চস্থান মস্তকে সহস্রার কমল। এই কমলটি শুভ্রবর্ণ তরুণ-তপন-সদৃশ রক্তবর্ণ কেশর দ্বারা রঞ্জিত ও অধোমুখ। উহার পঞ্চাশৎ-দলে অকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণ আছে এবং অক্ষর কর্ণিকার মধ্যে গোলাকৃতি চন্দ্রমণ্ডল আছে। ঐ চন্দ্রমণ্ডলটি ছত্রাকারে একটি ঊর্দ্ধমুখী দ্বাদশ-দল কমলকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। ঊর্দ্ধমুখী দ্বাদশদল কমলের কর্ণিকা মধ্যে বিদ্যুৎ-সদৃশ ত্রিকোণ যন্ত্র বিদ্যমান। ঐ যন্ত্রের চতুষ্পার্শ্বে সুধাসাগরের অবস্থিতি হেতু যন্ত্রটি মণিদ্বীপস্বরূপ বলিয়া প্রতিভাত। ঐ দ্বীপের মধ্যস্থলে মণিপীঠ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তন্মধ্যে নাদ-বিন্দু উপরি হংসপীঠের স্থান। হংসপীঠের উপর গুরু-পাদুকা। এই স্থানে গুরুদেবের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে হয়। গুরুদেবই পরমশিব বা পরম ব্রহ্ম। সহস্রদলকমলমধ্যে যে চন্দ্রমণ্ডল আছে, তাহার ক্রোড়দেশে অমাকলানাম্নী ষোড়শী কলা বিদ্যমান ; উহা রক্তবর্ণা তড়িৎ-সদৃশা ও অতি সূক্ষ্মা। উহার ক্রোড়ে নির্ব্বাণ-কলা। নির্ব্বাণকলার ক্রোড়ে নির্ব্বাণ-শক্তিরূপা মূল-প্রকৃতি বিন্দু-বিসর্গ-শক্তিসহ পরমশিবকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহারই ধ্যানে সাধক নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

শিবসংহিতায়ও উক্ত হইয়াছে যে, সহস্রারেই বিবরসমেত সুষুম্নামূলের আরম্ভ। এই স্থান হইতে (তালুমূল হইতে) সুষুম্নানাড়ী অধোমুখী হইয়া গমন করিয়াছে। ইহার শেষসীমা মূলাধার-কমলস্থিত যোনি-মণ্ডল। এই সুষুম্নানাড়ী সমুদয় নাড়ীর আশ্রয়স্থল।

পূর্ব্বে তালুমূলে যে সহস্রদলপদ্মের কথা বলা হইয়াছে তাহার কর্ণিকার মধ্যে একটি দ্বাদশদল কমলের কন্দদেশে পশ্চিমাভিমুখী একটি যোনিমণ্ডল আছে। এই যোনিমণ্ডলের মধ্যেই ব্রহ্মবিবর সহিত সুষুম্নামূল রহিয়াছে। এই স্থান হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত দীর্ঘ যে সুষুম্না-বিবর আছে, তাহাই ব্রহ্মরন্ধ্র বলিয়া কথিত। এই ব্রহ্মরন্ধ্র-স্মরণে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া যায়, সমুদয় পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। 'শিবসংহিতার' পঞ্চম পটলের ১৬তম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

"যস্য স্মরণমাত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞত্বং প্রজায়তে।
পাপক্ষয়শ্চ ভবতি ন ভূয়ঃ পুরুষো ভবেৎ ॥"

মোটের উপর দেখান হইল, মূলাধারে ব্রহ্মগ্রন্থি, অনাহতে বিষ্ণুগ্রন্থি ও আজ্ঞাচক্রে রুদ্রগ্রন্থি বিরাজিত। ইহার বিশেষ রহস্য এই যে, ঐ সকল চক্রে অন্তশ্চক্র এবং বহিশ্চক্র হিসাবে দুইটি করিয়া বিশেষ স্তর বিদ্যমান। বহিরঙ্গটি ঐশ্বর্য্যভাব এবং অন্তরঙ্গটি মাধুর্য্যভাব। এই দুইটি বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণে উক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থিত্রয়ের উদ্ভব। জাগতিক হিসাবেও দেখা যায়, একটি রজ্জুদ্বারা অতিসংক্ষেপে গ্রন্থি দিলেও উহাতে অন্ততঃ পক্ষে দুইসারি রজ্জু থাকে।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য, প্রণবময়ী কুলকুণ্ডলিনীশক্তির সার্দ্ধত্রিবলয়াকৃতি বা সাড়ে তিন বেষ্টনীও ওঙ্কারময়ী বা প্রণবাকৃতিরূপা। কারণ, প্রণবের প্রথম গোলাকার অংশটিতে প্রথম বেষ্টনী, মধ্যগোলাকার অংশটিতে দ্বিতীয় বেষ্টনী। প্রথম গোলক ও মধ্য গোলকের মধ্যবর্ত্তী অংশটিতে অর্দ্ধবেষ্টনী এবং মধ্য গোলকের পরবর্ত্তী অংশে বা শেষাংশে অর্দ্ধবেষ্টনী—এই উভয়ার্দ্ধ মিলিত হইয়া তৃতীয় বেষ্টনী। আর প্রণবের উপরিভাগের নাদবিন্দু বা চন্দ্রবিন্দুর চন্দ্রটিতে অর্দ্ধবেষ্টনী। সুতরাং ওঁরূপী প্রণবেও সার্দ্ধতিনটি বেষ্টনী বিরাজিত। এজন্য ওঙ্কারও কুণ্ডলিনীরূপা, আবার কুণ্ডলিনীও ওঙ্কারস্বরূপা।

আবার জীবের শ্বাস-প্রশ্বাসরূপী প্রাণবায়ুও প্রণবময়; উহাও প্রণবের ন্যায় সাড়েতিন-বেষ্টনীযুক্ত। কণ্ঠদ্বারা নিশ্বাস-প্রশ্বাসাবধি কণ্ঠপথে বহির্গমন পর্য্যন্ত প্রশ্বাসবায়ু ফুস্‌ফুস্‌ হৃদ্‌পিণ্ড প্রভৃতি যে সকল যন্ত্রাদির মধ্য দিয়া গমনাগমন করে, ঐ যন্ত্রাংশসমূহ এবং বায়ুর বক্র ও গোলাকার গতিসমূহ চিত্রিত করিলে দেখা যাইবে, উহাও সার্দ্ধতিন-বেষ্টনীযুক্ত ওঙ্কারভাবাপন্ন আকৃতিতে অভিব্যক্ত। এই ওঁকাররূপী প্রাণবায়ুকে হুঁকার সহযোগে প্রণবময়ী কুলকুণ্ডলিনীর সহিত সংযুক্ত করিয়া কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগরিত করিবার জন্য যোগশাস্ত্রাদিতে বিভিন্ন সাধন-কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, জীবত্বের মালিন্যই গ্রন্থি বা বন্ধন। এই বন্ধন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ভেদে ত্রিবিধ। রজোগুণাত্মক মনের সংকল্প-বিকল্পাত্মক বহুমুখী চাঞ্চল্যই জীবের কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণে বাধা জন্মায়। মায়ের শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইয়া চিত্তের মালিন্য দূর করিতে পারিলে কুলকুণ্ডলিনী মা জাগ্রত হইয়া রজোগুণময় ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিয়া দেন। তখন সাধক স্বাধিষ্ঠানে আপময় বা আনন্দময় ভাব লাভ করতঃ তেজস্তত্ত্বের ক্ষেত্রস্বরূপ মণিপুরচক্রে আরোহণপূর্ব্বক রিপুজয়ী তেজস্বী-রূপে প্রতিভাত হন। ইহাই ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ-পূর্ব্বক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেজস্বী হওয়া—ইহাই জীবাত্মার স্বগতভেদবিলয় বা স্থূলে অভেদ-দৃষ্টি-প্রসার অথবা ব্রহ্ম-সদ্‌ভাবের প্রতিষ্ঠা। অতঃপর সাধক মাতৃশক্তি লাভ করিয়া রজোগুণের সূক্ষ্ম চাঞ্চল্যের কতক বিলয় পূর্ব্বক অনাহত পদ্মে আরোহণ করেন। এই অনাহত পদ্ম বা হৃদয়-প্রদেশই প্রাণের ক্ষেত্র। সাধক স্বীয় প্রাণকে উদ্বুদ্ধ ও বিশুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ সত্ত্বগুণের বন্ধনাদি হইতে মুক্ত করিয়া মহাপ্রাণরূপে পরিণত করেন এবং রজোগুণের সূক্ষ্মচাঞ্চল্য বিলয়পূর্ব্বক বিশুদ্ধ হইয়া বিশুদ্ধপদ্মে আরোহণ করেন—ইহাই বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ। বিষ্ণুগ্রন্থিভেদই জীবাত্মার সজাতীয়-ভেদনাশ বা সূক্ষ্মে অভেদ-দৃষ্টি-প্রসার অথবা আত্মভাবের বা চিদ্‌ভাবের প্রতিষ্ঠা। তৎপরে বিশুদ্ধ চক্রে অন্তর্ম্মুখী তমোগুণের কারণ-অবস্থাময় চাঞ্চল্য কতক নষ্ট করিয়া সাধক আজ্ঞা-চক্রে উত্থিত হন। তথায় কারণাত্মক তমোগুণের সর্ব্ববিধ চাঞ্চল্য ও বীজসমূহ বিনাশ ও বিলয় করিয়া পরিশেষে সাধক পরমানন্দময় পরমাত্মধাম সহস্রারে গমন করেন। ইহাই তমোগুণময় রুদ্রগ্রন্থিভেদ এবং ইহাই জীবাত্মার বিজাতীয়-ভেদ বিলয়পূর্ব্বক পরমাত্মার সহিত একাত্মভাবে মিলন বা "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। আবার ইহাই কারণে অভেদ-প্রতিষ্ঠা বা ভগবানের সহিত মিলন-স্বরূপ আনন্দের প্রতিষ্ঠা।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

ওঁ ষট্‌চক্রময়ী-দেব্যৈ নমঃ!

শক্তি ও গতি

এই বিশ্বের সমস্তই শক্তিময়; এখানে শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই—

"সর্ব্বং খল্বিদং শক্তিঃ—নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—

সকলই শক্তিময়, এখানে শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই।

যাহা আপাত দৃষ্টিতে জড় বলিয়া মনে হয়, তাহাতেও শক্তির ক্রিয়াশীলতা বিদ্যমান; সগুণ বা ব্যক্তভাবে শক্তি ও গতি একান্ত ভাবে বিজড়িত ও ক্রিয়ান্বিত। শক্তিময় গতিতে ত্রিবিধ ভাব বৈজ্ঞানিকগণ দর্শন করেন, যথা (১) একই চক্রাকার পথে নিয়ত পরিভ্রমণ, (২) কুণ্ডলী-আকার গতি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩) তরঙ্গাকার গতি। এই ত্রিবিধ গতিই জাগতিক শক্তিতেই যুগপৎ সতত বিদ্যমান।

জগৎ-দেহের এবং জীবদেহের অভ্যন্তরেও গতি-শক্তি নিয়ত ক্রিয়াশীল। সত্ত্বাদি ত্রিবিধ গুণও শক্তি ; সুতরাং সত্তামাত্রই শক্তি। এইরূপে দেশ, কাল এবং পাত্র সমস্তই শক্তিময় ও গতিময়। দেশ-শক্তিতে বস্তু-সত্তার আধিক্য, আর ইহাতে সঙ্কোচন-প্রসারণ-বিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয়। সীমাদ্বারাই অখণ্ড দেশকে খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছে ; দেশশক্তি বাহ্যতঃ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্ব—এই ত্রিভাবাপন্ন। দেশের সীমাও নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল ; কেননা, কালের অপ্রতিহতপ্রভাবে উহা বৃদ্ধি ও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ দেশের অভ্যন্তরে কোথাও তাপ, কোথাও শীতলতা, আর কোথাও শমভাব অনুভূত হয় ; ইহা দ্বারা যে কোন দেশরূপী বস্তুর আভ্যন্তরীণ গতিময় তরঙ্গ বা গতি-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং দেশরূপী বস্তুমাত্রই সচেতনভাবে অনুপ্রাণিত এবং এজন্য উহা শক্তিময়।

কালের গতিতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান —এই ত্রিবিধ ভাব বিদ্যমান। দেশ ও কাল অভিন্ন ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বিজড়িত। পৃথিবী লাটিমের ন্যায় আহ্নিকগতিতে নিজে নিজে এক বার ঘুরিয়া আসে ; ইহা দ্বারাই অহোরাত্র নির্দ্ধারিত হয়। আবার সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া বার্ষিক গতিতে পৃথিবীর আপন কক্ষে একবার ঘুরিয়া আসার পরিমাণ-কালকেই সম্বৎসররূপে গণনা করা হয়। এতদ্ভিন্ন, দেশরূপী পৃথিবীর আহ্নিকগতি দ্বারা লব্ধ অহোরাত্রকে বিভিন্ন ভাগ বা অনুভাগে বিভক্ত করিয়াই দণ্ড, পল, বিপলাদির উৎপত্তি। সুতরাং দেশ ও কাল একাত্মসম্বন্ধে বিজড়িত। আর পাত্র বা বস্তুসত্তামাত্রই সর্ব্বতোভাবে দেশকালের অন্তর্ভুক্ত। এই দেশ-কাল-পাত্রই জগন্মূর্ত্তি, সুতরাং উহা শান্তিময়, মাতৃময় ও ব্রহ্মময়।

এতদ্ব্যতীত, শক্তির প্রভাব-বিচার-স্থলে আরও একটি বিষয় আলোচ্য। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতপক্ষে জড় বলিয়া কিছু নাই—সবই চৈতন্যময়, ইহা আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত সত্য। প্রত্যেকটি পরমাণু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহার মধ্যস্থলে একটি জ্যোতির্ম্ময় বিন্দু স্থিরভাবে বিদ্যমান, আর ঐ স্থিরবিন্দুটিকে কেন্দ্র করিয়া অপর একটী জ্যোতিঃ-বিন্দু সর্ব্বদা বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে। এই স্থির বিন্দুটির নাম দেওয়া হইয়াছে "প্রোটন্" (Proton), আর সতত বৃত্তাকারে পরিভ্রমণশীল জ্যোতিঃ-বিন্দুর নাম দেওয়া হইয়াছে "ইলেক্ট্রন্" (Electron)। প্রোটন্ নামক স্থির-বিন্দুটি পিতৃশক্তি-তুল্য (Positive), আর পরিভ্রমণশীল বিন্দুটি মাতৃশক্তিতুল্য (negative)। এতদ্ভিন্ন, কোন কোন পরমাণুতে প্রোটন্ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ইলেক্ট্রন্-সমূহ ক্রমান্বয়ে প্রথম বৃত্ত, দ্বিতীয় বৃত্ত, তৃতীয় বৃত্ত এবং চতুর্থ বৃত্ত পথে পর পর চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে। এইরূপে শৃঙ্খলাযুক্ত ইলেক্ট্রন্-গুচ্ছ বহু ও বিভিন্ন হইলেও সকলেরই মূল-কেন্দ্র একমাত্র বিন্দুরূপী শিবময় প্রোটন্। এইভাবে অনন্ত ইলেক্ট্রন্ এবং প্রোটনের বিভিন্ন-রূপের মিলনে জীব-জগৎ সৃষ্ট ও পরিধৃত, আবার উহাদের বিকর্ষণে বা বিচ্ছেদে সমস্ত পদার্থ বিলয়-প্রাপ্ত হয়।

তন্ত্রশাস্ত্রমতে "শিবশক্ত্যাত্মকং জগৎ" অর্থাৎ জগৎ শিব শক্তিময়। সুতরাং শিবশক্তির "অণোরণীয়ান্" ভাব উপরি-উক্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত। প্রোটন্‌রূপী জ্যোতির্ম্ময় বিন্দু শিবতুল্য, আর ইলেক্ট্রন্ শক্তি-তুল্য। এইরূপে চৈতন্যময় পরমাণু-সমূহই ভগবদিচ্ছায় প্রেমাবেশে যেন কাঠিন্যের জড়মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সুতরাং প্রোটনকে কেন্দ্র করিয়া ইলেক্ট্রন্-সমূহের বিভিন্ন-বৃত্তাকারে নৃত্যবিলাসকে যোগিনী-পরিবৃত শিবশক্তির কিংবা গোপীগণ-পরিবেষ্টিত রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিলাসের উৎসব বলা যাইতে পারে। তাই কি জ্ঞানী, কি যোগী, কি কর্ম্মী, কি ভক্ত সকলেই অধ্যাত্মজীবনের উন্নত অবস্থায় সর্ব্বভূতে সর্ব্বত্র যে ব্রহ্মময়, শক্তিময়, আত্মস্বরূপ ভগবানকে দর্শন করিয়া থাকেন, ইহাও আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত। মেধস্ ঋষি মহাশক্তিরূপিণী মহামায়ার এবংবিধ অতুলনীয় শক্তিতত্ত্ব চণ্ডী-গ্রন্থের চরিত্রত্রয়ে বিশিষ্ট ও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

পরিশিষ্ট সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্বসুবোধিনী

গ্রন্থ-পরিচিতি।

"শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্বসুবোধিনী"র রচয়িতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি. এ, কাব্যতীর্থ আকুমার ব্রহ্মচারী। বার বছর নানা স্থানে শিক্ষকতা করিয়া তৎপরবর্ত্তী ছাব্বিশ বৎসর চেতলা-বয়েজ-হাইস্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন। শিক্ষাদান ইঁহার জীবনের ব্রত। ইনি খাঁটি দেশ-সেবক, খদ্দর ভিন্ন অন্য কাপড় জামা চাদোর ইঁহার পরিধানে কখনও দেখি নাই। সাধুর বাহ্য পোষাক ইঁহার না থাকিলেও ইঁহাকে "সাধু" বলিয়াই গণ্য করি। সনাতন ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধনা আয়ত্ত করিবার জন্য ইনি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ইঁহার দীর্ঘ-তপস্যা-মনন-লব্ধ অমৃতময় ফলের অন্যতম। গীতা ও চণ্ডীর সমালোচনা করিয়া প্রকাণ্ড গ্রন্থদ্বয় ইনি লিখিয়াছেন—উহা অমুদ্রিত আছে। "শ্রীশ্রীগীতামৃত লহরী" নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থও ইনি প্রকাশ করিয়াছেন। খণ্ডদ্বয়াত্মক "শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব-সুবোধিনী" আমি আগাগোড়া পাঠ ও শ্রবণ করিয়াছি। ইহাতে আমার উপকার হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে বৈদান্তিক ব্যাখ্যা আছেই, তাহা ছাড়া ষট্‌চক্রাদি এবং তান্ত্রিক ব্যাখ্যাও আছে। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিমার্গের ব্যাখ্যা এবং চতুর্ব্বর্গ-রহস্য, চণ্ডীস্থিত গায়ত্রী-রহস্য, শক্তিতত্ত্ব ও শক্তিসাধনা, শ্রীশ্রীদুর্গাতত্ত্ব, শ্রীশ্রীভগবতীতত্ত্ব, "ভৌতিক বিজ্ঞান ও শক্তিবাদ" প্রভৃতি বহুতর বিষয় সুষ্ঠু বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, শ্রীশ্রীচণ্ডীর সহিত শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। চরিত্র-ত্রয়ের ঋষি ও দেবতা, চণ্ডীপাঠের নিয়ম, শ্রীশ্রীচণ্ডীর সিদ্ধ-সম্পুট মন্ত্র, অর্গলা স্তোত্রাদির আলোচনা, মূর্ত্তিপূজারহস্য, সপ্তশতশ্লোকী-চণ্ডী প্রভৃতিতে গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

গ্রন্থের ভাষা সুন্দর, স্বচ্ছ, হৃদয়গ্রাহী ও বলবন্ত। এই গ্রন্থের পাঠে হিন্দু-সমাজের উপকার হইবে, এইরূপ আশা হয়। যদি কেহ গ্রন্থের ইঙ্গিতগুলি অবলম্বন করিয়া চণ্ডীর পূজা-পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তবে তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ হইবে।

(স্বাঃ) শ্রীবনমালী চক্রবর্ত্তী (এম, এ, বেদান্ততীর্থ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রী শ্রীচণ্ডীতত্ত্ব-সুবোধিনী

পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বি,এ,
কাব্যতীর্থ মহোদয় শ্রদ্ধাস্পদেষু—

পণ্ডিত মহাশয়, আপনার বই খানি পড়িয়া একটা অপ্রত্যাশিত তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করিলাম। আপনি চণ্ডীর মৌলিক আখ্যায়িকার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন রূপক-ব্যঞ্জনা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম মননশীলতা ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া বুঝাইবার শক্তির পরিচয় বহন করে। অবশ্য আমি সাধনের বিভিন্ন স্তর ও সাধন-মার্গে নানা বাধা-বিঘ্ন-চিত্তবিক্ষেপের সহিত পরিচিত নহি। তথাপি আপনি বহির্ঘটনার মধ্যে যে চমৎকার অধ্যাত্ম অর্থ আরোপ করিয়াছেন, তাহা যুক্তির দিক দিয়া যেমন সারবান্, সাধনার গূঢ় রহস্যের উপর আলোকসম্পাতের জন্য সেইরূপ ভ্রান্তি-নিরসনকারী। বাস্তবিক আমরা শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য না বুঝিয়া আমাদের পূজা-পদ্ধতিকে হাস্যজনক প্রহসনে পরিণত করিয়াছি। এই অজ্ঞাত ও বহিঃ প্রবণতার জন্যই আমাদের পূজাতে চিত্তশুদ্ধি ও অধ্যাত্মশক্তি লাভ হয় না। তত্ত্ব বুঝাইবার ও আদর্শ-জীবন যাপন করিবার অধিকারী গুরুরও একান্ত অভাব। কাজেই যে হিন্দুধর্ম্ম গুরুবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা উপযুক্ত তত্ত্বদর্শী ও সাধনারত গুরুর অভাবে প্রায় নিষ্ফল হইতে চলিয়াছে। আজ পূর্ব্ববঙ্গে যে অসহায়তার রোদন-ধ্বনি দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে, তাহা আমাদের প্রচলিত ধর্ম্মের অন্তঃসার-শূন্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আপনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রণালী ও ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও সংশয়চ্ছেদী। এরূপ একখানি উপাদেয় গ্রন্থ-রচনার জন্য আপনি হিন্দু সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন। যখন ভাবি যে আমরা এই সমস্ত ত্রিকালদর্শী শাস্ত্রকারদের অধঃপতিত বংশধর, তখন মন গ্লানি ও হতাশায় পূর্ণ হইয়া যায়। ধর্ম্মতত্ত্ব কেবল বুঝিবার বস্তু নয়, অনুশীলনের বিষয়। আপনি ত তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেন ; এই তত্ত্ব জীবনে অনুশীলন করিয়া এই পতিত জাতিকে উদ্ধারের পথ কে নির্দ্দেশ করিবে ? এ বিষয়েও আপনাদের অগ্রণী হইয়া এই জড়বাদক্লিষ্ট মুমূর্ষু জাতিকে পথ প্রদর্শন করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচিত। দুর্গাপূজায় ঘরে ঘরে চণ্ডী পঠিত হয়। এই পাঠের ফল যে দিন আমাদের অধিগম্য হইবে, সেই দিনই আমাদের পূজাপদ্ধতি সত্যিকার সার্থকতা লাভ করিবে। শ্রীভগবতী মাতা আপনার লেখনীকে জয়যুক্ত ও অমৃত-নিষ্যন্দিনী করুন, ইহাই প্রার্থনা। ইতি— (স্বাঃ) শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়.

(রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

——০——

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, কাব্যতীর্থ

সম্পাদিত "শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব সুবোধিনী" সম্বন্ধে

সংবাদপত্র ও পণ্ডিত-মণ্ডলীর অভিমত।

প্রথম খণ্ড—মূল্য ১॥० দেড় টাকা ; দ্বিতীয় খণ্ড—১।० পাঁচসিকা।

১। ডাক্তার মহেন্দ্র নাথ সরকার এম. এ, পি, এইচ, ডি, মহোদয় বলেন—

"শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'চণ্ডীতত্ত্ব সুবোধিনী' গ্রন্থের দুই খণ্ড পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলাম। তাঁহার ব্যাখ্যার মূল হচ্ছে জীবনের শক্তির প্রাধান্য—যে শক্তিকে অবলম্বন ক'রে বিশ্বের উৎপত্তি ও স্থিতি, যাঁহার করুণায় মানুষ লাভ করে অনন্ত ঐশ্বর্য্য এবং পরিশেষে মোক্ষ। * * * চণ্ডীর ভিতরে যে গভীরতর ভাব নিহিত আছে—যে ভাব সঞ্চার করে ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং উদ্বোধিত করে জ্ঞানের পরম বিকাশ. পণ্ডিত মহাশয় তাঁর পুস্তকে সেই ভাবটি স্ফুরণ করিয়াছেন। তাঁর পুস্তক পড়িলে লোকে চণ্ডীর মূল এই তত্ত্বটি বুঝিতে পারিবেন।"

২। শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ, ডি-লিট্ মহোদয় বলেন :—

"শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব-সুবোধিনী" গ্রন্থের ১ম খণ্ডে লেখক ধারাবাহিক ভাবে চণ্ডীর বিভিন্ন অংশ বা উপাখ্যানাবলীর সার সঙ্কলন ব্যপদেশে সেগুলির আভ্যন্তর চিন্তা ও দর্শন এবং উপদেশের দিগ্‌দর্শন করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। * * দ্বিতীয় খণ্ডে সাধারণ ভাবে ও তুলনাত্মক ভাবে শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিশেষ উপযোগিতা ও অন্য শাস্ত্র-গ্রন্থ (যথা ভাগবত) এবং চণ্ডীর আলোচনা আছে। * * * আজকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিনে এইরূপ সাত্ত্বিকভাবের আস্তিক্য-বুদ্ধি-প্রণোদিত পুস্তক দুর্লভ। আশা করি, জিজ্ঞাসু সমাজে উভয় খণ্ডেরই যথোপযুক্ত সমাদর হইবে।"

৩। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাদুর এম,এ, মহোদয় বলেন :—"শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্বসুবোধিনী"র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। "সুবোধিনী"র উদ্দেশ্য তত্ত্বালোচনা দ্বারা জিজ্ঞাসুর সহায়তা করা। * * তিনি নানাদিক দিয়া এই অমূল্য গ্রন্থের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের উপর আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা চণ্ডীর দেবাসুর তত্ত্বের রহস্য বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা "চণ্ডীতত্ত্ব সুবোধিনী" হইতে অনেকটা জানিবার ও ভাবিবার বিষয় পাইবেন। * * চণ্ডীর মধ্যের গূঢ় রহস্যটিকে রূপায়িত করিয়া গ্রন্থকার শুধু আমাদের চিত্তকে দোলাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি ভক্ত ও ভাবুকগণের ধ্যান-ধারণারও সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন।

৪। অমৃতবাজার পত্রিকা (2. 3. 47.) :—

"The author of the volume under review leads a dedicated life. His interpretation of the great holy book "The Chandi" is illuminating. He is not satisfied with the mere surface of things but dives deep into the esoteric realm from where he brings up jewels of exquisitic beauty for presentation to the readers. His style is graceful, simple and charming."

৫। হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড (16, 11, 47.) :—

"The author of the book has explained the subject in an illuminating manner. He is not satisfied with giving mere exoteric meaning of the verses contained in the book but he gives an esoteric explanation of the whole matter from the beginning to end."

৬। প্রবুদ্ধ ভারত (ডিসেম্বর ১৯৫০) :—

"In his book the author compares The Chandi with

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

the Gita and the Bhagabat and expounds the philosophy of the popular Tantrika text. * * * As in the first part of the book under review, the historical and practical aspects are clearly discussed with scholarly thoroughness and identity. Making a comparison with the Gita, the author holds what is theoretically imperted in the Gita is explained in a practical manner in the Chandi."

৭। আনন্দবাজার (ইং ১।৬।৪৭) :—

"লেখক এই গ্রন্থে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় চণ্ডীর যোগ ও কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-মূলক বিভিন্ন সাধন-রহস্য প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। * * আলোচ্য গ্রন্থে বৈদান্তিক ব্যাখ্যা ছাড়াও যৌগিক ষট্চক্রাদি এবং তান্ত্রিক ব্যাখ্যাও আছে। * * গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা চণ্ডীর মূল রহস্যে যে আলোক-সম্পাত করিয়াছে, তাহাতে সাধারণ পাঠকও সেই দুজ্ঞের্য় রহস্য অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবে। গ্রন্থকারের ভাব স্বচ্ছ ও ভাষা সরল।"

৮। উদ্বোধন (বৈশাখ, ১৩৫৭) :—

"এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের সহিত যাঁহাদের পরিচয় হইয়াছে, তাঁহারাই লেখকের গভীর অনুভূতি, লেখনশৈলী, উচ্চভাব ও ভাষার রসাস্বাদন করিয়াছেন। • • • উভয় খণ্ডই স্বয়ং সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে চণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, সাধনার সহায় ও অন্তরায় ইত্যাদি। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক ও ব্যবহারিক। ষোলটি অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে —কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিরহস্য, পুরাণ, ভাগবত, গীতা ও গায়ত্রীর সহিত তুলনা, সপ্তশ্লোকী, দুর্গাতত্ত্ব, অর্গলা স্তোত্রাদি, মূর্ত্তিপূজারহস্য ইত্যাদি। • • সাধকগণের পক্ষে পুস্তকখানি একটি প্রয়োজনীয় সঙ্গী।

[যুগান্তর, দেশ, বসুমতী, প্রবাসী, বঙ্গশ্রী, আর্য্যদর্পণ, প্রণব প্রভৃতি পত্রিকা-সমূহেও খণ্ডদ্বয়াত্মক এই গ্রন্থ উচ্চ-প্রশংসিত। স্থানাভাববশতঃ উহাদের অভিমত-প্রকাশ এস্থলে সম্ভবপর হইল না।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi